DENEN GOLD
VOLTAGE STABILIZERS
BOMBAY RADIO & ELECTRONICS
বোম্বে রেডিও এন্ড ইলেকট্রনিক্স
JANIGANJ, SILCHAR-788001
9435372245, 9435942146, 7086962975, 6001732440

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

নকল হইতে সাবধান
মান্যবর গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন, আপনারা বিশুদ্ধ দোকান থেকে যাচাই করে 'জয়রাম' দত্ত সাবান ক্রয় করিবেন।
জয়রাম দত্ত সোপ ওয়ার্কস
পূর্ব বাজার, করিমগঞ্জ
কপিরাইট রেজি: A-101244/2013

বর্ষ ৪৯ □ সংখ্যা ৯৩ | শিলচর □ রবিবার □ ১৯ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ □ ২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ □ ৪ সফর ১৪৪৮ হিজরি □ ১২ পাতা □ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

একুশে বিজেপিতে না গিয়ে ভুল করেছি : সুস্মিতা

বাবার পর রাজনৈতিক গুরু হিমন্ত, 'পুরনো চশমা' খুলে বিজেপির দর্শন

হিমু লস্কর

শিলচর, ১৮ জুলাই : '২০২১ সালের আগস্টে কংগ্রেস ছাড়ার পরই বিজেপিতে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসে যাওয়াটা ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের ভুল।' বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মাত্র আট দিনের মাথায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর শিলচরের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় আত্মসমালোচনাটাই করলেন সুস্মিতা দেব। শুধু তা-ই নয়। বাবা সন্তোষ মোহন দেবের পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেই নিজের 'রাজনৈতিক গুরু' বলে ঘোষণা করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এত দিন বিজেপি ও আরএসএসকে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন, তা ছিল অন্যের শেখানো। এখন সেই দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গিয়েছে। তাঁর এই

বিজেপি সাংসদ হিসেবে শিলচরের দলীয় কার্যালয়ে সুস্মিতা দেবকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন জেলা সভাপতি রূপম সাহা, মন্ত্রী কৌশিক রায়, সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। শনিবার।

স্বীকারোক্তি যেন নিছক দলবদলের ব্যাখ্যা নয়। বরং কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, আর সেখান থেকে বিজেপিতে পৌঁছনোর রাজনৈতিক যাত্রাপথকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা।

বিজেপিতে যোগদান এবং পদ্ম টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হবার পর শনিবার ইটখলায় জেলা বিজেপির কার্যালয়ে প্রথমবারের মতো পা রাখেন সন্তোষ কন্যা সুস্মিতা। তবে তাঁকে ঘিরে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুধু সৌজন্যের পর্বে সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠে নতুন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রকাশ্য ঘোষণাও। অবশ্য প্রকাশ্যে ছিল শুধুই উচ্ছ্বাস। জেলা কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে সুস্মিতা দেবকে স্বাগত জানান জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গোপাল রায়, সম্পাদক সৌমিত্র দেব এবং মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী আইনজীবী সুস্মিতা পুরকায়স্থ। পরে জেলা সভাপতি

এরপর ছয়ের পাতায়

পুরনির্বাচনে ১০০ শতাংশ জয়ের লক্ষ্যে নামছে বিজেপি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : পুজোর আগে প্রথমবারের মতো শিলচরে কর্পোরেশন নির্বাচন হতে চলেছে এবং বিজেপি এবার ৪২টি আসনে ১০০ শতাংশ জয়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে, এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়।

এদিন এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে তিনি দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নির্বাচনের প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে গেছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের কাজ এবার দলের তৃণমূল স্তরের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে ১০০ শতাংশ সফলতা এনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিশেষ উপহার দেওয়া। শিলচর শহরের ইতিহাসে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে কর্পোরেশন নির্বাচন এবং ১০০ শতাংশ সফলতা এনে আমাদের দলকে ইতিহাসের পাতায় আরও উজ্জ্বল করে তুলবো।'

এরপর ছয়ের পাতায়

অরাজনৈতিক কেউ সরকারের সমালোচনা করলে তর্ক নয় : কৌশিক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষ যখন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরকারের সমালোচনা করবে তার বিরুদ্ধে যেন কেউ অশালীন মন্তব্য না করে এবং অযথা তর্ক করা যেন না হয়, দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে শনিবার এই বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়।

তিনি বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন শিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সরকারের কাজের সমালোচনা করেন এবং তারা কখনও কখনও নিজের অভিমত ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেন। কেউ কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করেন আবার অনেকেই একেবারে অরাজনৈতিক। যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি করছেন না তাদের সঙ্গে দলের কেউ ঝগড়া করবেন না। ওখানে গিয়ে বলবেন না এত বছর আগে কি হয়েছিল এখন কি হচ্ছে ইত্যাদি। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ সরকারকে নিয়ে আলোচনা করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে অনেকেই নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এমন কাজটি করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কথা বলুন। তবে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নয়।'

ওয়াংচুকের ছবি অঙ্কন, গুয়াহাটিতে গ্রেফতার দুই যুবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই : অনুমতি ছাড়া সরকারি সম্পত্তিতে সোনম ওয়াংচুকের ছবি আঁকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে দিসপুর পুলিশ। আটক দুই যুবক যথাক্রমে ডিব্রুগড়ের নকুল মিলি এবং গুয়াহাটির দক্ষিণগাঁওয়ের গৌরব সিং।

আজ শনিবার দিসপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে জ্যোতি-বিষ্ণু ভবনের নিকটবর্তী রাস্তার ধারে একটি সরকারি দেওয়ালে ছবি আঁকার সময় টহলরত পুলিশ তাঁদের আটক করেছে। সূত্র জানিয়েছে, সরকারি বা জনসাধারণের সম্পত্তিতে কোনও ধরনের ছবি, প্রতিকৃতি বা গ্রাফিতি আঁকার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। অনুমতি ছাড়া দেওয়ালে প্রতিকৃতি আঁকার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি সম্পত্তি

এরপর ছয়ের পাতায়

সুস্মিতাকে নিয়ে বিজেপির কেউ দুঃখিত নন : কৌশিক

বিজেপি কার্যালয়ে একান্ত আলাপচারিতায় মন্ত্রী কৌশিক রায় ও সাংসদ সুস্মিতা দেব। শনিবার শিলচরে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : শুধুমাত্র বিজেপির নতুন সদস্য নন, সুস্মিতা দেবকে পরিবারের সদস্য বলেই অভিহিত করলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। শনিবার শিলচরে দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কৌশিক বলেন, এটাই বিজেপির সাংগঠনিক সংস্কৃতি। তিনি বলেন, 'বিজেপিতে কেউ শুধু সদস্য হয়ে আসেন না, তিনি পরিবারের অংশ হয়ে যান। এই কারণেই আজ বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল।'

এরপর ছয়ের পাতায়

নেহরুর ছায়া থেকে বেরিয়ে এলেন সুস্মিতা : পরিমল

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, জুলাই : যে পরিবার থেকে সুস্মিতা আসেন সেখানে কালীমোহন দেব, সতীন্দ্রমোহন দেব, সন্তোষ মোহন দেব এবং বীথিকা দেবের মত নাম রয়েছে। তারা কংগ্রেসের আদর্শে রাজনীতি করেছেন এবং সুস্মিতা নিজেও একটা লম্বা সময় ধরে সেই আদর্শেই কাজ করে গেছেন। এবার তিনি সেই আদর্শকে পেছনে ফেলে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আমার মনে হয় নেহরুর কালো ছায়া থেকে বেরিয়ে তিনি দেশের সেবক দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদের উজ্জ্বল ছত্রছায়ায় এলেন, শনিবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে এমনটাই বললেন সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য।

পরিমল বলেন, বরাকের রাজনীতির ইতিহাসে সন্তোষ মোহন দেব পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে। সেই পরিবারের সদস্য হিসেবে সুস্মিতার বিজেপিতে যোগদান

এরপর ছয়ের পাতায়

দলের শক্তি বাড়ল, সহযোগী পেলাম : কণাদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবের বিজেপিতে যোগদানকে আদর্শগত সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। শনিবার শিলচরে বিজেপির কাছাড় জেলা কার্যালয়ে সুস্মিতাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সেই পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে সুস্মিতার বিজেপিতে আসা গুরুত্বপূর্ণ।

কণাদের দাবি, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসে থাকার অভিজ্ঞতার পর সুস্মিতা বুঝতে পেরেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। তিনি

এরপর ছয়ের পাতায়

চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক শাহের, একাধিক নির্দেশ

কলকাতা, ১৮ জুলাই : দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থল সংযোগ শিলিগুড়ি করিডোর বা 'চিকেন নেক'-এর নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ফুলবাড়ি এলাকা পরিদর্শন এবং পরে শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, নজরদারি ব্যবস্থা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন তিনি।

শুক্রবার রাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর শনিবার সকালে অমিত শাহ প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সংবেদনশীল জুম্মাগছ এলাকা পরিদর্শন করেন। সেখানে সীমান্তে বিএসএফের মোতায়েন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সীমান্ত বেড়া এবং স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত খোঁজ নেন। বর্ষাকালে নদীপথে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের সম্ভাবনা এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়েও তাঁকে অবহিত করেন নিরাপত্তা আধিকারিকরা।

এরপর শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা সচিবালয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা আরও কার্যকর করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান দ্রুততর করা এবং যৌথ অভিযান জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে ১০টি নতুন সীমান্ত চৌকি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি উত্তরবঙ্গ সীমান্ত এলাকায় নির্মিত হবে। প্রশাসনের মতে, নতুন চৌকিগুলি চালু হলে সীমান্তে নজরদারি আরও শক্তিশালী হবে, দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হবে এবং অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও অন্যান্য অবৈধ কর্মকাণ্ড দমনে বিএসএফ

এরপর ছয়ের পাতায়

শিলিগুড়ির অদূরে বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার।

হাইকমান্ড চাইলে বিরোধী দলনেতার পদ ছেড়ে দেবো ঘোষণা ওয়াজেদ আলির

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ার পর থেকেই দলীয় অন্তর্কোন্দলে রীতিমতো জেরবার কংগ্রেস। ইতোমধ্যেই দলের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে প্রথমসারির নেতাদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে প্রদেশ সভাপতি গৌরব গগৈকে। এমনকি তাঁর কর্মপন্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। এবার বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর কাজকর্ম নিয়ে দলীয় বিধায়কদের অসন্তুষ্টি কংগ্রেসকে আরও বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। দলের একাংশ বিধায়কের অভিযোগ সাংসদ রকিবুল হোসেনের কথায় ওঠা-বসা করছেন বিরোধী দলনেতা। এমনকি সাংসদ রকিবুলের নির্দেশ মেনে বিধানসভায় দল পরিচালনা করছেন বলেও বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে একাংশ বিধায়কের। তবে বিধায়কদের অসন্তুষ্টির বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। সেইসঙ্গে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, হাইকমান্ড চাইলে বিরোধী দলনেতার পদটি ছেড়ে দিতে কোনও আপত্তি নেই তাঁর।

বিরোধী দলনেতা কে হবেন, তা নিয়ে অশেষ অন্তর্কোন্দলের পাশাপাশি কম নাটক হয়নি কংগ্রেসে। দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়েছিলেন বিধায়করা। অবশেষে অধিকাংশ বিধায়কের মতামতকে সম্মান জানিয়ে ওয়াজেদ আলি চৌধুরীকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু চলতি বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না ওয়াজেদ আলি চৌধুরীকে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নীরবতাই পালন করছেন তিনি। শাসকপক্ষের কোনও কথায় এখন পর্যন্ত সেইভাবে বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি তাঁকে। যার ফলে বিধানসভায় একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। দলের একাংশ বিধায়কও বিরোধী দলনেতার কাজকর্ম নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন। এমনকি বিরোধী দলনেতার নির্দেশ মানছেন না বেশ কয়েকজন বিধায়ক। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের অভিযোগ, 'সাংসদ রকিবুলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন

এরপর ছয়ের পাতায়

অনশনে অটল, চিকিৎসা নিতেও অরাজি! সোনমের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটল

পুলিশ যন্তর-মন্তরের অনশনস্থল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে সোনম ওয়াংচুককে। শনিবার দিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : যত সময় যাচ্ছিল ততই শরীর ভেঙে যাচ্ছিল সোনম ওয়াংচুকের। কথা বলার শক্তিটুকুও নেই। মেদক্ষয় হয়েছে, পেশিরও ক্ষয় হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলে দিয়েছেন, যে কোনও সময় 'অর্গ্যান ফেলিওর' হতে পারে। এমতাবস্থায় শনিবার সকালে সোনমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে একপ্রকার জোর করেই পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে। ভর্তি করা হয়েছে সফদরজং হাসপাতালে। রাখা হয়েছে জরুরি বিভাগে। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও অনশন ভাঙতে নারাজ শিক্ষাবিদ তথা সমাজকর্মী সোনম। এমনকী চিকিৎসা নিতেও রাজি হননি তিনি। এখনও অনশনে অটল সোনম।

স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে আসার পর সোনমকে ফ্লুইড দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন। এমনকী কোনও ওরাল ওষুধ গ্রহণেও রাজি হননি তিনি। যার অর্থ এখনও অনশন প্রত্যাহার করেননি সোনম। এতে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছে বলে জানান চিকিৎসকরা। এই অবস্থায় শনিবার রাতে সফদরজং হাসপাতালের তরফে হেলথ বুলেটিন প্রকাশ করে বলা হয়েছে, সোনমের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। তাঁর শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গিয়েছে।

সোনমকে হাসপাতালে ভর্তির পর শারীরিক পরীক্ষায় একাধিক উদ্বেগজনক বিষয় সামনে এসেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ অনশনে সোনম ওয়াংচুকের শরীর অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গিয়েছে, শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি শুরু হয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

অনশন চলবে, নির্ধারিত দিনেই পদযাত্রা : গীতাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : অনশনরত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন তুললেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো। তিনি দাবি করেন, সোনম ও তাঁকে কিছু না জানিয়েই পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশেও কোথাও হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলা হয়নি।

শনিবার গীতাঞ্জলি বলেন, 'সোনম ওয়াংচুককে যন্তরমন্তর থেকে তাঁকে বা আমাকে কিছু না জানিয়েই সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলেন। তখন সব ধরনের শারীরিক সূচক স্বাভাবিক ছিল। অথচ এখন বলা হচ্ছে, তাঁর শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে গিয়ে ২.৯-এ নেমেছে এবং তা প্রাণঘাতী হতে

এরপর ছয়ের পাতায়

বেহাল পথ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইস্যুতে কংগ্রেসের আন্দোলনে উত্তপ্ত শ্রীভূমি

কংগ্রেসিরা স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন সদর সার্কল অফিসারের হাতে। শনিবার শ্রীভূমিতে।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৮ জুলাই : বেহাল পথ সংস্কার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতে কংগ্রেসের আন্দোলনকে ঘিরে শনিবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় শ্রীভূমি জেলাসদরে। প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে পুলিশের ঠেলাধাক্কা এবং পরবর্তীতে কংগ্রেস কর্মীদের আটক করার ঘটনায় কেঁপে উঠে অফিসপাড়া। প্রায় চারঘণ্টা কংগ্রেস কর্মীদের সদর থানায় আটকে রাখার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ। বলেন, কংগ্রেস কর্মী সন্দীপ নন্দী সহ অন্যদের শনিবার যেভাবে হেনস্তা করা হয়েছে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী শনিবার শ্রীভূমি জেলার বেহাল রাস্তাঘাট, লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন এবং ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামেন কংগ্রেস কর্মকর্তারা। ইন্দিরাভবন থেকে প্রতিবাদী মিছিল শহরের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমা করে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ব্যারিকেট দিয়ে কংগ্রেসিদের গতিরোধ করে। কংগ্রেস কর্মীরা পার্শ্ববর্তী ধরনা শেডে জড়ো হয়ে বিভিন্ন স্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপান।

নিজেদের দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র জেলা কমিশনারের কাছে প্রদানের জন্য ব্যারিকেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন কংগ্রেসিরা। তখন উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে

এরপর ছয়ের পাতায়

এবার প্লাস্টিকের নোট আনছে আরবিআই

মুম্বই, ১৮ জুলাই : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। চালু হচ্ছে প্লাস্টিকের (পলিমার) নোট। এই বড় পরিবর্তনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি বিশেষ পাইলট প্রকল্প চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই প্রকল্পের অধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর নোট প্রিন্টিং শাখা নোট ছাপানোর জন্য অপ্যাসিফাইড পলিমার সাবস্ট্রেট শিটের (প্লাস্টিক নোট তৈরির মূল উপাদান) জন্য বিশ্বব্যাপী দরপত্র আহ্বান করেছে। তারা আরও জানিয়েছে, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্তমানে, প্লাস্টিক বা পলিমার শিটে একটি নোট ছাপানোর প্রাথমিক খরচ একটি সাধারণ কাগজের নোট তৈরির খরচের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে কাগজে একটি সাধারণ ১০ টাকার নোট ছাপাতে প্রায় ১.০১ টাকা খরচ করে। তবে, যখন একই মূল্যের একটি নোট প্লাস্টিকে তৈরি করা হয়, তখন উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ পলিমার শিটের কারণে প্রাথমিক ছাপানোর খরচ বেড়ে যায়।

অনুমান করা হচ্ছে, একটি ১০ টাকার প্লাস্টিক নোট ছাপাতে ২ থেকে ৬ টাকা খরচ হতে পারে।

তবে প্রাথমিক খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও, প্লাস্টিকের নোট দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় অর্থনীতি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। সাধারণ কাগজের নোট খুব দ্রুত ছিঁড়ে যায়, রং ফিকে হয়ে যায় বা ময়লায় নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ঘন ঘন সেগুলি বদলাতে হয়। এর তুলনায়, এই নতুন পলিমার নোটগুলি কাগজের নোটের চেয়ে অন্তত তিন থেকে চার গুণ বেশি দিন টিকবে। জল, ঘাম, তেল এবং ময়লা এই নোটগুলির উপর কোনও বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, যা প্লাস্টিকের নোটের আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে।

প্লাস্টিক নোটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এগুলির গড় আয়ু প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর। এই দীর্ঘস্থায়িত্ব ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বারবার নতুন নোট ছাপানো এবং পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত নোট নষ্ট করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে। এই নোটগুলি ছাপানো ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রতি বছর যে শত শত কোটি টাকা খরচ হয়, তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। এর অর্থ হল, এই প্রাথমিক ব্যয়বহুল বিনিয়োগ আগামী বছরগুলিতে জাতীয় কোষাগারের জন্য অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও লাভজনক প্রমাণিত হবে। তবে এগুলি কবে চালু হবে সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (NEUROLOGIST)
মনিপাল হাসপাতাল, কলিকাতা

ডাঃ অম্লান মণ্ডল
M.B.B.S. (Kolkata)
MD (Medicine) PGIMER, Chandigarh
DM (Neurology), KGMU, Lucknow
Senior Consultant and HOD, Neurology
Manipal EM Bypass Hospital (Old Medica, Kolkata)
Regd. No. 50615 (WBMC)
আগামী ৮ এবং ৯ই আগস্ট, ২০২৬ইং তারিখে
সিটি হেল্‌থ কেয়ার-এ
(ISO 9001-2015 Certified Diagnostics Center)
সীমিত সংখ্যক রোগী দেখিবেন
ট্রাঙ্ক রোড, (কাছাড় কলেজের পাশে), শিলচর
যাহারা বিভিন্ন ধরনের Nerve এর সমস্যা, Stroke এর পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যা, মাইগ্রেনের জন্য মাথা ব্যথা, মৃগী রোগের সমস্যা, শিশুদের বিভিন্ন মানসিক বিকারগ্রস্ত সমস্যা, হঠাৎ করে ফিট হয়ে যাওয়া এই সমস্ত রোগের স্থায়ী ও উন্নত চিকিৎসার জন্য আজই অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করুন
মোঃ 9957145220 / 6000794647 / 7002046954

ফরম নং (Form No.) INC-25A
আঞ্চলিক পরিচালক (Regional Director)-এর নিকট
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (Ministry of Corporate Affairs)
উত্তর-পূর্বাঞ্চল (North Eastern Region)

বিষয় : কোম্পানিজ আইন, ২০১৩ (Companies Act, 2013)-এর ধারা (Section) ১৪ এবং কোম্পানিজ (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৪ (Companies (Incorporation) Rules, 2014)-এর বিধি (Rule) ৪১-এর প্রসঙ্গে।

এবং

বিষয় : JANO CHETANA REAL ESTATE LIMITED, যার নিবন্ধিত কার্যালয় (Registered Office) অবস্থিত :
যত্নে : রবীন্দর গুলগুলিয়া
অম্বিকাপুর পার্ট-৪
খাটাল রোড
বুধুরাইল
ডাকঘর : জয়ফরপুর
থানা : শিলচর
পরগণা : বারাকপুর
সি. আর. অ্যাভিনিউ
জেলা : কাছাড়
শিলচর
অসম, ভারত - ৭৮৮০০৫

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উপরোক্ত কোম্পানি কোম্পানিজ আইন, ২০১৩ (Companies Act, 2013)-এর ধারা (Section) ১৪ এবং উল্লিখিত বিধিমালা (Companies (Incorporation) Rules, 2014) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের (Central Government) নিকট একটি আবেদন দাখিল করতে ইচ্ছুক এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় (Extra Ordinary General Meeting - EOGM) গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের (Special Resolution) পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানিটিকে একটি বেসরকারি সীমিত কোম্পানিতে (Private Limited Company) রূপান্তর করার অভিপ্রায় পোষণ করে, যাতে উক্ত রূপান্তর কার্যকর করা যায়।

যে কোনো ব্যক্তি, যার স্বার্থ কোম্পানির প্রস্তাবিত রূপান্তর বা মর্যাদা পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখপূর্বক শপথপত্র (Affidavit)-সমর্থিত আপত্তিপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক (Regional Director), উত্তর-পূর্বাঞ্চল (North Eastern Region), বিএসএনএল ভবন, প্রথম তলা, পানবাজার, গুয়াহাটি - ৭৮১০০১ ঠিকানায় স্বয়ং দাখিল করতে পারেন, দাখিল করাতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাক (Registered Post)-যোগে প্রেরণ করতে পারেন। একই সঙ্গে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে (Registered Office) নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় আপত্তিপত্রের একটি অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে।

কোম্পানির পক্ষে ও প্রতিনিধিত্বে (For and on behalf of the Company)
তারিখ (Date) : ১৯.০৭.২০২৬
স্থান (Place) : শিলচর
সুনীল মোহতা
(DIN : 00229459)
পরিচালক (Director)
JANO CHETANA REAL ESTATE LIMITED
যত্নে : রবীন্দর গুলগুলিয়া
অম্বিকাপুর পার্ট-৪
খাটাল রোড
বুধুরাইল
ডাকঘর : জয়ফরপুর
থানা : শিলচর
পরগণা : বারাকপুর
সি. আর. অ্যাভিনিউ
জেলা : কাছাড়
শিলচর
অসম, ভারত - ৭৮৮০০৫

Affidavit

I, **Sweta Rani Sahu Shaw**, W/o. Ajit Kumar Shaw, resident of Vill-Chandranathpur, P.O. Chandranathpur, P.S. Borkhola, Dist. Cachar, Assam by an affidavit before the Executive Magistrate, Silchar on 04-07-2026 declared that, my actual and correct name is **Sweta Rani Sahu Shaw** which is written in my Aadhar Card and all other relevant documents for all legal purposes. But in the 3 numbers of my child their name and their birth certificate Registration Numbers date of Retistration mentioned below namely **(i) Kalpita Shaw,** Registration No. B-2018:18-90069-001936, Date of Birth 22-08-2018 **(ii) Sruti Shaw,** Registration No. B-2020:18-90069-002354, Date of Birth 02-10-2020 **(iii) Aaradhya Shaw,** Registration No. B-2023:18-90069-000944, Date of Birth 24-03-2023 whirein my name has been mentioned as **Sweta Shaw** instead of **Sweta Rani Sahu Shaw.** This declaration is mainly sworn for the purpose of confirmation/correction of my name in my childs birth certificate from the concerned authority, hence made this affidavit.

NAME CHANGE

I, **Sonali Roy**, R/o-Swamiji Road, Idgha, Cachar, Assam, Pin-788001, mother of Srimedha Roy, do hereby solemnly declare that my daughter's actual and correct name is Srimedha Roy as per her Birth Certificate vide Regn. No. 30 dated 11-01-2010 issued by Concerned authority of Birth and Death Registered of Silchar Municipaliity but inadvertently her nick name i.e. Swaha Roy has been recorded in her academic records and Aadhaar Card vide No.8334 1765 8852. By the affidavit before the Executive Magistrate, Silchar on this the 17th day of July, 2026 vide Certificate No. IN-AS50068650825428Y declare the both names refer to one and the same person i.e. my daughter and her correct name is Srimedha Roy.

Sonali Roy
Mother of Srimedha Roy
Deponent.

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত
সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।
কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

LOST

On the way from Silchar G.C. College road to National Highway on 10/01/2026, I have lost my TDC Part-I & TDC Part-2 Marksheet Roll-A-109 No-30100425 & TDC Part-II Marksheet Roll-A-210 No-30100425. If anyone found, please contact :
PRIYANKA SHUKLA
Central Road, Silchar
Mobile : 6901252965

অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : পালংঘাট এলাকার রুকনি তৃতীয় খণ্ড জামালপুরে সোনাই নদী থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ। আনুমানিক বছর ২৫-র ওই যুবকের মৃতদেহ নজরে পড়ে শনিবার সকালে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

নিউ হাফলং রেলওয়ে স্টেশনে হেরোইন উদ্ধার, তিনজন আটক

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ১৮ জুলাই : মাদক-বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল ডিমা হাসাও পুলিশ। শনিবার ভোরে ডিমা হাসাও জেলার নিউ হাফলং রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে ২২০.৬ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন সহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিরা শিলচর থেকে নিউ হাফলং রেলস্টেশনে এসে গুয়াহাটিগামী ট্রেনে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালায়। পরে সন্দেহের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১৮টি প্লাস্টিকের সাবানের কৌটার মধ্যে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা মোট ২২০.৬ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় অভিযুক্তদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই মাদক চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত এবং মাদকের উৎস ও সম্ভাব্য গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজনে এনডিপিএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার রোধে নিরাপত্তা বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানের মধ্যে নিউ হাফলং রেলওয়ে স্টেশনে এই উদ্ধারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ডিমা হাসাওয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে পর্যালোচনা বৈঠক রূপালির

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ১৮ জুলাই : ডিমা হাসাও জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে শনিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রূপালি লাংথাসা। বৈঠকে জেলার বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির কার্যকর সমাধানের দিকেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য প্রবিতা জহরি, ডিএইচএসি-র যুগ্ম সচিব রেবেকা চাংসান (এসিএস), ডিমা হাসাওয়ের যুগ্ম স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তা ডাঃ সারসিং রংপি, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ মেরিনা এল চাংসান, হাফলং সিভিল হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ কল্পনা কেম্প্রাই, এসডিএম অ্যান্ড এইচও (সদর) ও ইউএইচসি-র ভারপ্রাপ্ত ডাঃ লিনা হাকমাওসা-সহ জেলার প্রবীণ চিকিৎসক, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম)-র আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মীরা। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চলমান স্বাস্থ্য কর্মসূচি, পরিকাঠামোগত ঘাটতি এবং প্রশাসনিক ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি ঘটানো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প তৃণমূল স্তরে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিধায়ক রূপালি লাংথাসা বৈঠকে জেলার প্রত্যন্ত ও জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের কাছে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে গৃহীত আলোচনার ভিত্তিতে শীঘ্রই বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গেছে।

২০০ ফুট খাদে অটো, নিহত কিশোর, সংকটজনক মা ও মামা

মনোজ মোহান্তি

দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো। ইনসেটে নিহত মেহবুব হোসেনের ফাইল ছবি।

রামকৃষ্ণনগর, ১৮ জুলাই : পাথারকান্দি-রাতাবাড়ি সড়কের দোহালিয়া পাহাড়ের ঘিলাইটিকর ভিউ পয়েন্ট সংলগ্ন বাঁকে শনিবার অপরাহ্নে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় ১৩ বছরের কিশোর মেহবুব হোসেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকদিন মামার বাড়িতে কাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজ বাড়িতে ফেরার পথেই ঘটে এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এএস-১০-এসি-০৭৯১ নম্বরের একটি অটোরিকশায় একই পরিবারের সদস্যরা ফিরছিলেন। ছাগিখাউরি এলাকার দোহালিয়া পাহাড় ভিউ পয়েন্ট সংলগ্ন বাঁকে পৌঁছাতেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই অটোরিকশাটি প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে রাতাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয়। আহতদের প্রথমে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় নিহতের মা ইয়ারুন নেছা এবং মামা শাকিল আহমদকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। দু'জনেরই অবস্থা সংকটজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। আহত দিদিমা লোদি বিবি বর্তমানে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহত মেহবুব হোসেন কাজিরবাজার পলডহর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ফরিজ উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে জানা গেছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং সমগ্র এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাতাবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কী কারণে চালক অটোরিকশার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কাছাড়ে বিদেশি সিগারেট উদ্ধার, আটক ১

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : কাছাড় জেলায় যৌথ অভিযানে প্রায় ৫৯.২ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশি উৎসের জাল সিগারেট উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস ও রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদফতর (ডিআরআই)। শুক্রবার গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ওই অঞ্চলে পণ্য পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় আসাম রাইফেলস। একাধিক স্থানে তল্লাশি চালানোর পর তারাপুর হয়ে অন্য রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া একটি ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি সিগারেট বোঝাই ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং একজন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, অবৈধ পণ্য পাচার ও জাল পণ্যের চক্র ভেঙে দিতে ডিআরআই-র সঙ্গে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তাদের দাবি, এই উদ্ধার অভিযান অঞ্চলে পণ্য পাচার দমনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার
ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের অধীন একটি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

Advt.No. TMC/AD-70/2026 — POSITIONS AVAILABLE — 09.07.2026

Tata Memorial Centre(TMC) invites applications for the following posts :

	LOCATION : TMH,MUMBAI		LOCATION : MPMMCC/HBCH, VARANASI
1	MEDICAL OFFICER 'E', RADIO DIAGNOSIS	1	MEDICAL OFFICER 'F', URO ONCOLOGY
2	MEDICAL OFFICER 'E', GERIATRIC MEDICINE	2	MEDICAL OFFICER 'D', PATHOLOGY
3	MEDICAL OFFICER 'E', PATHOLOGY	3	MEDICAL OFFICER 'D', PULMONARY MEDICINE
4	MEDICAL OFFICER 'E', MEDICAL ONCOLOGY, SOLID TUMOR	4	MEDICAL OFFICER 'D', HEAD & NECK ONCOLOGY
5	MEDICAL OFFICER 'E', RADIATION ONCOLOGY		LOCATION : ACTREC, NAVI MUMBAI
6	MEDICAL OFFICER 'E', ANESTHESIOLOGY	1	PUBLIC RELATIONS OFFICER I
7	MEDICAL OFFICER 'E', PALLIATIVE MEDICINE	2	ASSISTANT SECURITY OFFICER
8	SCIENTIFIC OFFICER 'SB', LIBRARY		LOCATION : BBCI, GUWAHATI
9	SCIENTIFIC OFFICER 'SB', TRIAL COORDINATOR	1	MEDICAL OFFICER 'G', RADIO DIAGNOSIS
10	NURSING SUPERINTENDENT II	2	MEDICAL OFFICER 'E' , PLASTIC SURGERY
11	ASSISTANT NURSING SUPERINTENDENT	3	MEDICAL OFFICER 'D', MEDICAL ONCOLOGY
12	SCIENTIFIC ASSISTANT 'B', BIOCHEMISTRY	4	SCIENTIFIC OFFICER 'E', NUCLEAR MEDICINE (RADIATION SAFETY OFFICER III)
13	SCIENTIFIC ASSISTANT 'B', RADIO DIAGNOSIS	5	SCIENTIFIC OFFICER 'SB',COMPUTER PROGRAMMER
14	SCIENTIFIC ASSISTANT 'B', PATHOLOGY	6	SCIENTIFIC OFFICER 'SB', TRIAL COORDINATOR
15	SCIENTIFIC ASSISTANT 'B', MICROBIOLOGY	7	SCIENTIFIC ASSISTANT 'B', RADIO DIAGNOSIS
16	TECHNICIAN 'C', DENTAL & PROSTHETICS SURGERY	8	ACCOUNTS OFFICER II
17	TECHNICIAN 'A', ELECTRICAL		LOCATION : HBCH & RC, MUZAFFARPUR
18	TECHNICIAN 'A', MULTI SKILLED	1	MEDICAL OFFICER 'D', MEDICAL ONCOLOGY
19	TECHNICIAN 'A', ELECTRONICS	2	MEDICAL OFFICER 'D', NUCLEAR MEDICINE
20	ASSISTANT SECURITY OFFICER	3	MEDICAL OFFICER 'D', RADIO DIAGNOSIS
	LOCATION : HBCH, SANGRUR, PUNJAB	4	MEDICAL OFFICER 'D', PALLIATIVE MEDICINE
1	ACCOUNTS OFFICER II	5	MEDICAL OFFICER 'D',TRANSFUSION MEDICINE
2	DEPUTY ADMINISTRATIVE OFFICER (HRD)	6	TECHNICIAN 'C', DENTAL & PROSTHETICS SURGERY
3	ASSISTANT ADMINISTRATION OFFICER,PURCHASE		
	LOCATION : HBCHRC, NEW CHANDIGARH/ HBCH, SANGRUR,		
1	ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER		
2	ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER		

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:
http-//tmc.gov.in এবং "Careers"-এ ক্লিক করুন
বিজ্ঞপ্তি নং ৭০/২০২৬

অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ০৬.০৮.২০২৬
(বিকাল ৫:৩০টা পর্যন্ত : আইএসটি)

cbc 48149/11/0004/2627

দাস পদবীর লোকেদের নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য, মামলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : দাস পদবীর লোকেদের নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিজনক মন্তব্য করা সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনে পুলিশের কাছে এজাহার দায়ের করা হল ফৈজ উদ্দিন লস্কর নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শিলচর সৎসঙ্গ আশ্রম রোডের বাসিন্দা বিজেপি কর্মকর্তা রাজেশ দাস দায়ের করেছেন এজাহার।

এজাহারে রাজেশ উল্লেখ করেছেন, ফৈজ উদ্দিন সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে সমগ্র দাস পদবিধারী লোকেরা বাংলাদেশি বলে গালিগালাজ করার পাশাপাশি তাদের হুমকি দিয়েছেন। এজাহারে এভাবে অভিযোগ এনে রাজেশ উল্লেখ করেছেন, সামাজিক মাধ্যমে ফৈজ উদ্দিনের এমন সব মন্তব্য দাস পদবীধারী লোকেদের মানসিকভাবে আঘাত দিয়েছে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। তিনি ফৈজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের প্রতি আর্জি জানিয়েছেন।

১৯-২০ জুলাই শিরিষপুর ফায়ারিং রেঞ্জে নিষেধাজ্ঞা জারি

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১৮ জুলাই : হাইলাকান্দির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ১৬৩ ধারার অধীনে আগামী ১৯ এবং ২০ জুলাই, সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিরিষপুর চা-বাগানে অবস্থিত ফায়ারিং রেঞ্জের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সাধারণ জনগণ এবং গবাদি পশুর চলাচল নিষিদ্ধ করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাধারণ জনগণ নিজে ওই এলাকায় চলাচল করতে পারবেন না এবং তাদের গবাদি পশুও নিয়ে যেতে পারবেন না।

পিএম-অজয় প্রকল্পের অধীনে হাইলাকান্দিতে কোটির বেশি অর্থ বণ্টন

মহিলার হাতে অনুমোদনপত্রের রেপ্লিকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক ড. মিলন দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১৮ জুলাই : হাইলাকান্দির রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিএম-অজয় প্রকল্পের অধীনে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার অনুদান এবং আর্থিক সহায়তা বণ্টন করা হয়েছে। আসাম স্টেট রুরাল লাইভলিহুডস মিশন এবং অসমের তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ নির্দেশনালয়ের যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ব্যাপক জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দির জেলা কমিশনার জয় বিকাশ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি বিধায়ক ড. মিলন দাস। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারপার্সন ফাতেমা বেগম চৌধুরী, সিইও জেলা পরিষদ রুথ লিয়েন থাং, এডিসি মুনসুর আহমদ মজুমদার, প্রসেনজিৎ দে (এসডিডব্লিউও) এবং এএসআরএলএমের ডিপিএম সৌমিত্র দে। বণ্টন করা আর্থিক প্যাকেজ মধ্যে ১৮৫টি তফসিলি জাতিভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৯২.০৫ লক্ষ টাকা এবং ৪৩ জন তফসিলি জাতিভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একক সদস্যাকে ২০.৩৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই পুরো অর্থ সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফার মোডের মাধ্যমে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ক্রেডিট করা হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আধিকারিকরা জোর দিয়ে বলেন, এই আর্থিক সহায়তা তৃণমূল স্তরে উদ্যোক্তা তৈরি করতে গতি আনবে, যা অঞ্চলের তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে টেকসই জীবিকা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথ প্রশস্ত করবে।

হাইলাকান্দিতে বাড়ি থেকে নগদ ৩ লক্ষ সহ সম্পত্তি লুট

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১৮ জুলাই : হাইলাকান্দি শহরে চুরির ঘটনা যেন থামছেই না। গত কয়েক মাস ধরে একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়লেও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। ফের একবার শহরের নতুনপাড়া এলাকায় সংঘটিত হল দুঃসাহসিক চুরি। এবার চোরদের নিশানায় পড়লেন বাউরঘাট পেট্রলপাম্পের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন দাস।

জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে পরিবারের সদস্যরা ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর ঘরের আলমারি ও অন্যান্য আসবাবপত্র তছনছ করে নগদ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। শুধু নগদ অর্থই নয়, সোনার গয়না-সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীও নিয়ে যায় চোরেরা। প্রাথমিক হিসেবে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুট হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শনিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে ঘরের দরজা ভাঙা এবং জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে যান। পরে ঘটনাটি হাইলাকান্দি সদর থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে হাইলাকান্দি শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে নতুনপাড়া এলাকায় এর আগেও একাধিক বাড়িতে চুরির অভিযোগ সামনে এসেছে। বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটায় শহরবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। রাতের টহল আরও জোরদার করা এবং দ্রুত চক্রটিকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

২১ দিনের মাথায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলল

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ১৮ জুলাই : একদিন নয়, দু'দিন নয়, টানা ২১ দিনের মাথায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় স্বস্তিতে ফিরছেন বরাকবাসী। শুধু বরাকবাসী নয়, চার রাজ্যের জনগণ। নিত্যদিনের যাত্রী, যানচালক, গাড়ি মালিক, রোগাক্রান্ত, শয্যাশায়ী রোগী, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, সব ধরনের ব্যবসায়ী ২০ দিন নরক যন্ত্রণায় ভোগান্তির পর শুক্রবার রাত ১২টার পর যান চলাচল শুরু হলেও শনিবার যান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। গুমড়া সেতুর বাহানায় ২০ দিন থেকে অবরুদ্ধ ছিল বরাক। জাতীয় সড়কের পাশে মাইলের পর মাইল ঠাঁয় দাড়িয়ে হাজার হাজার লরি। সীমাহীন দুর্ভোগে রাত পোহাচ্ছিলেন চালক-খালাসিরা। এতে স্বাভাবিকভাবেই চালকদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দফায় দফায় ঘটলেও কোনও প্রকার রেহাই মিলেনি চালকদের। হাজার হাজার গাড়িচালক জাতীয় সড়কের স্থানে স্থানে প্রায় প্রতিদিন সড়ক অবরোধ করে বসলেও কোনও পক্ষই বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। সড়ক অবরোধের ফলে তীব্র যানজট, প্রায় প্রতিদিন বেসামাল পরিস্থিতি দেখা দেয়, এতেই টনক নড়ে প্রশাসনের। চালকদের প্রতিবাদ সামাল দিতে পুলিশ দলবদ্ধ হয়ে অবরোধ স্থলে উপস্থিত হয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এই ছিল জাতীয় সড়ক বন্ধ হওয়ার পর বাস্তব ছবি। পুলিশ-চালক বাকবিতণ্ডা, ঠেলাধাক্কা চলে একেবারে জলভাতের মতো। শেষে শুক্রবার রাতে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে বলে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধমুক্ত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

দিনপঞ্জিকা

রবিবার, ২ শ্রাবণ, ইং ১৯ জুলাই, মুং ৪ শফর (ভাং তাং ২৮ আষাঢ়)। অ ২ শাওন, ফসলী ২০ আষাঢ়, সংবৎ ৫ আষাঢ় সুদি। ৫।৩।১০ গতে সূর্যোদয়, ৬।২১।৯ গতে সূর্যাস্ত। পঞ্চমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।
বৃষ : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।
মিথুন : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।
কর্কট : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন।
সিংহ : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।
কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।
তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।
বৃশ্চিক : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।
ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।
মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।
কুম্ভ : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।
মীন : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

প্রায় পাঁচ বছর পর বাংলাদেশি নাগরিক জাকির হোসেনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

জাকির হোসেনকে সীমান্তে সমঝে নিচ্ছে বিজিবি।

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরের আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক জাকির হোসেনকে স্বদেশে তাঁর নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। মো. জাকির হোসেন (৩৪) সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার ৯ নম্বর সুরমা-কালিকাপুর ইউনিয়নের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

কয়েক বছর আগে কাছাড় জেলার পয়লাপুর রেলক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করার সময় লক্ষীপুর পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। তদন্তে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গেলে বিদেশি আইনে মামলা রুজু করে তাকে শিলচর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর দুই বছরের কারাদণ্ডের মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়। কারাদণ্ড শেষ হওয়ার পরও তাঁর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। এই সময় শিলচর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেল সুপার সুজিত দাস বিষয়টি নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি, অসমের সচিব প্রধান সাধন পুরকায়স্থের নজরে আনেন।

এরপর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় জাকির হোসেনের পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাঁর বাংলাদেশি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা

এরপর সাতের পাতায়

মিশন বসুন্ধরার সুবিধা লাভ ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের দাবি ৮টি মুসলিম সংগঠনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই: অসমের ভূমিহীন ও দরিদ্র মুসলিম পরিবারগুলির জমির অধিকার সুনিশ্চিত করতে 'মিশন বসুন্ধরা' প্রকল্পের আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাল রাজ্যের আটটি ইসলামি সংগঠনের একটি যৌথ মঞ্চ। শনিবার গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এই আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে অসমের মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করেছে এই সংগঠনগুলি।

অল অসম আহলে সুন্নত মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের প্রধান মুফতি মকিবুর রহমান আজহারি যৌথ মঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'সম্প্রতি অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে, যোগ্য ভারতীয় মুসলিমদের মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পের অধীনে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিষয়টি তিনি বিবেচনা করতে রাজি আছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে আজহারি বলেন, 'আমরা অসম সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যেন দরিদ্র ও ভূমিহীন মুসলিমরা যাতে জমির পাট্টা পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে রাজ্যের চর-চাপরি অঞ্চলে একটি ব্যাপক সমীক্ষা চালানো উচিত, যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা যায়।'

সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে আজহারি অভিযোগ করেন, দলগাঁওয়ের বিধায়ক মজিবুর রহমান ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনও বিধায়ক এই বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেননি। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও কংগ্রেস বিধায়কদের বসুন্ধরা প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র মুসলিমদের নাম নথিভুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখিনি। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিধানসভায় জানিয়েছেন যে, কেবল মজিবুর রহমানই এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।'

কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করে সংগঠনগুলি ধুবড়ির সাংসদ রকিবুল হুসেন এবং দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। আজহারি বলেন, 'গত লোকসভা নির্বাচনে মুসলিমরা রকিবুল হুসেনকে বিপুল সমর্থনে জয়ী করেছিল। কিন্তু সাংসদ হওয়ার পর সংসদে আমাদের সমস্যা ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরতে তাঁকে দেখা যায়নি।' কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদকে রূপক অর্থে 'তিন তালাক' বলে অভিহিত করে তিনি স্পষ্ট জানান,

এরপর সাতের পাতায়

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে পর্যালোচনা বৈঠক মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুর

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৮ জুলাই : দুর্যোগ প্রস্তুতি থেকে জনসেবা পর্যন্ত প্রশাসনের কার্যক্রমে গতি আনতে এবং সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শনিবার শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পাথারকান্দি বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পার্বত্য এবং বরাক উপত্যকা বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করছেন পাথারকান্দি কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সপ্ততি এন্দো।

সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজস্ব বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পাথারকান্দি রাজস্ব সার্কেল, সার্কেল অফিস, ভূমি নথি (ল্যান্ড রেকর্ডস) শাখা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরগুলির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালীন প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, মাঠপর্যায়ে সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দি কো-ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সপ্ততি এন্দো, পাথারকান্দির সার্কেল অফিসার আদিতি নুনিসা, সহকারী কমিশনার সীমান্ত বিশ্বাস, সহকারী কমিশনার পূজা দাউলাগোপু, পাথারকান্দি সার্কেলের জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর ফিল্ড অফিসার নবকুমার দাস; ভূমি রাজস্ব সহকারী কর্মীসহ বিভিন্ন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

বৈঠকের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির বর্তমান কাজের অগ্রগতি, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা করা হয়। প্রতিটি বিভাগের কর্মকর্তারা নিজ নিজ শাখার কার্যক্রম, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প, মাঠপর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা এবং তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। নদীভাঙন, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধসসহ যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, জরুরি

এরপর সাতের পাতায়

নিট ২০২৬: আজমল সুপার ৪০-এর অভূতপূর্ব সাফল্য, উত্তীর্ণ ৭৫০-এরও বেশি শিক্ষার্থী

উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ১৮ জুলাই: নিট-২০২৬ পরীক্ষায় আবারও অভূতপূর্ব সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে আজমল ফাউন্ডেশনের অধীনস্থ 'আজমল সুপার ৪০'। এ বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৭৫০-এরও বেশি শিক্ষার্থী নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

এবারের ফলাফলে গোলাঘাটের অভিরুহন প্রিয়ম ৭২০-এর মধ্যে ৬৬০ নম্বর পেয়ে আজমল সুপার ৪০-এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। এছাড়া আরিয়ান হুসেইন (৬৫৭), মুজতাবা এ. মামুন (৬৫৩), জাবেদ আখতার (৬৫২), সুজেন কুমার রায় (৬৩৭), সাহিল তানভীর (৬৩৬), আরিফ হুসেইন (৬২৮) এবং জাইনুর আলি (৬২৬) উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

ফলাফল ঘোষণার পর আজ হোজাইয়ের বরপুখুরীস্থিত 'নাজির আজমল কলেজ অব এডুকেশন' প্রাঙ্গণে সফল শিক্ষার্থীদের ঐতিহ্যবাহী ফুলাম গামোছা, জাপি ও শরাই দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আজমল ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা কেক কেটে এই আনন্দ উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উলিউল্লাহ আজমল।

উল্লেখ্য, আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসক ও প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজমল ফাউন্ডেশন 'আজমল সুপার ৪০'-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিং, আবাসন, খাদ্য এবং অন্যান্য

এরপর সাতের পাতায়

বিনামূল্যে ভর্তির দাবিতে এনসি কলেজে শিক্ষার্থীদের ধরনা, স্মারকপত্র প্রদান

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। শনিবার বদরপুর এনসি কলেজে।

এম এইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ১৮ জুলাই: বিনামূল্যে কলেজে ভর্তির দাবিতে বদরপুরের নবীনচন্দ্র (এন.সি.) কলেজে শনিবার ছাত্র সংসদের উদ্যোগে ধরনা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে আন্দোলনকারীরা সরকারের নতুন নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং গত শিক্ষাবর্ষের মতো চলতি শিক্ষাবর্ষেও সকল যোগ্য শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে ভর্তির সুবিধা বহাল রাখার দাবি জানান।

এনসি কলেজ ছাত্র সংসদের সম্পাদক জানান, গত শিক্ষাবর্ষে সেমিস্টারভিত্তিক বিনামূল্যে ভর্তির সুযোগ ছিল। কিন্তু চলতি বছরে হঠাৎ করে মাত্র তিন দিনের সময় দিয়ে তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারের যেসব শিক্ষার্থীর ব্যাক পেপার রয়েছে, তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩,৬০০ টাকা ভর্তি ফি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এত অল্প সময়ে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে এই অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ফলে আর্থিক সংকটের কারণে বহু দরিদ্র পরিবারের, চা-বাগানের, এসসি/এসটি/ওবিসি সহ অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

আন্দোলনরত ছাত্রী পাপিরা ইয়াছমিন বলেন, 'আমরা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে আন্দোলন করছি। গত বছর যখন বিনামূল্যে ভর্তির সুযোগ ছিল, এ বছর তা কেন থাকবে না? শিক্ষা দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। পাশাপাশি পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সমস্যাও বাড়ছে।'

অন্যদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কলেজের বিরুদ্ধে নয়, বরং সরকারের নতুন নীতির বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ৪ জুলাই অসম সরকারের কমিশনার ও সচিবের জারি করা নির্দেশিকা এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের নির্দেশ অনুসারে তৃতীয় ও পঞ্চম সেমিস্টারের যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী সেমিস্টারে ব্যাক পেপার রয়েছে, তারা আর বিনামূল্যে ভর্তির সুবিধা পাবেন না। সেই সরকারি নির্দেশ মেনেই কলেজে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

তথ্য প্রদান না করায় লক্ষীপুর সমজেলা কমিশনারকে ২০ হাজার জরিমানা

কবীর আহমদ

লক্ষীপুর, ১৮ জুলাই: তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ লঙ্ঘন করার অভিযোগে কাছাড় জেলার লক্ষীপুর সাব ডিভিশনাল অফিসার (বর্তমান সমজেলা কমিশনার)-কে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অসম তথ্য কমিশনের কমিশনার উৎপল বরুয়া এই কঠোর নির্দেশ জারি করেছেন। গত ৩ জুলাই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে লক্ষীপুরের সমজেলা কমিশনারের কাছে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করেছেন রাজ্য তথ্য কমিশনার। দুই বছরেও আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান না করা এবং শুনানিতে উপস্থিত না থাকার কারণে রাজ্য তথ্য কমিশন লক্ষীপুর সমজেলা কমিশনারের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তথ্য প্রদান না করা, রাজ্য তথ্য কমিশনের নোটিশের কোনও জবাব না দেওয়া, শুনানিতে উপস্থিত না থাকার বিষয়ে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছে রাজ্য তথ্য কমিশন। ত্রিশ দিনের ভিতরে জরিমানা আদায় না করলে আইন

এরপর সাতের পাতায়

সিংহভাগ ব্লক কর্মী মেডিক্যাল লিভে !

গ্রামোন্নয়নের কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রমাণে রেহাই নেই, হুংকার আমিনুলের

সভায় বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। শনিবার সোনাইয়ে।

ফয়জুর রহমান লস্কর

সোনাই, ১৮ জুলাই : সোনাই উন্নয়নখণ্ডের ৯টি জিপিতে গ্রামোন্নয়নের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর বিগত কয়েকদিন থেকে কর্মচারিদের নিয়ে পর্যালোচনা সভায় বসার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতায় বার কয়েক সভা স্থগিত করা হয়েছিল। বিধানসভা অধিবেশনের ফাঁকে শনিবার দুপুরে ব্লক কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে নির্ধারিত সভার আয়োজন করা হয়। পরিচয়পর্বের মাধ্যমে রুদ্ধদ্বার সভা শুরু করেন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। জিপি সচিব থেকে শুরু করে জিআরএস, জিপিসি, এইই, জেই, আসিস্টান্ট বিডিও, বিডিওর সঙ্গে পরিচয় পর্বে দেখা যায় বৈঠকে ৯টি জিপির মধ্যে ৩ জন জিপি সচিব, ৪ জন জিআরএস, ৫ জন জিপিসি, ৩ জন এইই, ২ জন জেই ও ১ জন আসিস্টান্ট বিডিও বিডিও ছাড়া সিংহভাগ ব্লক কর্মচারি গরহাজির। এ ব্যাপারে বিডিওর কাছে জানতে চাইলে বিডিও আমতা আমতা করে জানান, বেশ কয়েকজন মেডিক্যাল লিভে রয়েছেন। এছাড়া বাদবাকিরা অন্যদিকে ব্যস্ত রয়েছেন। উপস্থিতির হার দেখে মুহূর্তের মধ্যে মেজাজ পাল্টে যায় বিধায়কের। তিনি চড়াগলায় বলেন, বিগত পাঁচ বছরে সোনাই ব্লকে গ্রামোন্নয়নের অর্থের অবাধ লুঠতরাজ চলছে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন লুণ্ঠনকারিরা সভায় হাজির হওয়ার সাহস পাননি। তিনি কড়া ভাষায় বিডিওর কাছে জানতে চান একই দিনে সবাইকে মেডিক্যাল লিভ দেওয়ার পেছনে রহস্য কী? চাপের মুখে পড়ে ভারপ্রাপ্ত বিডিও দেবাশিস

এরপর সাতের পাতায়

নাট্যব্যক্তিত্ব মানিকলাল দত্ত প্রয়াত, শোক নাট্যমহলে

আগরতলা, ১৮ জুলাই : ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, শিক্ষক ও বাচিকশিল্পী মানিকলাল দত্ত প্রয়াত হলেন। শনিবার আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর প্রয়াণে রাজ্যের নাট্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

মানিকলাল দত্ত দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ত্রিপুরার নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নাট্যকার হিসেবে যেমন তিনি পরিচিত ছিলেন, তেমনি একজন আদর্শ শিক্ষক ও দক্ষ বাচিকশিল্পী হিসেবেও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নাটকের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁকে রাজ্যের নাট্যজগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। তিনি রূপম নাট্যগোষ্ঠীর আজীবন সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। শনিবার দুপুরে তাঁর মরদেহ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হলে সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান অসংখ্য নাট্যকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং শুভানুধ্যায়ীরা। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হয়।

জারইলতলা-দুর্গাপুর সড়ক নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক কিশোর নাথ

শিলান্যাস করছেন বিধায়ক কিশোর নাথ। সঙ্গে রয়েছেন অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ১৮ জুলাই: দ্বিতীয়বারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর শনিবার প্রথম বড়খলার জারইলতলা এলাকায় সড়কের কাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক কিশোর নাথ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'মুখ্যমন্ত্রী পকিপথ নির্মাণ আচনি'র অধীনে জারইলতলা বাজার থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত ২.৭৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সড়কের কাজের শিলান্যাস করে বিধায়ক কিশোর নাথ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, অসমের উন্নয়নের আরেক নাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ জারইলতলা-দুর্গাপুর সড়কটি সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পড়েছিল। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছার কারণেই এত কম সময়ের মধ্যে এই সড়কের জন্য অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন এবং স্থানীয় জনগণকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

পাশাপাশি, চলতি বিধানসভা অধিবেশনে বড়খলায় সার্কল অফিস (রাজস্ব) মঞ্জুর করার জন্য তিনি

এরপর সাতের পাতায়

কাছাড় কলেজে 'মাতৃভাষা শহিদ স্মারক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : মঙ্গলবার ইতিহাস সাক্ষী রেখে, একটি প্রজন্মের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শনিবার কাছাড় কলেজ প্রাঙ্গণে 'মাতৃভাষা শহিদ স্মারক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। এক আবেগঘন এবং গৌরবময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি অনুষ্ঠিত হয়, যা কাছাড় কলেজের ইতিহাসে এক অনন্য ও চিরস্মরণীয় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। এই উপলক্ষে কাছাড় কলেজে মাতৃভাষা শহিদ স্মারক নির্মাণ সমিতি ও কলেজের সাংস্কৃতিক সমিতির যৌথ উদ্যোগে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

১৯৬১ সালের ১৯ মে ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম বীর শহিদ বীরেন্দ্র সূত্রধরের কন্যা মধুমিতা সূত্রধর বিশেষ অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কাছাড় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক পার্থঙ্কর চৌধুরী এবং মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা কবি, প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ ড. অপ্রতিম নাগ, উপাধ্যক্ষ মোঃ শামস উদ্দিন, ছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসনিক কর্মী ও ছাত্রছাত্রী। তৎকালীন সময়ে আহত আন্দোলনকারীদের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ড. মন্মথ দাসের পুত্রবধূ দীপা দাস এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কাছাড় কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সনৎরঞ্জন দত্ত, ড. সন্তোষরঞ্জন চক্রবর্তী, ড. সজলেন্দু দাস লস্কর, ড. কবীর হুসেন, ড. অসীমা ভট্টাচার্য, ড. রমাপদ বিশ্বাস, ড. রমা পুরকায়স্থ, ড. শান্তনু ধর প্রমুখ।

প্রদীপ প্রজ্বলন ও একাদশ শহিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

মধুমিতা সূত্রধরের পবিত্র করকমলেই ভাষা শহিদ স্মারকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং উপস্থিত সকলেই এতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে, মধুমিতা সূত্রধরের হাতে শহিদ স্মারক স্তম্ভের ডিজিটাল ফলক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের

শহিদ বেদীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন শহিদ বীরেন্দ্র সূত্রধরের কন্যা মধুমিতা সূত্রধর। শনিবার কাছাড় কলেজে।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাছাড় কলেজের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান তথা শহিদ স্মারক নির্মাণ কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপিকা ড. পারমিতা দাস, তবলায় সঙ্গত করেন কলেজের ছাত্র রাজীব অধিকারী।

স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ড. অপ্রতিম নাগ বলেন, বাল্যকাল থেকেই তিনি এই ইতিহাসের ও প্রথার সঙ্গে পরিচিত। তিনি বলেন, এই আন্দোলনের বিষয়ে মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট আজও অজানা। লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জির বাবা, আইনজীবী এন সি চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, এবং এই কমিটির সাক্ষ্য গ্রহণের সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা বিশিষ্ট সাংবাদিক অমিত নাগ। তিনি কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরে বলেন, তৎকালীন সময়ে ব্লাড ব্যাঙ্ক থাকলে হয়তো সুকোমল পুরকায়স্থ ও বীরেন্দ্র সূত্রধরকে বাঁচানো সম্ভব হত। শীঘ্রই এই শহিদ বেদী নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

বীরেন্দ্র সূত্রধরের কন্যা মধুমিতা সূত্রধর তাঁর বক্তব্যে তৎকালীন সময়ের আন্দোলন ও শৈশবে পিতা হারানোর শোকাবহ স্মৃতি তুলে ধরেন। তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে জানান, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অর্থের অভাবে তিনি লেখাপড়ার কাজে অগ্রসর হতে পারেননি। তার বাবার শহিদ হওয়ার পর তাঁদের পরিবারের চরম আর্থিক ও মানসিক সংকটের দিনগুলোর কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি আরও জানান, তাঁর মা আজীবন অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেছেন। সরকারি সহায়তায় আর্থিক অনুদান বা স্থায়ী চাকরি মেলেনি। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সভা-সমিতিতে আমন্ত্রিত হলেও তৎকালীন সময়ে সরকার, জনগণ

এরপর সাতের পাতায়

তৃতীয় গেটের একটি সরিয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ জনতা

এনআইটির পাশের ভরাখাই চা বাগানের প্রবেশপথ নিয়ে বিতর্ক

জওহর লাল পাণ্ডে

শিলকুড়ি, ১৮ জুলাই : শিলচরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি)-র পাশ দিয়ে যাওয়া ভরাখাই চা-বাগানের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের প্রবেশপথকে ঘিরে বিতর্ক আবারও তীব্র হয়েছে। শনিবার সকালে ভরাখাইবাসী ইনস্টিটিউটের তৃতীয় গেটের কাছে জড়ো হন এবং প্রতিবাদস্বরূপ একটি গেট সরিয়ে ফেলেন, যা গ্রামবাসীদের মতে, কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই স্থাপন করা হয়েছিল।

ব্যারিকেড সরিয়ে দিচ্ছেন ভরাখাইবাসী।

স্থানীয়রা বলছেন যে, যে জমিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), শিলচর সম্প্রসারিত হয়, আগে যখন রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (আরইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন থেকেই ভরাখাই চা-বাগানের বাসিন্দারা ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসের

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সামায়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯৩, রবিবার, ১৯ জুলাই, শ্রাবণ ২, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

কেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা গণ-ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিলেন

বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইসরোর কর্মপদ্ধতিতে আনতে হবে পরিবর্তন। তা হলে হয়তো অনেক বিজ্ঞানী বেসরকারি সংস্থার হাতছানি উপেক্ষা করে থেকে যেতে পারেন ইসরোয়।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোতে একের পর এক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর ইস্তফা এবং স্বেচ্ছা অবসরের ঘটনা হঠাৎ করে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। গত কয়েক মাসে ১০০-রও বেশি বিজ্ঞানী সংস্থা ছেড়েছেন বা স্বেচ্ছাবসরের আবেদন করেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মহাকাশ দফতর গগনযান-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে যুক্ত বিজ্ঞানীদের ইস্তফা বা স্বেচ্ছাবসরের আবেদন আর নিয়মমাফিক গ্রহণ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি আবেদন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাতে হবে মহাকাশ দফতরে। গত ১৪ জুলাই জারি হওয়া নির্দেশিকা ইতোমধ্যেই ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার, বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার, সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার, লিকুইড প্রপালশন সিস্টেমস সেন্টার-সহ ইসরোর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এভাবে দক্ষ বিজ্ঞানীরা সংস্থা ছাড়তে থাকলে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর কাজ ব্যাহত হতে পারে বলে কেন্দ্রের আশঙ্কা। তাই এই ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসে মহাকাশ দফতর।

এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কেন ইসরো ছাড়ছেন বিজ্ঞানীরা। এর রহস্য কী হতে পারে? এটা বেতন সংক্রান্ত সমস্যা, না অন্য কিছু। জানা গেছে, এর সবচেয়ে বড় কারণ ভারতে বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের দ্রুত উত্থান। ২০২০ সালে মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পর থেকেই স্কাইরুট অ্যারোস্পেস, অগ্নিকুল কসমস, পিক্সেল, ধ্রুবা স্পেস, বেলাট্রিক্স অ্যারোস্পেস, ডিজান্তরার মতো সংস্থাগুলো দ্রুত বিস্তার ঘটিয়েছে।

এই সংস্থাগুলোতে তুলনামূলক বেশি বেতন, স্টক অপশন, দ্রুত পদোন্নতির সুযোগ এবং নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা মিলছে। বহু প্রাক্তন ইসরো বিজ্ঞানীও এখন এই স্টার্টআপগুলোর প্রতিষ্ঠাতা বা উপদেষ্টা। ফলে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এর ফলেই ইসরোয় গণহারে ইস্তফা দিয়ে বেসরকারি সংস্থায় যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানীরা। তাছাড়া শুধু বেসরকারি সংস্থার আকর্ষণই নয়, ইসরোর ভেতরেও একাধিক প্রশাসনিক সমস্যা সামনে এসেছে। গগনযানের জি-১ পরীক্ষামূলক উড়ান, এসএসএলভি-এল১, জিএসএলভি-এফ১৭ এবং শিল্প সংস্থার তৈরি পিএসএলভি-এন১ সহ একাধিক প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হচ্ছে না। তার ওপর চলতি বছর পিএসএলভি-র পরপর দু'টি ব্যর্থ উৎক্ষেপণও সংস্থার ওপর চাপ বাড়িয়েছে। সংস্থার বর্তমান ও প্রাক্তন কয়েকজন আধিকারিকের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখন চেয়ারম্যানের দফতরেই বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর ফলে অনুমোদনের গতি কমছে, প্রকল্প বাস্তবায়নেও দেরি হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, নাসা বা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার মতো প্রকল্পভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

মহাকাশ দফতরের নতুন নির্দেশ স্পষ্ট করে দিচ্ছে, গগনযান, চন্দ্রযান-৪, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন এবং মঙ্গলযান-২'র মতো প্রকল্পে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। বর্তমানে ইসরোয় প্রায় ১৪,৬০০ কর্মী থাকলেও যাঁরা সংস্থা ছাড়ছেন, তাঁদের অধিকাংশই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ। চন্দ্রযান-৩, স্পাডেক্স এবং গগনযানের মতো প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতা রাতারাতি নতুন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। দশকের পর দশক ভারতের মহাকাশ গবেষণার প্রধান ভরসা ছিল ইসরো। কিন্তু বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে কর্মক্ষেত্রের সমীকরণ বদলাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে নতুন বিজ্ঞানী নিয়োগের পাশাপাশি অভিজ্ঞদের ধরে রাখাই এখন ইসরোর সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইসরোর কর্মপদ্ধতিতে আনতে হবে পরিবর্তন। তা হলে হয়তো অনেক বিজ্ঞানী বেসরকারি সংস্থার হাতছানি উপেক্ষা করে থেকে যেতে পারেন ইসরোয়। ফলে এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

পঞ্চাশ বছর ধরে মহাকাশে বাজছে এক ভারতীয়র কণ্ঠ

সুরশ্রী কেসরবাই কেরকর এবং ভয়েজার গোল্ডেন রেকর্ড

আজ থেকে প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাত্রা করেছিল ভয়েজার ১ এবং ভয়েজার ২ নামক মহাকাশযান। ইতিহাস বলে, এই যাত্রায় নাকি সঙ্গী হয়েছিল ভারতের এক অতি ক্ষুদ্র গ্রামের এক কোকিলকণ্ঠী! অথচ সময়ের সঙ্গে তাঁর নাম প্রায় ভুলতেই বসেছে ভারতবাসী। ১৯৭৭ সাল, নাসার উদ্যোগে ভয়েজার ১ এবং ২ মহাকাশযাত্রা করে। এই যানে কোনও অভিযাত্রী ছিলেন না। অচেনা গ্রহগুলোর সম্পর্কে আরও জানার উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে লঞ্চ করা হয়েছিল সেটি। এ সময় পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে এই দুই মহাকাশযানের সঙ্গে পাঠান হয় এক তামার ডিস্ক, যা 'ভয়েজার গোল্ডেন রেকর্ড' নামে পরিচিত। এ যানটির উৎসস্থল যে পৃথিবী, ডিস্কটি তারই বার্তাবাহক। ডিস্কটিতে ভরা ছিল ১১৫টি ছবি, পৃথিবীর নানান প্রাকৃতিক শব্দ, ৫৫টি ভিন্ন ভাষায় জানান শুভেচ্ছাবার্তা এবং মোট ২৭টি গান।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগানের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি গানগুলো নির্বাচন করেছিল। কিন্তু মহাকাশে এমন গান-ছবি পাঠানোর প্রয়োজন কী? আসলে, বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, কোনও একদিন যদি কোনও বুদ্ধিমান ভিনগ্রহী সভ্যতার বাসিন্দারা এই মহাকাশযান খুঁজে পায়, তবে তারা যেন মানবসভ্যতার পরিচয়, বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতার এক ঝলক দেখতে পারে। নির্বাচিত ২৭টি গানের মধ্যে ছিল এক ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীর গানও। পৃথিবীর অসংখ্য সঙ্গীতধারা ও শিল্পীর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেরার সেরাদের। ভারতের গানটি ছিল একটি তিন মিনিটব্যাপী ক্লাসিক্যাল মিউজিক ট্র্যাক। গেয়েছিলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী কেসরবাই কেরকর। পরিবেশিত রাগ ভৈরবীর বন্দিশ 'যাত কাহা হো'। ১৮৯২ সালে গোয়ার এক ক্ষুদ্র গ্রামে কেসরবাইর জন্ম। গান গাওয়ার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা-সমৃদ্ধ কোনও স্টুডিও জোটেনি তাঁর ভাগে। ব্যক্তিগত প্রচারদল থাকার তো প্রশ্নই উঠছে না। তবু তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, অসাধারণ কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আর নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছিলেন সুরশ্রী কেসরবাই কেরকরকে। আজ, প্রায় পাঁচ দশক পরে, ভয়েজার ১ মানবজাতির তৈরি সবচেয়ে দূরে পৌঁছে যাওয়া বস্তু হিসেবে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে যাত্রা করছে। আর পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে ছুটে চলা সেই মহাকাশযানের ভেতর এখনও বেজে চলেছে কেসরবাই কেরকরের কণ্ঠ। বেজে চলেছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত।

শংকরের 'কত অজানারে' তাঁর টিআরপি বাড়িয়েছে

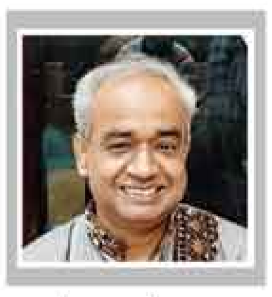

স্বপনকুমার মণ্ডল

শংকরের আত্মকথনে 'কত অজানারে'র (১৯৫৫) সদর দরজা দিয়ে পাঠক ক্রমশ আত্মীয়তাবোধে গৃহপ্রবেশ করে। এই একাত্মতাই তাঁর কথাকারসত্তার জনপ্রিয় অভিমুখ। শুধু তা-ই নয়, সেখানে তাঁর ব্যর্থতা ও দুর্বলতার বিশ্বস্ত চেতনায় সত্যসুন্দর মূর্তিও মনোহর মনে হয়। প্রসঙ্গত, বারওয়েল সাহেবের অসাধারণ জীবনের সান্নিধ্যে শংকরের নিম্নমধ্যবিত্তের অতি সাধারণ আত্মজীবনের পরিচয়ের আধারে অজানার পরিসর আপনাতেই বিস্তৃতি লাভ করে। সেখানে প্রাপ্তির মহার্ঘতায় প্রাপকের দীনহীন মূর্তি যেমন স্বাভাবিকতা লাভ করে, তেমনই তার বিশ্বাসের আলোয় অজানার পরিচয় বিস্ময়কর মনে হয়। শংকরের আড়ালহীন আত্মপরিচয়ে তাঁর স্বাভাবিক প্রকাশও উপন্যাসটির জনপ্রিয় অভিমুখ রচনা করেছে। তাঁর স্কুলের সেই প্রধান শিক্ষকের কথাও তিনি উপন্যাসের সূচনায় অকপটে স্মরণ করেছেন, 'অবশ্য আমার পক্ষে খুরুট রোডের বিবেকানন্দ স্কুলে মাস্টারি লাভ কোনোদিনই সম্ভব হতো না, যদি না ওই স্কুলের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক আমার 'বাজেট-সংকট' সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হতেন।' তার পরেই বারওয়েল সাহেবের সদ্যপ্রাক্তন সহায়ক বাবু বিভূতিদার জায়গায় যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে হোরমিলার কোম্পানির 'অম্বা' স্টিমারে নদী পেরিয়ে শংকরের হাইকোর্টের অজানার দেশে আসা। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট ও তার পাশে গগনচুম্বী মৌচাকের মতো হাইকোর্টের লালবাড়ির পরিচয়ে শংকরের নবাগত বিস্ময়কর দৃষ্টিতেই পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি যত জেগে ওঠে, কৌতূহলী পাঠ ততই এগিয়ে চলে। প্রথমে বিভূতিদার সঙ্গে ওল্ড পোস্ট আফিস স্ট্রিটের একধারে হলুদ রঙের বাড়িতে টেম্পল চেম্বারে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আন্তরিক পরিচয়ে ইংরেজি বলতে না পারার ভীতি কাটিয়ে তাঁর নাম ছেঁটে শুধু 'শংকর' হয়ে ওঠার আয়োজন চলে। অন্যদিকে, ষোলো বছর বয়সে টেম্পল চেম্বারে এসে বিভূতিদার ষোলো বছর ধরে সাহেব সান্নিধ্যে তাঁর অমায়িক ব্যবহারের বিমুগ্ধতার কথায় শংকরও যেমন বিমোহিত হয়েছে, তেমনই সাহেবের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর চলে যাওয়ার বিচ্ছেদবিরহও কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের প্রতি অসাধারণত্বের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শংকর সাহেবের চেম্বারের পরেই তাঁর কর্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ দেশে কীভাবে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টে স্যার ইলায়জা ইম্পের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট গড়ে ওঠে, মান্যতা লাভ করে, তার সাল-তারিখের ইতিহাস না জানিয়েও যেভাবে তার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন শংকর, তাতেই ঔপনিবেশিক শাসনে গড়ে ওঠা কলকাতা হাইকোর্টের বনেদি ভূমিকা তুলে ধরে সহৃদয় পাঠকমনে কৌতূহল জিইয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে, শুধু টেম্পল চেম্বার বা হাইকোর্ট চত্বর নয়, সাহেবের এসপ্ল্যানেডের বাংলার সবচেয়ে মহার্ঘ হোটেলের আবাসস্থলের বিলাসবহুল রাজকীয় আয়োজনে দেশ-বিদেশের অভিজাত আতিথ্যের বনেদি পরিসরও শংকরের অজানার বিস্তৃতি স্বাভাবিকভাবেই নিবিড়তা লাভ করে। বারওয়েল সাহেবের সান্নিধ্যে আসার পরিসরে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরতে পরতে মানুষের অচেনা প্রকৃতি ও অজানা জীবন ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে। রহস্য উন্মোচনের মতোই তাঁর তীব্র আকর্ষণ ধরে রাখার কৌশলে শংকরেরও লেখনী গোয়েন্দার আতসকাচ হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে শংকরের কথাসাহিত্যে গোয়েন্দাগিরির অবকাশ না থাকলেও গোয়েন্দার সত্যান্বেষণ প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব। এই ধারা তাঁর প্রায় কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তায় সচল ছিল আজীবন। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই যে শংকর তা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, 'কত অজানারে'তেই তা প্রতীয়মান। মাত্র একুশ বছরেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কত অজানারে' তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে।

অন্যদিকে, হাইকোর্টের অন্দরমহলে কোর্টরুম থেকে বার লাইব্রেরি, ব্যারিস্টারদের ক্লাব, দোতালায় জজদের ঘর প্রভৃতি নবাগতের চোখে নিবিড় কৌতূহল কতভাবে হাতছানি দেয়, তা লেখকের লেখনীর তুলির আঁচড়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। আসলে শংকর তাঁর সদ্য যৌবনেই হাইকোর্টের স্বল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই প্রবীণের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। এজন্য তাঁর দেখা আর দেখানোর মধ্যে বিশেষ ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না, উল্টে আকাঁড়া জীবনসত্যের হদিসে তা মহার্ঘ হয়ে ওঠে। 'কত অজানারে'র মধ্যেই সেই অজানা খনির পরশমণির পরিচয়ে তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতি সবুজ সজীবতা লাভ করে : 'হাইকোর্টের ছায়ায় গড়া ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রিটে প্রতিদিন জীবন-নাট্যের কত খেলা চলছে। স্যাকরার দোকানের ধুলো বাছলেও যেমন সোনা পাওয়া যায়, এখানকার এক-একটা ছোট্ট খুপরির দেওয়ালের ঝুল ঝাড়লেও বহু চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা এখানে, কত বিচিত্র সমস্যা তাদের। কেউ বিয়ে ভাঙাতে, কেউ বিয়ে করতে চায়। কেউ নতুন জমিতে প্রাসাদ তুলতে, কেউ বা পয়সার অভাবে নিজের বাসস্থানটুকু বন্ধক রাখতে চায়। সেখানে জীবনের সুনিশ্চয়তার হাতছানিতে অনিশ্চিত জীবনের ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে মনেপ্রাণে বাঁচার মরিয়া প্রয়াস জারি থাকে, মানিয়ে নিতে না পেরে মেনে নেওয়ার দাসত্বে মনে না মানার ট্র্যাজিক পরিণতি জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সেক্ষেত্রে ন্যায়ের দাবি প্রতিষ্ঠায় অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে হাইকোর্টের শেষ ভরসার জায়গাটিতেও হাসিকান্না হীরেপান্না দোলে ভালে।

শুধু তা-ই নয়, কেউ বিচারের লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, কেউ জিতেও পরাজিত থেকে যায়। এসপ্ল্যানেডের সবচেয়ে নামকরা সেই হোটেলের লাউঞ্জের নিত্য রং বদলানো শাড়িতে পরিপাটি করে সাজগোজে বিগত যৌবনার মধ্যেও প্রসাধনী উগ্রতায় হাতে জ্বলন্ত সিগারেট থেকে পায়ে গ্রিসিয়ান জুতো নাড়ানোর অশোভন প্রকৃতির ফুটে ওঠা ভদ্রমহিলার সঙ্গে বুইক গাড়ির মালিক 'কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের ছবিওয়ালা বুশশার্ট' পরা এক যুবকের বয়সের পার্থক্যও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়ে মনে হয়। অথচ সেই ভদ্রমহিলার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন পাঠককে সচকিত করে তোলে। তাঁর পূর্ব নাম মেরিয়ম স্টুয়ার্ট, জন্ম লেবাননের এক খ্রিস্টান পরিবারে। তাঁর মা পেশায় গণিকা। মেয়েকে শোভন পরিসরে বিয়ে দিয়ে নতুন জীবন দেওয়ার সদিচ্ছা ছিল তাঁর। অথচ মেরিয়মের দাম্পত্যজীবনের ভাঙাগড়ার অস্থিরতায় তাঁর অভিশপ্ত জীবনই তাঁকে দেশান্তরিত করেছে, একাধিকবার ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্যদলের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মেরিয়মের সুখী দাম্পত্যজীবন এক বছর পরেই ভেঙে গেলে তাঁকে নিরুদ্দেশ থেকে অবশেষে নতুন নাম আভা স্টুয়ার্ট ধারণ করে ভারতের বোম্বাইয়ে এসে নবাবের তরুণ এডিসি মহিউদ্দিনকে বিয়ে করার জন্য মেহেরুন্নিসা হয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। শেষে কলকাতায় এসে নতুন করে বিয়ের জন্য হিন্দু হয়ে বারওয়েল সাহেবের মাধ্যমে

মামলা লড়ে শেষে তা ছেড়ে দিয়ে সেই বুইক গাড়ির মালিক তথা বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের যুবরাজের ছয় নম্বর রানি মীরা আদিত্যনারায়ণ হয়ে আত্মগোপন করেছেন। অর্থোপার্জনের জন্য ভাগ্য ফেরাতে গ্রিস থেকে সুদূর আমেরিকায় গিয়ে আত্মীয়ের রেস্তোরাঁয় কাজ করা থেকে অবশেষে জাহাজের কর্মচারী হয়ে অসুখে ভুগে কলকাতায় আসার পর জাহাজ কোম্পানির সাত বছরের বেতন না দিয়ে উল্টে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মামলা লড়তে গিয়ে নিকোলাস ডগলার্স সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে দেশে ফিরেও সে গুপ্তচর সন্দেহে আবার চার বছর কারাবন্দি থাকে। চার বছর পরে আবার কলকাতায় ফিরে বারওয়েল সাহেবের মাধ্যমে বিনে পয়সায় জাহাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা লড়ে জিতেও তাঁর দেশে ফেরা হয়নি। কোম্পানি সেই রায়ের বিরুদ্ধে আবার মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ডগলাসের জয়ের আনন্দেও পরাজয়ের বিষাদ ফিরে আসে। জাহাজের আপসহীন সংগ্রামী নিকোলাসের চিত্তাকর্ষক গল্পটির কথা শুনেই গৌরকিশোর ঘোষ শংকরকে 'কত অজানারে' উপন্যাসটি লেখায় উৎসাহ জুগিয়ে অবশেষে 'দেশ'-র সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন। শংকর সে-কথা 'দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৪০-৯০'-এ তাঁর 'দেশে লেখা পাঠালাম— সে লেখা ফিরে এল' নিবন্ধে জানিয়েছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে কলকাতা কমলালয় হয়ে উঠেছিল। সেখানে টাকা ওড়ার কথা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা হাইকোর্টেও সেই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির বেপরোয়া প্রকৃতি হাইকোর্টের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। অর্থের মৌতাতে আসামি বা ফরিয়াদি তথা মক্কেলের লাভ হোক বা না হোক, ব্যারিস্টার-উকিলের থেকে বাবু-মহুরির অপরিমেয় লক্ষ্মী লাভের নিবিড় হাতছানি ছিল। আইনি পেশায় ব্যারিস্টার উকিলদের পাশাপাশি তাদের সহায়ক বাবু বা মহুরির বিপুল আয়ের হাতছানিতে হাইকোর্টই হয়ে ওঠে ভাগ্য ফেরানোর ঠিকানা। পড়াশোনা ছেড়ে ষোলো বছর বয়সেই ব্যারিস্টারের বাবু হওয়ার সৌভাগ্য রীতিমতো ঈর্ষণীয়। সেখানে বয়সের ভারে বা কাজের অভিজ্ঞতায় সিনিয়র হয় না, হয় ব্যারিস্টার বা উকিলের সিনিয়রিটির নিরিখে। সিনিয়র ব্যারিস্টারের সদ্য নতুন কম বয়সি বাবুও সিনিয়রয়ের মর্যাদা লাভ করে। বিভূতিদার মতো শংকর ছোকাদাকে সেখানে পেয়েছিলেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ছোকাদা তাঁর ব্যারিস্টারের বাবু মামার কথায় পড়াশোনা ছেড়ে বাবুগিরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে বাবুদের অ্যাটর্নি, ক'দিন হেয়ারিং থেকে ক'মোহর মিলবের হিসেবি জীবনেরও কত অজানা কথা, কত অচেনা রহস্য ওত পেতে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। সতেরো টাকায় এক মোহরের হিসেবে কেউ দিয়ে ফতুর, কেউ পেয়ে ধনী। অথচ সেই ব্যারিস্টারি পেশাতেও যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, তার কথাও শুনিয়েছেন শংকর। বিলেতে বারওয়েল সাহেবের কেম্ব্রিজে পরে লন্ডনে ব্যারিস্টারির সহপাঠী বীরেনকুমার বোস ছাত্র হিসেবে ছিলেন তুখোড়। বিলেতি ম্যাম বিয়ে দেশে ফিরে এলেও তাঁর বাবা তাঁকে ঘরে তুলে নেয়নি। শেষে তাঁর দাম্পত্যজীবনও ভেঙে যায়, পেশাতে অকৃতকার্য হওয়ায় ব্যারিস্টার বোসের জীবনে অভিশাপ নেমে আসে।

আসলে বিপুল অর্থ, অভিজাত সম্মানপ্রাপ্তিতে কালো গাউনের মোহ যতই আকর্ষণীয় হোক, তার মধ্যে পরিবারবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ জীবনের বিষাদের ছায়াও উপন্যাসের মধ্যে কায়া হয়ে উঠেছে। ব্যারিস্টারদের অবসর জীবনে অর্থের প্রাচুর্য ও সম্মানের বনেদিয়ানার মধ্যেও একাকিত্বের প্রতাপ অসহনীয় হয়ে ওঠে। আইনের লড়াইয়ের ধ্যানজ্ঞানে অর্জনের লক্ষ্যভেদী সাফল্যের আলোর নীচে ক্রমশ পরিবারবিচ্ছিন্ন জীবনে নিঃসঙ্গতার গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সেরা ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ও তাঁর গুরু ব্যারিস্টার উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনির মতো আইনি যুদ্ধে জেতার মোহে পড়ে তাঁর অবসর জীবনের একাকিত্বে জীবনযুদ্ধে পরাজিতের আত্মগ্লানি জেগে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, অর্থ ও সম্মানের বিস্তারে কালো গাউনের মোহজাল কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থতায় সব থেকেও শূন্য জীবনের পরিচয় প্রকট করে তুলেছেন শংকর। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় কালো গাউনের অসাধারণ মহিমার মোহে ব্যারিস্টারের স্বাভাবিক জীবন কীভাবে অস্বাভাবিক প্রাবল্য লাভ করে, তাঁর হদিসও উপন্যাসে নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত জীবনের অবসরে যাপিত পরিসরে আইনি লড়াইয়ে বীরযোদ্ধার মহিমা রোমাঞ্চিত করে, কালো গাউনের আলোর ছটা জেগে থাকে। সেখানে স্যার হেনরি লং অবসরের সময় তাঁর শিষ্য রেম্পিনিকে দেওয়া কালো গাউনিই সুব্রত রায় তাঁর গুরুর কাছে থেকে লাভ করে। সেই কালো গাউনের মায়াজাল থেকে বিচারকের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার তাড়নায় স্বাভাবিক জীবন কীভাবে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তার বিপন্ন প্রকৃতিও উপন্যাসে সবুজ হয়ে উঠেছে। হাইকোর্টের জাঁদরেল পাবলিক প্রসিকিউটর থেকে ১০ নম্বর ফৌজদারি কোর্টরুমের জজসাহেবের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মিঃ পিকে রায় কীভাবে আইনি জীবনে আত্মনিবেদিত হতে গিয়ে অস্বাভাবিক মানসিক বিকারের শিকার হয়ে পড়েন, তা আপনাতেই কৌতূহলী করে তোলে। আবার, রাসবিহারী ঘোষের মতো জাঁদরেল উকিলের কলকাতা হাইকোর্টের কোর্টরুমের বাগ্মীতা ও বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠতা শুধু ইংরেজ জজদের সবক শেখায় না, পাঠককেরও সমীহ আদায় করে নেয়। পরাধীন দেশে তাঁর আইনি সেবায় দেশপ্রেমী প্রকৃতিকে তুলে ধরে শংকর তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

অন্যদিকে, উচ্চ ন্যায়ালয়ের মধ্যে শুধু অন্যায়-অপরাধের বিচারই সম্পন্ন হয় না, মামলা জিতে অধিকার আদায় থেকে শিক্ষা দেওয়া বা মামলা করাকেই পেশা করার মতো বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন শংকর। হাইকোর্টের গল্প সংগ্রহের ছলে সে-সব উপন্যাসের মধ্যে উপাদেয়ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। মামলার অধিকাংশই প্রেম থেকে পরিণয়ঘটিত সমস্যা ও বিবাহবিচ্ছেদ। উনিশ শতক থেকেই শিক্ষিত পরিসরে বৈষম্যপীড়িত সমাজে নারীদের অধিকার সচেতনতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে অধিকার আদায়ে হাইকোর্টের ভূমিকা আপনাতেই ক্রমশ সক্রিয়তা লাভ করে। শুধু তা-ই নয়, সেক্ষেত্রে আইনি যুদ্ধে জেতার জন্য আগাম প্রমাণের সুরক্ষাও প্রকট হয়ে ওঠে। ইংরেজ মেয়ে হেলেন গ্রুবার্ট তার মায়ের কথামতো বাঙালি যুবক প্রেমিক সুরজিৎ রায়ের প্রতিটি চিঠি সযত্নে রেখে দেয়। সেই চিঠিগুলোর মাধ্যমে এক বছর ধরে প্রেম করে চাকরি নিয়ে ঢাকায় চলে যাওয়ায় কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার পরিসরে অবশেষে কাছের অন্য প্রেমিকার সঙ্গ লাভে সুরজিতের বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা জিতে গেলেও হেলেনের আকস্মিক সিদ্ধান্তে পাঠককে হতচকিত করে তোলে। কেননা, সে সুরজিৎকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য জেদের বশে তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে যে মামলা সে জেতে, সেই জেতাতেই লক্ষ্যপূরণ হওয়ায় হাইকোর্টের ডিক্রি জারি করে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ নেওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। আবার, অকারণে মামলা করাকেই পেশা করে নিয়েছেন জেমস ফ্রেডরিক গোল্ড। ইংল্যান্ডের দু'শো বছরের ঐতিহ্যবাহী গোল্ড পরিবারের উত্তরসূরি হয়েও তাঁর এই মামলাবাজ প্রকৃতিই তাঁকে যেমন বিপুল বিত্তের বিলাসী জীবনের অধিকারী করেছে, তেমনই তাঁর সঞ্চিত অর্থ সরকারি অধিগ্রহণের ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা লড়তে গিয়ে ট্র্যাজিক পরিণতিও বেআব্রু হয়ে পড়ে। ফ্রেডরিক গোল্ডের মতো মামলাবাজ ট্র্যাজিক চরিত্র বাংলা উপন্যাসে একেবারেই অভিনব। অন্যদিকে, ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী থেকে বিপর্যস্ত নারীজীবনের উত্তরণেও কলকাতা হাইকোর্টের নিবিড় সংযোগের কথাও 'কত অজানারে'র বিস্তারে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কখনও পালিত মেয়ের দাবি নিয়ে পালিত মায়ের সঙ্গে মেয়ের মা-বাবার মামলা হয়, কখনও স্বামীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোর করে স্ত্রীকে পরপুরুষের শিকার করার হাত থেকে বাঁচার জন্য মামলা করে। ড. শেফালি মিত্র তাঁর কাগজপত্র ছাড়া দত্তক নেওয়া পালিত মেয়ে জাহানারার উচ্চশিক্ষার পরিসরে তার বাবা-মা মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিকে কেন্দ্র মামলা শুরু হয় এবং তাতে জাহানারার কথা শুনে জজসাহেব তাকে ড. মিত্রের কাছে ফিরিয়ে দেন। অন্যদিকে, কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে আরতিকে ছলনার জালে আবদ্ধ করে বিয়ে করে অমল শ্বশুরবাড়ির সম্পদ হাতিয়ে শেষে স্ত্রীকেই তার ব্যবসার নতুন পার্টনার অবাঙালি ভদ্রলোককে খুশি করতে রাজি না হওয়ায় নিগ্রহের শিকার করে তোলে এবং তা থেকে বাঁচার জন্যই আরতি লুকিয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, স্বামীর ঘরে আর না ফেরানোর জন্য মেয়ের ডিভোর্সের মামলা দায়ের করে তার মা। হাইকোর্টের ন্যায়বিচারের ভরসায় এধরনের মামলার স্বাভাবিক হয়ে এলেও তার বিবরণকে শংকর উপাদেয় করে তুলেছেন। অথচ তাতে আঁকাড়া বাস্তবকে যেমন অক্ষত রেখেছেন, তেমনই তার বুননে রহস্যোন্মোচনের টানটান উত্তেজনাকে জিইয়ে তুলেছেন। সেক্ষেত্রে শংকর তাঁর বারওয়েল সাহেবের সান্নিধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধারাবিবরণী না দিয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ বা অন্যের কাছে থেকে আহৃত আইনি লড়াইয়ের কথা পর্বে পর্বে বিন্যস্ত করে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার আয়োজনে 'কত অজানারে'র পরিসরকে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। উপন্যাসটির বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফুলে মালা গেঁথেছেন শংকর তাঁর বারওয়েল সায়েবের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের সুতোয়। এজন্য 'কত অজানারে'র পরিসর হাইকোর্ট বা টেম্পল চেম্বারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে হাইকোর্টের বাইরে, বাংলার একাধিক জেলা কোর্টে, বাংলার বাইরে মেঘালয় থেকে উত্তর ভারতের রানিক্ষেত, দেশ-দেশান্তরে। আসলে ব্যারিস্টার বারওয়েল সাহবের অনন্য জীবনের আধারে তাঁর মহত্ত্বের বিস্তৃতির সৌরভে ও গৌরবে জড়িত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই শংকর তাঁর প্রকাশের আন্তরিকতায় তীব্র আবেদনক্ষম করে তুলেছেন। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন গল্পের যোগসূত্রে রয়েছে বারওয়েল সাহেবেরই অসাধারণ জীবনের অগাধ পাণ্ডিত্য, মহানুভবতা ও মহামানবের আত্মনিবেদিত মহৎপ্রাণের পরম পরশ। তিনিই 'কত অজানারে— উপন্যাসের অজানা খনির পরশমণির মতো ক্রমশ আলোর হাতছানি হয়ে উঠেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর উদারমনা, নিরপেক্ষতা ও অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আত্মত্যাগী প্রকৃতি ও নিঃস্ব হয়ে পরোপকারী মানসিকতা পাঠকের সমীহ আদায় করে নেয়। বারওয়েল সাহেবের মহৎপ্রাণের পরিচয়কেই শংকর উপন্যাসের পরতে পরতে আপন করে যাপন করেছেন মনোহারি আত্মীয়তায়। এই 'আপন করে যাপন' করাই শংকরের জনপ্রিয়তার অন্যতম রসদ। সেখানে বারওয়েল সাহেবের মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের পরিচয়ই 'কত অজানারে' উপন্যাসের বিস্ময়লোক সৃষ্টি করে।

চুরুলিয়ায় কাজি নজরুল ইসলামের জন্মভিটে অযত্নে-অবহেলায়

আহমদ হোসাইন লস্কর

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের চুরুলিয়াস্থিত জন্মভিটে অযত্নে ও অবহেলায় পড়ে থাকার বিষয়টি বাঙালি সংস্কৃতির জন্য অত্যন্ত বেদনার। কবির স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো সংস্কার ও সংরক্ষণের দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও, প্রশাসনিক উদাসীনতা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐতিহাসিক এই স্থানটি আজ চরম অবহেলার শিকার। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের চুরুলিয়ায় কবির পৈতৃক বাড়ি ও জন্মভিটে আজ জরাজীর্ণ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু প্রাচীন নিদর্শন সব ধ্বংসের পথে। পর্যটক ও গবেষকদের সেখানে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোকে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি উঠলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

কবির জন্মভিটে এমন অযত্নে পড়ে থাকায় নজরুলপ্রেমী ও বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর ক্ষোভ ও হতাশা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও নজরুল অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে জন্মভিটের সংস্কার জরুরি। স্থানটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে নতুন প্রজন্ম কবির আদর্শ ও স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। কবির জন্মভিটেতে স্থাপন করা নজরুল অ্যাকাডেমি নামের মিউজিয়ামটিরও অস্তিত্ব নেই।

কবির মূল জন্মভিটের ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে কবির ব্যবহৃত তানপুরা, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, পাণ্ডুলিপি এবং পদ্মভূষণ-সহ বিভিন্ন দুর্লভ পদক ও পুরস্কার সংরক্ষিত ছিল। সংস্কারের অজুহাত দেখিয়ে অন্যত্র তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সংস্কার কিছুই হচ্ছে না। নজরুল অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণেই বিদ্রোহী কবির সহধর্মিণী প্রমীলা দেবীর সমাধি রয়েছে। কাছেই রয়েছে কবির শৈশবের পাঠশালা, খেলার মাঠ, পুরনো মসজিদ এবং ব্যবহৃত পুকুর। সব কিছুতে আশু সংস্কারের প্রয়োজন। চুরুলিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তরফে উদ্যোগ নিয়ে একটি যুব আবাস খোলা হলেও সেখানে সারা বছর থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। কেবল মেলার সময়ই বুকিং নেওয়া হয় যুব আবাসে। বাকি সময় তালাবন্দি হয়েই থাকে যুব আবাসটি। এমন অভিযোগ স্থানীয়দের। মোট কথা, কবিতীর্থ চুরুলিয়া আজ কোনওভাবেই ভাল অবস্থায় নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন বা অন্যান্য সাহিত্যিক তীর্থের মতো চুরুলিয়াকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি অনেকদিন ধরেই উঠছে। কবির স্মৃতি ও সাহিত্যকর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে জন্মভিটের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার ও যথাযথ সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি।

অভিজিৎ দীপকের গায়ে কালি নিক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : দিল্লির যন্তর-মন্তরে টানা ২০ দিন ধরে অনশনরত পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর বিক্ষোভ চলাকালীন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রধান অভিজিৎ দীপকের গায়ে শনিবার এক মহিলা কালি ছুড়ে মারেন। ঘটনায় বিক্ষোভস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অভিজিৎ দীপকে সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন, শনিবার সকালে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দিল্লি পুলিশ জোর করে সোনম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি জানান, এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই চলবে এবং শনিবার থেকেই তাঁরা নতুন করে অনশনে বসবেন। দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর আবেদন, আন্দোলন যেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকে এবং কেউ আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ না করেন। অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশ সিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের শান্তিপূর্ণভাবে যন্তর-মন্তর খালি করার অনুরোধ জানিয়েছে।

অনশনস্থলে বৃন্দা কারাট

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : অনশনরত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে সিপিআই(এম) নেত্রী বৃন্দা কারাট শনিবার দিল্লির যন্তর মন্তরের অনশনস্থলে যান। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন বৃন্দা কারাট। ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকের সঙ্গেও কথা বলেন। এদিন যন্তর মন্তরের অনশনস্থল থেকে সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বৃন্দা কারাত বলেন, আজ সকালে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে যা ঘটেছে তা গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো একটি কাজ। তিনি এও বলেন, দেশের জাতীয় রাজধানীতে বা দেশের অন্য কোথাও যাতে কোনওরকম ভিন্নমত প্রকাশ না পায়, তা নিশ্চিত করার জন্যই এমন কাজ করা হয়েছে।

ওয়াংচুকের সমর্থনে পড়ুয়াদের অনশন

বীরভূম, ১৮ জুলাই : সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে অনশনে বসলেন বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতির প্রতিবাদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পোস্টার-ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছে। এদিকে, শনিবার এই অনশন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতীতে এসএফআই ও এবিভিপির সমর্থক পড়ুয়ারা একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান, পাল্টা স্লোগান দিতে থাকে। দু'পক্ষই জমায়েত করে। এবিভিপি-র দাবি, এসএফআই-এর সদস্যরা শান্তিনিকেতনকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। আবার এসএফআইয়ের সমর্থকদের বক্তব্য, যখন তাদের অনশন কর্মসূচি চলছিল, সেই সময়ে এবিভিপি-র সমর্থকরা 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিতে থাকেন। তাতে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ১৮ জুলাই : কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস বেস ক্যাম্প থেকে শনিবার আরও ৩,৬৩২ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীকে দক্ষিণ কাশ্মীরের পবিত্র গুহামন্দিরের উদ্দেশে রওনা করানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৪৮টি গাড়ির কনভয়ে এই তীর্থযাত্রীরা যাত্রা শুরু করেন। এর মধ্যে ১,০০৮ জন বালতাল রুটে এবং ২,৬২৪ জন পাহেলগাম রুটে গিয়েছেন। যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসন, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রায় ইতিমধ্যেই নতুন নজির গড়েছে। যাত্রা শুরুর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই ৩.৫ লক্ষেরও বেশি ভক্ত পবিত্র গুহামন্দিরে দর্শন করেছেন।

জলস্তর বাড়ছে

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জুলাই : উত্তরবঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি। গত কয়েকদিন ধরে ভুটান পাহাড় ও আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকে লাগাতার ভারি বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা একাধিক পাহাড়ি নদীর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংরি নদীর জলস্তর এতটাই বেশি যে, নদীর জল রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে বইছে। এর ফলে মাদারিহাট-টোটোপাড়া এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। মাদারিহাটের হলং নদীতেও জলস্তর বেড়েছে। নদীর উপর নির্মিত অস্থায়ী পায়ে চলার সেতুটি বিলীন হয়ে গিয়েছে।

অনশনরত ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

কেন্দ্রকে নিশানা বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : যন্তর-মন্তরে টানা ২১ দিন ধরে অনশনরত পরিবেশকর্মী ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বিরোধীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করতেই সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে দিল্লি পুলিশের দাবি, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা বিবেচনা করেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিট সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত, পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তর-মন্তরে অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক। শনিবার ছিল তাঁর অনশনের একুশতম দিন। সকালে দিল্লি পুলিশ তাঁকে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময় সেখানে উপস্থিত আন্দোলনকারীরা প্রতিবাদে সামিল হন এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে সোনম ওয়াংচুকের প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, দীর্ঘ অনশনের ফলে তাঁর শরীরে সামান্য জলশূন্যতা দেখা দিলেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, কথা বলতে পারছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

ঘটনার পরপরই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, এই সরকার অতীতেও বিভিন্ন গণআন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করেছে। মা গঙ্গা রক্ষায় অনশনরত অধ্যাপক জি ডি আগরওয়াল, আন্দোলনরত মহিলা কুস্তিগির, কৃষক আন্দোলনে প্রাণ হারানো শত শত কৃষক, দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায় কিংবা প্রশ্নফাঁসের শিকার ছাত্রছাত্রী; কাউকেই সরকার রেহাই দেয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, সরকারের কাছে যে কেউ প্রতিবাদ করলেই তিনি দেশবিরোধী বা রাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত হন। যন্তর-মন্তরে শনিবার যা ঘটেছে, তা দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানের ইতিহাসে আরও একটি কালো অধ্যায় বলে মন্তব্য করেন খাড়গে।

খাড়গে আরও দাবি করেন, কোটা ও দেহরাদুন থেকে যে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত দিল্লির ক্ষমতার কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছবেই এবং ছাত্রদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে সেই আন্দোলন থামানো যাবে না।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপালও কেন্দ্রকে আক্রমণ করে বলেন, সরকারের উচিত ছিল প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় নৈতিক দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করা। কিন্তু তার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে কর্তৃত্ববাদী কায়দায় আন্দোলন দমন করার পথ বেছে নিয়েছে। তিনি বলেন, বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো উচিত।

কংগ্রেসের মুখপাত্র ও সাংসদ পবন খেরাও এই ঘটনাকে মৌলিক অধিকারের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ভারতের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার এবং নিজের মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ সেই সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করেছে। পবন খেরা আরও বলেন, দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন এবং নতুন পুলিশ কমিশনার দায়িত্ব গ্রহণের একদিনের মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, এটি সংবিধানের প্রতি নয়, বরং ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যেরই পরিচয় বহন করে। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতেও আন্দোলনরত মহিলা কুস্তিগির, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী সহ বিভিন্ন প্রতিবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একই ধরনের আচরণ করেছে সরকার।

আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এই ঘটনায় কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, সকালে উঠে তিনি জানতে পারেন যে অত্যন্ত অমানবিকভাবে সোনম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর অনশন ভাঙারও চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ সময় অনশন করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারও তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে কেজরিওয়াল প্রশ্ন তোলেন, ছাত্রছাত্রীরা আসলে কী চাইছে? তাঁর বক্তব্য, তারা দেশেরই সন্তান এবং তারা শুধু স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশ্নফাঁসের অবসান ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা দাবি করছে। কিন্তু সেই দাবিগুলি পূরণের পরিবর্তে সরকার আন্দোলনকে দুর্বল করা, আন্দোলনকারীদের বদনাম করা এবং প্রতিবাদকে দমন করতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, অহিংস অনশনে বসা সোনম ওয়াংচুককে জোর করে সরিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত। তাঁর মতে, প্রশ্নফাঁস, শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং ছাত্রছাত্রীদের আত্মহত্যার মতো বিষয় দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এসব প্রশ্ন তোলার অধিকার ছাত্রসমাজের রয়েছে এবং বলপ্রয়োগ করে সেই কণ্ঠস্বর কখনও স্তব্ধ করা যায় না।

রাহুল গান্ধী আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের রাজনীতি সত্য ও অহিংসার পরিবর্তে দমননীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাত্রদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে, সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো চিকিৎসকদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেন যে পরিবারের সম্মতি ছাড়া তাঁর স্বামীর উপর কোনও চিকিৎসাজনিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ওয়াংচুকের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও ওষুধ, ইনজেকশন বা অন্য কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। পাশাপাশি তিনি জানান, যেহেতু সোনম ওয়াংচুক এখনও তাঁর অনশন চালিয়ে যেতে চান, তাই তাঁর সম্মতি ছাড়া মুখে কোনও খাবার বা তরলও দেওয়া উচিত নয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২১ দিনের অনশনের ফলে সোনম ওয়াংচুকের শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিয়েছে এবং তাঁর ওজনও প্রায় সাড়ে নয় কিলোগ্রাম কমে গেছে। যদিও বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে স্থানান্তর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশের দাবি, আদালতের নির্দেশ ও চিকিৎসাজনিত প্রয়োজনের কারণেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। ফলে বিষয়টি এখন শুধু একটি স্বাস্থ্যগত সিদ্ধান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা গণতান্ত্রিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কের রূপ নিয়েছে।

মহাকাশে পাড়ি দিল দেশের প্রথম অরবিটাল রকেট 'বিক্রম-১'

শ্রীহরিকোটা, ১৮ জুলাই : ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি কক্ষপথগামী যান 'বিক্রম-১'-এর প্রথম সফল উৎক্ষেপণ করেছে স্কাইরুট এরোস্পেস। শনিবার দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সেটির উৎক্ষেপণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মিশনকে ভারতের মহাকাশ অভিযানের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, চার-পর্যায়ের এই রকেট দেশের তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিফলন। শনিবার সকালে 'বিক্রম-১' উৎক্ষেপণ নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লিখেছেন, 'ভারতের মহাকাশ যাত্রায় এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এই অভিযান আমাদের যুবসমাজের মেধা, সংকল্প এবং উদ্যোগী মনোভাবকে তুলে ধরে। সফল উৎক্ষেপণের জন্য স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের পুরো টিমকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিক্রম-১ যেন ইতিহাস তৈরি করে। সকলকে টিম স্কাইরুটের সাফল্য কামনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

এক্স মাধ্যমে তিনি আরেক পোস্টে জানান, 'স্কাইরুট অ্যারোস্পেস দলের সঙ্গে কথা বললাম এবং বিক্রম-১ এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য তাদের অভিনন্দন জানালাম। এটি ভারতের মহাকাশ যাত্রার একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। আমাদের বেসরকারি ক্ষেত্রর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে এবং উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করছে। এই সাফল্য অগণিত তরুণকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে এবং নির্ভয়ে উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করবে।'

এদিন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং অন্যান্য উর্ধ্বতন আধিকারিক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নতুন দিল্লির অনুসন্ধান ভবন থেকে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করেন। উৎক্ষেপণের পর তিনি বলেন, বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণ মহাকাশে ভারতের সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন, এই সফল অভিযানটি ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণকেও তুলে ধরে। জিতেন্দ্র সিং উল্লেখ করেন, মহাকাশ স্টার্টআপের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি থেকে বেড়ে ৪০০-এরও বেশি হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, বিক্রম-১-এর সফল উৎক্ষেপণ মহাকাশ অর্থনীতিতে একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে ভারতের ক্রমবর্ধমান অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে এবং মহাকাশ প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ পরিষেবায় দেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

করাচিতে ফরাসি বাণিজ্য দূতাবাস স্থায়ীভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত ফ্রান্সের

প্যারিস ও করাচি, ১৭ জুলাই : বিশ্বজুড়ে কূটনৈতিক নেটওয়ার্কের পুনর্গঠন এবং ব্যয় সংকোচনের নীতি মেনে পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত নিজস্ব বাণিজ্য দূতাবাস স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফ্রান্স।

এই বিষয়ে করাচিতে নিযুক্ত ফরাসি কনসাল জেনারেল অ্যালেক্সিস শাহতাহতিনস্কি নিশ্চিত করেছেন যে, কনস্যুলেটটি বন্ধ হয়ে গেলেও পাকিস্তানের সঙ্গে ফ্রান্সের কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর এর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তিনি আরও জানান, এখন থেকে সমস্ত কনস্যুলার ও কূটনৈতিক পরিষেবা রাজধানী ইসলামাবাদের ফরাসি দূতাবাসের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

তবে সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর হলো, করাচিতে অবস্থিত ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'অ্যালায়েন্স ফ্রঁসেজ' এবং 'পাকিস্তান-ফ্রান্স বিজনেস অ্যালায়েন্স'-এর কার্যক্রম আগের মতোই স্বাভাবিক থাকবে। ফলে দুই দেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, শিক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি অটুট থাকবে। গত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্স তাদের বৈশ্বিক কূটনৈতিক কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার করছে। খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজস্ব কনস্যুলার নেটওয়ার্ক ঢেলে সাজানো হচ্ছে। করাচির কনস্যুলেট বন্ধের এই সিদ্ধান্ত মূলত সেই বৃহত্তর কৌশলগত পরিকল্পনারই অংশ।

মধ্যপ্রাচ্যে এবার 'জলযুদ্ধ', কুয়েতের জলশোধনাগারে বড় হামলা ইরানের

তেহরান, ১৮ জুলাই : লাগাতার মার্কিন হামলায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমেরিকার ঘাঁটিগুলিতে আগেই হামলা চালাতে শুরু করেছে তেহরান। এবার তাদের নিশানায় বিদ্যুৎ এবং জলশোধন কেন্দ্রগুলি। শনিবার সকালে কুয়েতের একটি জলশোধনাগারে ভয়ংকর হামলার অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, কৌশল বদলে এবার মধ্যপ্রাচ্যে 'জলযুদ্ধ' শুরু করে দিল তেহরান।

মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত বিভিন্ন জলপরিশোধনাগার বা 'ডিস্যালিনেশন প্লান্ট'গুলি হল এখানকার 'জীবনরেখা'। এগুলি সমুদ্রের লবণাক্ত জল পরিশোধন করে পানীয়ের উপযোগী করে তোলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কুয়েত সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে অবস্থিত এই পরিশোধনাগারগুলি এখানকার পানীয়জলের প্রধান উৎস। এই দেশগুলির প্রায় ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ জল সরবরাহ এই পরিশোধনাগারগুলির উপরই নির্ভরশীল। ফলে এই পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বড় আকারের জল সংকট তৈরি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৌশলে ইরান আসলে এই পরিকাঠামোগুলিতে আঘাত হেনে দেশগুলিকে শুকিয়ে মারতে চাইছে। কুয়েতের জলশোধনাগারে হামলার পরই একটি বিবৃতি জারি করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড।

তারা জানিয়েছে, 'যেসব দেশ আমেরিকার আগ্রাসী বাহিনীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, ইরানের উপর হামলার জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিচ্ছে, তাদের আমরা জবাব দেব।'

বিশ্লেষকরা জানাচ্ছেন, কুয়েতে ইরানের এই হামলা সুপরিকল্পিতভাবে চাপ সৃষ্টি। কারণ, তেল বা সামরিক ঘাঁটির উপর আঘাত অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে, কিন্তু পানীয় জলের উৎসে আঘাত হানলে সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়। এর ফলে দ্রুত চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু বড় উদ্বেগের বিষয় হল, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অধিকাংশের কাছেই সীমিত সময়ের জন্য পানীয়জলের মজুত থাকে। ফলে বড় কোনও জলপরিশোধনাগার অচল হয়ে গেলে কয়েক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং তা মানবিক সংকটে পরিণত হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

সোনমকে রাজনৈতিক মুখ করা ঠিক নয় : চিরাগ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : যন্তর-মন্তরে সোনম ওয়াংচুকের অনশন এবং প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে চলা আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও এলজেপি (রামবিলাস)-এর জাতীয় সভাপতি চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে তিনি একমত। তবে অনশন বা এই ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একইসঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক জমি হারিয়ে কয়েকটি বিরোধী দল সোনম ওয়াংচুককে আন্দোলনের মুখ হিসেবে ব্যবহার করছে।

চিরাগ পাসওয়ান বলেন, 'সেখানে উপস্থিত ছাত্র সংগঠনগুলিকে দেখুন। উপস্থিতদের মধ্যে কতজন প্রকৃত ছাত্র, তা-ই আমি জানি না। অধিকাংশকেই ছাত্র বয়সের অনেক উর্ধ্বে বলে মনে হচ্ছে। স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী খুব কমই দেখা যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের উপস্থিতি স্পষ্ট।' তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনওভাবেই আপস করা উচিত নয়। কিন্তু অনশন বা এ ধরনের আন্দোলন কি সেই পরিবর্তন আনতে পারবে? তার বদলে প্রস্তাব দিন, আলোচনা করুন, কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজুন। অযথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উচিত নয়।'

সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রসঙ্গে চিরাগ পাসওয়ান বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে রাজনৈতিক জমি হারিয়ে কয়েকটি বিরোধী দল সোনম ওয়াংচুককে আন্দোলনের মুখ হিসেবে ব্যবহার করছে। একজন মানুষ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন, আর সকলেই তাঁর অবনতিশীল শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমরাও উদ্বিগ্ন, আদালতও উদ্বিগ্ন।'

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এক কঠোর পদক্ষেপের বার্তা : রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ভারতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিবৃতি নয়, একটি কঠোর পদক্ষেপের বার্তা। নতুন দিল্লিতে আজ বাহিনীর প্রথম সম্মেলনে রাজনাথ সিং বলেন, ভারত শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের দরজায় পৌঁছবে তা নয়, তাদের আস্তানার ভেতরে ঢুকে আঘাত হানবে। উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে আকাশ তীর, আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মস-এর মত অস্ত্র এই সমস্ত অভিযানে ব্যবহার করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় সমগ্র বিশ্ব এর সাক্ষী ছিল এবং এটি ছিল প্রযুক্তিগত যুদ্ধের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রাজনাথ সিং বলেন, এই অভিযানে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মস সহ উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, গত বারো বছরে নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন ও শক্তিশালীকরণকে তার অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

এদিকে, শনিবার দিল্লিতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, চিকিৎসা পেশাজীবীরা কেবল স্বাস্থ্যসেবাই প্রদান করছেন না, বরং দেশের উন্নয়ন যাত্রাকেও শক্তিশালী করছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা তাঁদের নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে দেশ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকদের সম্মান করা মানে দেশের সেবা এবং দেশ গঠনের চেতনাকে সম্মান করা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ডাঃ ভরত আগরওয়াল, ডাঃ এ কে প্যাটেল, ডাঃ নবীন ডাং, ডাঃ (অধ্যাপক) এস রাজশেখরন এবং ডাঃ সি পি ঠাকুরকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন।

রাজনাথ আরও বলেন, 'স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসছে; যেমন আয়ুষ্মান এবং আরোগ্য মন্দিরের মতো উদ্যোগ; সে সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তবে আমি অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে চাই, প্রযুক্তি চিকিৎসা সেবাকে আরও সহজলভ্য ও শক্তিশালী করেছে। ই-সঞ্জীবনী টেলিমেডিসিনকে গতি দিয়েছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সর্বাধিক সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে।'

হরমুজে মাইন বিস্ফোরণ, ধ্বংস ২ তেলবাহী জাহাজ

ওয়াশিংটন, ১৮ জুলাই : যুদ্ধের আগুনে উত্তপ্ত 'তৈল ধমনী' হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলপথে মাইন বিস্ফোরণের জেরে ধ্বংস দুই তেলবাহী জাহাজ! শনিবার এমনটাই দাবি করেছে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড (আইআরজিসি)। তবে তেহরানের দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটন।

আইআরজিসি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার সকালে দুই তেলবাহী ট্যাঙ্কার হরমুজের দক্ষিণে প্রবেশ করে। সেই এলাকায় অসংখ্য মাইন বিছানো। সেগুলিতেই ধাক্কা লেগে বিশাল বিস্ফোরণ হয়। সাগরের উপরেই ট্যাঙ্কার দু'টি জ্বলতে থাকে। এরপর সেগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির বিভ্রান্তিকর নির্দেশ মানার ফলেই ট্যাঙ্কার দু'টির এই পরিণতি হয়। আইআরজিসি-র সতর্কবার্তা, কৌশলগত এই জলপথটি এখন নিরাপদ নয়। এর জেরেই এটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে তেহরানের এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) পাল্টা বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, হরমুজে দুই তেলবাহী ট্যাঙ্কার ধ্বংসের দাবি করেছে ইরান। এই দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। জাহাজগুলির বিষয়ে বিশদে তারা কিছু জানায়নি। ট্যাঙ্কার দু'টি কোন দেশের পতাকাবাহী, কতজন নাবিক ছিলেন, সেগুলি স্পষ্ট নয়। ইরানের অধিকাংশ দাবিই মিথ্যা।

অধিকৃত কাশ্মীরে পাক সেনার গণহত্যার হিসেব চাইল রাষ্ট্রসংঘ

জেনেভা, ১৮ জুলাই : পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ভয়াবহ আকার নিয়েছে অধিকৃত কাশ্মীরে। বন্দুকের নলে সে বিদ্রোহ দমন করতে উঠেপড়ে লেগেছে পাক সেনা। মৃত্যু হয়েছে বহু প্রতিবাদীর। এই ঘটনায় এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠল রাষ্ট্রসংঘ। সেনা অভিযানে অধিকৃত কাশ্মীরে প্রতিটি মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেনেভার তরফে জারি করা বিবৃতিতে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নির্বাচনের আগে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জুন মাস থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এদের অধিকাংশই বিক্ষোভকারী। যদিও বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীরও মৃত্যু হয়েছে। তুর্ক বলেছেন, এই সব মৃত্যুর অবিলম্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। বিক্ষোভকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনী উভয়ের মৃত্যুরই তদন্ত হওয়া উচিত। এদিকে, অধিকৃত কাশ্মীরে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-কে নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান সরকার। গ্রেফতার করা হয়েছে বহু কর্মী-সমর্থককে। এই ঘটনারও নিন্দায় সরব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নাগরিক সমাজের একটি সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা এবং জনসমাবেশের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। এই ঘটনা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং সংগঠনের স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন। যা নিশ্চিতভাবে উদ্বেগের বিষয়। তুর্ক বলেন, আটক হওয়া জেএএসি নেতাদের আইনি সহায়তা এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। একইসঙ্গে নিরপেক্ষ বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়ার অধিকার সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা উচিত পাকিস্তান সরকারের। একইসঙ্গে অধিকৃত কাশ্মীরে ইন্টারনেট পরিষেবা অবিলম্বে চালু করার আবেদন জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

উল্লেখ্য, অস্বাভাবিক হারে কর বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি তো ছিলই, তার উপর পাক সরকারের দমনপীড়নে অতিষ্ঠ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনতা। পাক সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে টানা প্রতিবাদ মিছিল করছে জম্মু ও কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি। প্রতিবাদ রুখতে বিভিন্ন জায়গায় পাক রেঞ্জার্স ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছে সরকার। লস্কর-সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠনকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিক্ষোভ থামাতে। চলছে নৃশংস অত্যাচার, গুম খুন। এরই প্রতিবাদে আন্দোলন আরও তীব্র করেছে অধিকৃত কাশ্মীরের জনতা। পাশাপাশি ভারতেরও সাহায্য চেয়েছে অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ।

একের পাতার পর

পুরনির্বাচনে ১০০ শতাংশ

এদিন তিনি আরও কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানান। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিলচরের ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ। তিনি বলেন, 'এক মাসের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে শিলচরের ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ। তবে প্রথম দিকে কাজটি শুরু হবে এন এস এভিনিউ এবং রাঙ্গিরখাড়ি এলাকায়। ক্যাপিটাল পয়েন্ট পর্যন্ত এটি আসতে এক বছরের বেশি সময় লাগতে পারে। এর আগে মেডিক্যাল রাস্তার কাজ করবে পিডব্লিউডি।'

একুশে বিজেপিতে না গিয়ে ভুল

রূপম সাহার চেম্বারে সৌজন্য সাক্ষাতের পর প্রয়াত বিমলাংশু রায় কনফারেন্স হলে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়, সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ, বিধায়ক রাজদীপ রায়, দুই প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও নিহাররঞ্জন দাস, জেলা পরিষদের সভাপতি কঙ্কণ নারায়ণ শিকদার-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। রূপম সাহা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে বরণ করেন। কৌশিক রায় ফুলের তোড়া তুলে দেন। উত্তরীয় পরিয়ে দেন রাজদীপ রায় ও পরিমল শুক্লবৈদ্য। গামছা পরিয়ে বরণ করেন দীপায়ন চক্রবর্তী। কণাদ পুরকায়স্থ ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

মাত্র পনেরো দিন আগেও যাঁদের অনেককে রাজনৈতিক মঞ্চে সুস্মিতা দেবের কড়া সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছিল, তাঁদের অনেকেই এদিন হাসিমুখে তাঁকে নতুন সতীর্থ হিসেবে বরণ করলেন। রাজনীতিতে এই দৃশ্য অস্বাভাবিক নয়। তবু দীর্ঘ দিনের সংঘাতের পর এত দ্রুত বদলে যাওয়া সমীকরণ যে দলের অন্দরে প্রশ্নের জন্ম দেয়নি, এমন দাবি করাও কঠিন। তবে সংগঠনের শৃঙ্খলা সেই প্রশ্নকে প্রকাশ্যে আসতে দেয়নি। বরং বার্তাটা ছিল স্পষ্ট, ব্যক্তি চেয়ে বড় দল, আর দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

সংবর্ধনার জবাবে সুস্মিতা দেব বলেন, কংগ্রেস ছাড়ার পরই তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে গিয়েছিলেন এবং সেটাই ছিল তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত। তৃণমূলে পাঁচ বছর কাজ করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেন, বিজেপি ও আরএসএসের আদর্শ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশের জন্য ভাবনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, মণিপুর থেকে গুজরাট পর্যন্ত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই।

এর পরেই নিজের রাজনৈতিক জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন তুলে ধরে সুস্মিতা বলেন, বাবা সন্তোষ মোহন দেবের পর যাঁকে তিনি রাজনৈতিক গুরু বলে মনে করেন, তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর মতে, সেই নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও আজ সর্বভারতীয়।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মাঠে গেলে অনেকেই প্রশ্ন করবেন, তাঁকে কেন গ্রহণ করা হল। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই তিনি নিজের রাজনৈতিক সফরের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর কথায়, কংগ্রেসে ছিল তাঁর প্রথম পাঠশালা, তৃণমূল দ্বিতীয়। সেই পাঠশালা থেকে 'হেডমাস্টার'-ই তাঁকে বিজেপি ও আরএসএস সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে এক মাস ধরে যেন তাঁর 'হার্ডডিস্ক রি বুট' হয়েছে।

তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ভূপেন্দ্র যাদব তাঁকে একটি বই উপহার দেন। সেই বই পড়ার পরই তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। এতদিন যে 'চশমা' পরে বিজেপি ও আরএসএসের আদর্শ এবং কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়েছেন, সেটি তাঁকে আগের রাজনৈতিক পাঠশালাই পরিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই চশমা খুলে নতুন করে বিষয়গুলি বুঝতে শুরু করেছেন। তবে বিজেপি কিংবা আরএসএসের আদর্শ ও ইতিহাস সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি রয়েছে, এ কথাও অকপটে স্বীকার করেন তিনি। আগামী দিনে দলের কর্মীদের কাছ থেকেই সেই শিক্ষা নিতে চান বলেও জানান। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, তিন দশকের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস একদিনে মুছে যাবে না। বিজেপিতে তাঁর চেয়ে বহু পুরনো কর্মী রয়েছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ফলে তাঁকে গ্রহণযোগ্য হতে সময় লাগবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই কারণেই তিনি দলের কর্মীদের কাছ থেকে শেখার মানসিকতা নিয়েই নতুন পথচলা শুরু করতে চান।

রাজ্যসভায় ফের নির্বাচিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে সুস্মিতা বলেন, এটি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রাপ্তি নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'এক দেশ, এক ভোট', ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল ইত্যাদি বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর এই দায়িত্ব জড়িয়ে রয়েছে। বরাক উপত্যকার বিধানসভা আসন কমে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যদি বরাকের আসন সংখ্যা বাড়াতে হয়, তবে নতুন করে ডিলিমিটেশন প্রয়োজন হবে।

বরাকের উন্নয়ন নিয়েও কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারের তুলনা টানেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস আমলে জনপ্রতিনিধি হিসেবে বরাকের উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, কীভাবে এই উপত্যকার উন্নয়ন আটকে দেওয়া হয়েছে। দলের ভিতরেই বারবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার সব কাজ করে ফেলেছে, এমন দাবিও তিনি করছেন না। কিন্তু গত দশ বছরে বরাক উপত্যকায় যে উন্নয়ন হয়েছে, তা এই অঞ্চলের ইতিহাসে সর্বাধিক বলেই তাঁর দাবি। শিলচর প্রসঙ্গে এদিন আবেগঘন মন্তব্যও করেন সুস্মিতা। প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীকে ছোট ভাইয়ের মতো উল্লেখ করে বলেন, এত ভালোবাসা পেয়ে তাঁর মনে হচ্ছে, এ দিনই প্রথম বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এসেছেন। দলের নেতা ও কর্মীরা তাঁকে বোন, মেয়ে এবং সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলেও তিনি প্রত্যাশা জানান।

স্বাগত ভাষণে জেলা সভাপতি রূপম সাহা বলেন, সুস্মিতা দেব পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হলেও তিনি কাছাড়েরই মেয়ে। সেই অর্থে কাছাড় জেলার এখন তিনজন রাজ্যসভা সাংসদ রয়েছেন, যা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাঁর যোগদানে দল আরও শক্তিশালী হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

রূপমের কথায়, কাছাড়ে বিজেপির ছয় জন বিধায়ক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রী। সকলেই দলগতভাবে কাজ করবেন এবং সরকারের কর্মসূচি তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। সুস্মিতা দেবের যোগদানে সংগঠনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দিনের বিপুল উপস্থিতিই প্রমাণ করে, বিজেপি আগে যেমন ঐক্যবদ্ধ ছিল, এখনও তেমনই রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

সুস্মিতাকে নিয়ে বিজেপির কেউ

সুস্মিতা দেবের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে কৌশিক বলেন, তিনি নিজেই বলেছেন, ২০২১ সালেই বিজেপিতে এলে ভালো হতো। 'আমি শুধু বলতে চাই, আজ আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি', বলেন তিনি। প্রয়াত বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ এবং বিমলাংশু রায়ের কথা স্মরণ করে কৌশিক বলেন, আজকের এই দিনটি তাঁরা দেখে যেতে পারলে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন। তিনি বলেন, 'অনেকেই বলছেন সুস্মিতা বিজেপিতে আসায় দলের সদস্যরা খুশি নন এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এসব কাল্পনিক কথাবার্তা, আমাদের দলে অনুশাসন রয়েছে এবং দল যখন সুস্মিতাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন দলের প্রত্যেক সদস্য এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছেন। যেকোনো নেতা কার্যালয়ে এলে যে উচ্ছ্বাস দেখা যায় সুস্মিতাকে নিয়ে সেই উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। এবার আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে এবং আমরা সবাই মিলেই কাজ করব।'

নেহরুর ছায়া থেকে বেরিয়ে

তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 'ভারতের রাজনীতি দুই ধরনের ভাবধারায় পরিচালিত হয়েছে। একদিকে জওহরলাল নেহরুর দর্শন, অন্যদিকে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ। আজ বরাক উপত্যকায় দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভাবধারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'কখনও ভাবিনি শিলচরের কংগ্রেস রাজনীতির স্তম্ভ দেবব্রতিতে বিজেপির পতাকা উড়বে। সত্যকে স্বীকার করার জন্য আমি সুস্মিতা দেবকে সাধুবাদ জানাই।'

তিনি জানান, যখন সত্তর দশকে শেষদিকে কবীন্দ্র পুরকায়স্থের মতো নেতারা বিজেপির ধ্বজা নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন, সেই সময় কংগ্রেস নেতারা বলেছিলেন এটা অনুপ্রবেশ। তবে সেটা অনুপ্রবেশ ছিল না বরং ছিল প্রবেশ যার ফল আজকের এই দিন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ সেই কংগ্রেস রাজনীতির অন্যতম স্তম্ভ দেবপরিবারের কন্যা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই এটা প্রমাণ করার জন্য যে আমাদের আদর্শই ঠিক ছিল। আজ প্রমাণ হলো যা মা ভারতের জন্য কাজ করতে চায় তারা বিজেপি করে।'

কাছাড়ে এখন বিজেপির ছয়জন বিধায়ক, একজন মন্ত্রী এবং তিনজন সাংসদ রয়েছেন উল্লেখ করে পরিমল বলেন, এতে আমাদের প্রতি দলের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। একই সঙ্গে তিনি সুস্মিতাকে নিজের সিনিয়র বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'বয়সে তিনি আমার থেকে ছোট হলেও সাংসদ হিসেবে তিনি আমার আগে নির্বাচিত হয়েছেন এবং আজও তিনি সাংসদ। এক্ষেত্রে তিনি আমার সিনিয়র।'

দলের শক্তি বাড়ল, সহযোগী

বলেন, 'জনসংঘের সময় থেকেই আমাদের আদর্শ সনাতন সংস্কৃতি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার। সেই আদর্শগত পার্থক্যই তাঁকে বিজেপিতে নিয়ে এসেছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপিতে যুক্ত হয়, সংগঠনই সর্বোচ্চ। সুস্মিতা একজন শক্তিশালী রাজনীতিবিদ। তিনি বিজেপিতে আসায় দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে এবং আমি মনে করি একজন সহযোগী পেয়েছি। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য সমাজের উন্নতি এবং ভারতবর্ষের শক্তি বৃদ্ধি। দলের আদর্শ ও নীতি অক্ষুণ্ণ রেখেই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যাব আমরা।'

চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে

আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ত্রিস্তরীয় স্মার্ট বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করারও নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ। বিশেষ করে মহানন্দা নদী সহ জলপথের যেসব অংশে প্রচলিত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব নয়, সেখানে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, নদী সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। সেই লক্ষ্যেই সীমান্ত এলাকায় ভার্চুয়াল স্মার্ট বেড়া, তাপচিত্রগ্রাহী ক্যামেরা, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সেন্সর, নিশাচর দৃষ্টি যন্ত্র, ড্রোন এবং অন্যান্য আধুনিক বৈদ্যুতিন নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নদীপথে অনুপ্রবেশ বা চোরাচালানের যেকোনও চেষ্টা দ্রুত শনাক্ত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

বৈঠকে জানানো হয়, জুম্মাগছ থেকে রাভাভিটা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার এবং ফুলবাড়ি থেকে নারায়ণজোত পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে বিএসএফ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যৌথভাবে নিবিড় নজরদারি চালাচ্ছে। এসব এলাকায় অতিরিক্ত টহল, যৌথ পেট্রোলিং এবং প্রযুক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণ আরও বাড়ানো হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতিও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, পরিবর্তিত আঞ্চলিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতের যেকোনও সম্ভাব্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ দ্রুত মোকাবিলা করা যায়। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের ছয় সীমান্তবর্তী জেলা;দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বিএসএফের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা সীমান্তের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি, নজরদারি ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সীমান্ত এলাকায় সড়ক যোগাযোগ, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, সীমান্ত চৌকি ও আধুনিক নজরদারি সরঞ্জামের উন্নয়ন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, শিলিগুড়ি করিডোর দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চল। মাত্র ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত এই করিডোরের মাধ্যমেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের স্থল যোগাযোগ বজায় রয়েছে। করিডোরটির পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে বাংলাদেশ এবং উত্তরে ভুটান থাকায় জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বৈঠকের শেষে অমিত শাহ সীমান্ত নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংস্থাকে আরও সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা এবং শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলির অন্যতম। সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও কার্যকর করে তোলার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করারও নির্দেশ দেন তিনি, যাতে ভবিষ্যতের যেকোনও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করা যায়।

হাইকমান্ড চাইলে বিরোধী

বিরোধী দলনেতা। এমনকি বিধানসভায় দল পরিচালনার ক্ষেত্রেও সাংসদ রকিবুলের নির্দেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বিরোধী দলনেতা।' তবে তাঁর বিরুদ্ধে দলের একাংশ বিধায়কের অসন্তুষ্টির খবর নাকচ করে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'হাইকমান্ডই আমাকে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর তিনি চাইলে বিরোধী দলনেতার পদটি ছেড়ে দিতে কণ্ঠাবোধ করবো না। কারণ বিরোধী দলনেতার পদটি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়।'

এদিকে বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরী এবং প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়ার তরজা, বেশ জমে উঠেছে। উচ্ছেদ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিধানসভায় কংগ্রেসি বিধায়করা সেইভাবে সরব ভূমিকা পালন করছেন না বলে অভিযোগ এনে দু'দিন আগে বিরোধী দলনেতাকে পত্র প্রেরণ করেছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শইকিয়া। এনিয়ে বিরোধী দলনেতা চৌধুরী বলেন, 'গত ১০ বছর চিফ হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু গত ১০ বছরে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিধানসভায় যে ভূমিকা পালন করেছেন, তার চেয়ে কিছু কম করছি না এখন। বরঞ্চ বেশি করছি। আসলে দলের সঙ্গে তিনি আছেন, সেটা দেখাতেই পত্র প্রেরণ করেছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা।'

সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দল গোছানো তো দূরের কথা, উল্টে অন্দরমহলের কোন্দলে বেহাল অবস্থা এখন কংগ্রেসের।

বেহাল পথ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

তুমুল বাকযুদ্ধ শুরু হয়। চোখের নিমিষে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। জেলা কমিশনারের নির্দেশে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সদর সার্কল অফিসার জেলা কংগ্রেস সভাপতির কাছ থেকে স্মারকপত্র গ্রহণ করেন। এরপরই পুলিশ কর্তারা রুদ্ররূপ ধারণ করেন। শুরু হয় প্রতিবাদকারী বনাম পুলিশের চরম বাকবিতণ্ডা। হঠাৎ অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নির্দেশে কংগ্রেস কর্মী সন্দীপ নন্দীকে জোর করে পুলিশ গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। তখন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, আইনজীবী হাসিনা রহমান চৌধুরীরা প্রতিবাদ করেন। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অবশেষে প্রতিবাদকারীদের আটক করে সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় চারঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিনের ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে যেভাবে কংগ্রেসিদের হেনস্থা হতে হয়েছে সেটা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে জেলার জাতীয় ও পূর্ত সড়কগুলো বেহাল। প্রতিদিন দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি হাসপাতালে নেই কোনও ভালো পরিষেবা। মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ নাজেহাল। এসব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বারবার কংগ্রেসিরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। তবে পুলিশের ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসিদের দমন করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ।

অন্যদিকে, জেলা কংগ্রেস মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী বলেন শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই পরিণতি হচ্ছে জেল। বর্তমান সময়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। করিমগঞ্জ থেকে জেলার নাম পরিবর্তন করে শ্রীভূমি করা হয়েছে অথচ জেলার বেহাল পথঘাট শ্রীবৃদ্ধি করছে বলে কটাক্ষ করেন শাহাদত। এদিনের কার্যসূচিতে নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, মমতাজ বেগম, শুভ্রজিৎ পাল চৌধুরী, সন্দীপ নন্দী, অনুরাগ দত্ত, শুভজিৎ চক্রবর্তী, ভিকি কুরি, দুলন পাল, অহি রঞ্জন দে, শংকর বণিক, মদন দাস, নিত্যসুন্দর দাস, হাসিনা রহমান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াংচুকের ছবি অঙ্কন

বিকৃত না করার নির্দেশও লঙ্ঘন করা হয়েছে, অভিযোগ পুলিশের।

সূত্রের খবর, উভয়ের বিরুদ্ধে দিসপুর থানায় ৫২৪/২৬ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করার পর আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে থানার সূত্র।

এদিকে, বশিষ্ঠ উড়ালপুলের নীচে খুঁটিতে অনুমতি ছাড়া ছবি আঁকার ঘটনায় পৃথক একটি মামলা রুজু হয়েছে। ওই ঘটনায় জড়িতদেরও তদন্তের স্বার্থে আটক করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি বা জনসাধারণের সম্পত্তিতে কোনও ধরনের ছবি বা চিত্রাঙ্কন করা আইনবিরুদ্ধ। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

অনশনে অটল, চিকিৎসা নিতেও

রক্তচাপ, নাড়ির গতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সূচক আপাতত স্থিতিশীল হলেও স্বাভাবিক নয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল ডিহাইড্রেশন ও পটাশিয়াম কমে যাওয়া।

এর পাশাপাশি সোনমের রক্তে কিটোনের পরিমাণও উদ্বেগজনক। সকালে কিটোনের মাত্রা যেখানে ১+ ছিল, দুপুর গড়ানোর পর তা ৩+ হয়েছে। উনি যদি অনশন না ভাঙেন তাহলে বিপদ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অনশন করার জেরে তাঁর শরীরে জল ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। পটাশিয়ামের মাত্রা যদি আরও কমে সেক্ষেত্রে হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র এবং পেশির কার্যকারিতা বন্ধ হতে পারে। এই অবস্থায় চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর কড়া নজর রাখছেন।

এদিকে, সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো সাংবাদিকদের বলেন, 'আপাতত সোনমকে কেবল পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হচ্ছে। আমরা আসলে বাইরের ল্যাবরেটরি থেকে পরীক্ষাগুলি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ আমরা যেসব রিপোর্ট চেয়েছিলাম সেগুলি হাসপাতাল থেকে দেওয়া হচ্ছে না। তারা জানিয়েছে সোনমের পটাশিয়ামের মাত্রা ২.৯-এ নেমে এসেছে। এ সমস্ত তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। শুক্রবার তাঁর পটাশিয়ামের মাত্রা ছিল ৪.৩। এক দিনের ব্যবধানে তা কীভাবে এতটা নিচে নেমে এল! এটা অসম্ভব।' গীতাঞ্জলি আরও বলেন, 'আদালত তাঁকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করাতে বলেনি। সোনম এখনও অনশন করছেন। তিনি কেবল লবণ-মিশ্রিত জল পান করছেন, যা তিনি আগেও পান করছিলেন।'

অনশন চলবে, নির্ধারিত দিনেই

পারে। আমরা রিপোর্ট দেখতে চাইলেও তা দেখানো হচ্ছে না।' তিনি আরও বলেন, 'দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে কোথাও হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলা হয়নি। আদালত শুধু বলেছিল, একজন মানুষের স্বাস্থ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। তাই হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত আদালতের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' গীতাঞ্জলির দাবি, বর্তমানে সোনম ওয়াংচুকের কোনও চিকিৎসা চলছে না। শুধু পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। হাসপাতালের রিপোর্টে উল্লেখ করা পটাশিয়ামের মাত্রা নিয়ে তাঁদের সন্দেহ রয়েছে। তাঁর কথায়, 'গতকাল তাঁর পটাশিয়ামের মাত্রা ছিল ৪.৩। একদিনের মধ্যে তা ২.৯-এ নেমে যাওয়ার বিষয়টি আমরা বিশ্বাস করছি না। তাই ওষুধ দেওয়ার আগে বাইরের একটি পরীক্ষাগারে পুনরায় পরীক্ষা করাব।' তিনি স্পষ্ট জানান, সোনম ওয়াংচুক এখনও অনশন ভাঙেননি। তিনি কোনও চিনি বা খাবার গ্রহণ করছেন না; আগের মতোই শুধু নুন মেশানো জল পান করছেন।

সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলি বলেন, 'সরকার তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নেব। এ বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।' সোনমের শারীরিক অবস্থার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দীর্ঘ অনশনের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং পেশির ক্ষয় হচ্ছে। তবে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, মানসিকভাবে দৃঢ় এবং স্থিতিশীল রয়েছেন।' এছাড়াও সোমবারের নির্ধারিত পদযাত্রা প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলি বলেন, 'সোনম ওয়াংচুক যদি শারীরিকভাবে অংশ নিতে না-ও পারেন, আমি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করব এবং নির্ধারিত সময়েই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেব। তাঁকে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে এলেই আন্দোলন থেমে যাবে, এমনটা নয়।'

উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নফাঁস-কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশন শুরু করেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। অনশনের ২১তম দিনে শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশ তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তর করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দীর্ঘ অনশনের কারণে তাঁর শরীরে জলশূন্যতা ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যে কিছু পরিবর্তন দেখা দিলেও তিনি সচেতন এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

এবার প্লাস্টিকের নোট আনছে

প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৭ সাল থেকে পুরোদমে প্লাস্টিক নোট চালু হতে পারে। উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে প্রায় ৬০টি দেশে পলিমার নোট প্রচলিত আছে। এর প্রচলন প্রথম শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ায়, এরপর কানাডা, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, রোমানিয়া এবং ব্রুনাইয়েও এটি চালু হয়। এখন ভারতেও এটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাণবন্ত পরিবেশনায় সমাপ্ত আজকের প্রজন্ম থিয়েটারের সাতদিনের নাট্যকর্মশালা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : আজকের প্রজন্ম থিয়েটার আয়োজিত সাতদিনের শিশু ও যুব নাট্য কর্মশালা নানা পরিবেশনা ও উৎসবমুখর আবহের মধ্য দিয়ে সফলভাবে সমাপ্ত হয় ১৪ জুলাই। কর্মশালার সহযোগিতায় ছিল মধ্যসহর সাংস্কৃতিক সমিতি। শিশু ও যুব; দুই বিভাগ মিলিয়ে মোট ৫৮ জন প্রশিক্ষার্থী এবারের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী দিনে মধ্যসহর সাংস্কৃতিক সমিতির দ্বিতল ভবনে শিশু ও যুব বিভাগের প্রশিক্ষার্থীরা কর্মশালায় শেখা অভিনয়, শরীরচর্চা, কণ্ঠচর্চা ও নাট্য-অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা বিভিন্ন পরিবেশনা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে। সেই সঙ্গে শিশু বিভাগের প্রশিক্ষার্থীরা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার ড. তীর্থঙ্কর চন্দ-এর নির্দেশনায় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাট্যপ্রযোজনাও মঞ্চস্থ করে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় ও আত্মবিশ্বাস দর্শক ও অভিভাবকদের মুগ্ধ করে। প্রসঙ্গত, এবারের শিশু নাট্যকর্মশালার অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তীর্থঙ্কর চন্দ। তাঁর সান্নিধ্যে প্রশিক্ষণ নিতে পেরে শিশুরা ছিল অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। কর্মশালার বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, সিলেটি আমাদের ভাষা। আধুনিকতার সংমিশ্রণে আমরা যেন আমাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভুলে না যাই। নিজের শেকড়কে ধারণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাঁর এই বক্তব্য উপস্থিত প্রশিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলে। অন্যদিকে, একই সময়ে অনুষ্ঠিত যুব বিভাগের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন আজকের প্রজন্মের কর্ণধার ও বিশিষ্ট নাট্যকর্মী সায়ন বিশ্বাস। এই বিভাগে অংশগ্রহণকারীরা অভিনয়, মঞ্চ-ভাবনা, দলগত কাজ এবং নাট্য-প্রযোজনার নানা দিক নিয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে তাঁদের পরিবেশনাও দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়।

শেষ দিন পরিবেশনার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় আনুষ্ঠানিক সমাপনী পর্ব। সেখানে উপস্থিত নাট্যজন, অতিথি ও অভিভাবকরা কর্মশালার প্রাণবন্ত পরিবেশ এবং প্রশিক্ষকদের আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিশুদের অভিভাবকরাও জানান, এই কর্মশালা শুধু অভিনয় শেখায়নি, বরং শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা, দলগত কাজের মানসিকতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সবশেষে অতিথিবৃন্দ ও আজকের প্রজন্ম থিয়েটারের সদস্যরা শিশু, যুব ও ইন্টার্নশিপ কর্মশালার সকল প্রশিক্ষার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। এভাবেই আনন্দঘন এবং উল্লাসমুখর পরিবেশে সপ্তাহব্যাপী এই নাট্যযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ধারাবাহিকভাবে নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে আসছে আজকের প্রজন্ম থিয়েটার। মূলত যুবাদের নিয়ে নাট্যচর্চা করলেও এ বছর তৃতীয়বারের মতো শিশু নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে সংগঠনটি। এবারের কর্মশালাটি ছিল প্রযোজনাভিত্তিক, যা এই আয়োজনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্তৃত করেছে। আয়োজকদের মতে, শিশু ও যুবসমাজের মধ্যে নাট্যচর্চার প্রতি এই উৎসাহ এবং ইতিবাচক সাড়া ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে নাট্যচর্চার এমন উদ্যোগ গ্রহণে তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

সমজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক

নেশা-দুর্নীতি মুক্ত ধলাই গঠনে কাজ করার আহ্বান বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশের

বিক্রমবিজয় দাশ

আমড়াঘাট, ১৮ জুলাই : নেশা মুক্ত, দুর্নীতি মুক্ত ধলাই গঠনে কাজ করার আহ্বান জানালেন বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ। শনিবার ধলাই সমজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে এই আহ্বান জানান তিনি। এদিন প্রথমে ধলাই সমজেলা কার্যালয়ে আম্বেদকর ভবন সমিতির এক বৈঠকে অংশ নেন বিধায়ক। পরে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। শেষে ট্রাস্ক ফোর্স-এর এক জরুরি সভায় অংশ নেন বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ।

বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশ বলেন, আজ একাধিক বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ধলাই বিধানসভা এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থান নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কোন কোন হাসপাতালে ডাক্তার, নার্সের প্রয়োজন, তাদের থাকার সুব্যবস্থা, হাসপাতালের পরিকাঠামো এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আর এ নিয়ে আগামী ২৮ জুলাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে সবকিছু তুলে ধরবেন বলে জানান।

এছাড়া ট্রাস্ক ফোর্স-এর বৈঠকে পুলিশ, বন, আবগারি সহ অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ধলাইকে নেশা ও দুর্নীতি মুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবৈধ নেশাদ্রব্য, ড্রাগ পাচার, অবৈধ কাঠ, বালু পাচার প্রতিরোধ করতে সকল বিভাগকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। যাতে আগামী দিনে নেশা মুক্ত, দুর্নীতি মুক্ত ধলাই, বিকশিত ধলাই গঠন করা যায়। এদিন বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ দাস, অমাজিৎ চন্দ প্রমুখ।

বদলি নীতির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : রাজ্যের পূর্ত বিভাগের কর্মচারীদের জন্য একটি স্বচ্ছ, অভিন্ন, ন্যায্য ও সময়বদ্ধ বদলি নীতি প্রবর্তন এবং তার কঠোর বাস্তবায়নের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে একটি স্মারকপত্র প্রেরণ করেছেন শিলচরের বিশিষ্ট আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব। স্মারকপত্রটি ই-মেল ও ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্মারকপত্রে ধর্মানন্দ দেব উল্লেখ করেন, একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ বদলি নীতি সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এর মাধ্যমে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা এবং কর্মক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সরকারি দফতরের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশাসনের ভাবমূর্তি আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে।

আইনজীবী দেব বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একই কর্মস্থলে কর্মরত থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভাব, গোষ্ঠীস্বার্থ এবং অস্বচ্ছ প্রশাসনিক সংস্কৃতির জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে সরকারি কাজে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও পক্ষপাতিত্বের ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জনস্বার্থ রক্ষার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক বদলি নীতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্মারকপত্রে তিনি সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে;সমগ্র রাজ্যে পূর্ত বিভাগের সকল কর্মচারীর জন্য একটি অভিন্ন ও স্বচ্ছ বদলি নীতি প্রবর্তন, একই কর্মস্থলে সর্বোচ্চ তিন বছরের বেশি কাউকে না রাখার বিধান, বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম হলে তার লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা, সিনিয়র বা জুনিয়র নির্বিশেষে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে নীতি প্রয়োগ, বদলি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সময়বদ্ধ করা এবং নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আইনজীবী দেব তাঁর স্মারকপত্রে আরও উল্লেখ করেন, বদলি নীতির ক্ষেত্রে কোনও ধরনের বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকা উচিত নয়।

গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছানোর নির্দেশ কৌশিকের

কবীর আহমেদ

লক্ষীপুর, ১৮ জুলাই : গ্রাম উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত প্রকল্পগুলির সুফল যাতে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। শনিবার লক্ষীপুর বিধানসভার অন্তর্গত লক্ষীপুর, বিন্নাকান্দি এবং রাজাবাজার উন্নয়ন খণ্ডের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ নির্দেশ দেন মন্ত্রী কৌশিক। শনিবার লক্ষীপুর সমজেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পর্যালোচনা সভায় বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা পরিষদের সভাপতি কঙ্কণ নারায়ণ সিকদার, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী আধিকারিক (সিইও) থরতি সুচিয়াং, সহকারী আয়ুক্ত পীযূষ রাজ, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি দেবজ্যোতি বাউরি, রাজাবাজার আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভানেত্রী পাঁপড়ি দত্ত, বিন্নাকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি লাচিত কুর্মি ও লক্ষীপুর আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি বীরমণি সিংহ, জেলা পরিষদ সদস্য কিষান রিকিয়াসন এবং জেলা পরিষদ সদস্যা বিজয়েতা মাহাতো প্রমুখ। দ্বিতীয়বার মন্ত্রিত্ব লাভের পর এদিন নিজের নির্বাচনী এলাকায় দ্বিতীয়বারের মতো উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়।

এদিনের গুরুত্বপূর্ণ সভায় লক্ষীপুর বিধানসভার অন্তর্গত লক্ষীপুর, বিন্নাকান্দি এবং রাজাবাজার উন্নয়ন খণ্ডের অধীনে বাস্তবায়িত ও প্রস্তাবিত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গ্রাম উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত প্রকল্পগুলি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছায়, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। শনিবার সন্ধ্যায় লক্ষীপুরে আরেকটি সভা করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন তিনি।

বালাধন চা-বাগানে পশু চিকিৎসা শিবিরে ব্যাপক সাড়া

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৮ জুলাই : বর্তমান মরশুমে গবাদি পশু ব্যাপক হারে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গরু মহিষের মুখে পায়ে ঘা, শরীর ঘা, পেটের রোগ ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। চা বাগান অঞ্চলে গরু ছাগলের মৃত্যুও হচ্ছে। এনিয়ে উদ্বিগ্ন গো-পালকরা। গরু মহিষের নানা রকম রোগ ছড়িয়ে পড়ার পর জয়পুর উন্নয়ন খণ্ডের অধীন বালাধন চা-বাগানে শুক্রবার এক পশু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বালাধন কনকপুর জিপি সভাপতি যমুনা চাষা, জিপি সদস্য জীতেন্দ্র গোয়ালা, বিশ্বজিৎ তাঁতী, দয়াল চাষা, রনো চাষা, চন্দন চাষা, রাজাবাজার মণ্ডল এসসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ শুক্লবৈদ্য এই পশু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেন। জিপি সভাপতি সহ অন্যান্য আয়োজকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশু চিকিৎসক দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক নাতাশা নাথ, লোকমান আলি, চন্দন চৌধুরী, এক্রাম আহমেদ, প্রাচী নাথ, আব্দুল ওয়াদি, হবি বর্মন। বিনামূল্যে আয়োজিত এই পশু চিকিৎসা শিবিরে প্রায় ছয়শত গবাদি পশুর চিকিৎসা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। এই শিবিরে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। গো-মহিষ পালকরা তাদের গবাদি পশু নিয়ে উপস্থিত হয়ে বিনামূল্যে এই সুযোগ গ্রহণ করেন। পশু মালিকরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ছবিতে আয়োজক ও পশু চিকিৎসক টিম।

এনএইচ-২৭-এ অতিরিক্ত সামগ্রী বোঝাই ট্রাকের দুর্ঘটনায় বাড়ছে জনদুর্ভোগ, পদক্ষেপ দাবি

বিপ্লব দেব

হাফলং, ১৮ জুলাই : ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও অংশে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-২৭)-এ বারবার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। পাহাড়ি সড়কে অতিরিক্ত পন্য সামগ্রী বোঝাই ভারী লড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে হাজার হাজার যাত্রী, রোগী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও পর্যটককে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। সম্প্রতি কয়লাবাহী একটি লরি উল্টে যাওয়ার ফলে প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত ছিল।

শত শত যানবাহন রাস্তার দুই প্রান্তে আটকে পড়ে। দুর্ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করেছে যে জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও অংশটি বর্তমানে এনএইচ-২৭-এর অন্যতম দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হয়ে উঠেছে। এই দীর্ঘ যানজটে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া রোগীরাও যানজটে আটকে পড়ছেন, যা জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। পাশাপাশি অফিসগামী, শিক্ষার্থী, পর্যটক ও ব্যবসায়ীদেরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্য ও পানীয় জলেরও অভাব দেখা দিচ্ছে। এদিকে, এনএইচ-২৭-এর চলমান সড়ক নির্মাণের কাজও বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নির্মাণ সংস্থাগুলির ভারী যন্ত্রপাতি ও নির্মাণসামগ্রী নিয়ে দুর্ঘটনাজনিত যানজটের কারণে নির্ধারিত সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে প্রকল্পের কাজ বিলম্বিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যয়ও বাড়ছে।

স্থানীয়দের মতে, দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হলো পাহাড়ি ও আঁকাবাঁকা সড়কে অতিরিক্ত বোঝাই পণ্যবাহী লরির অবাধ চলাচল। অতিরিক্ত ওজনের কারণে গাড়ির ভারসাম্য নষ্ট হয়, ব্রেকিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চরাই উতরাই ও তীক্ষ্ণ

বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি বেড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, অতিরিক্তর পণ্য সামগ্রী বোঝাই লড়ির বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় ভারী উদ্ধারকারী ক্রেনসহ দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল মোতায়েন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও পরিবহন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ভারী যানবাহনের চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও, সিসিটিভি নজরদারি, নিয়মিত হাইওয়ে পেট্রোলিং এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী চালক ও পরিবহন সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও উঠেছে। উল্লেখ্য, এনএইচ-২৭ ডিমা হাসাও, বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মণিপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। তাই এই জাতীয় সড়কে নির্বিঘ্ন যান চলাচল নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব দফতরের সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের দাবি।

গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বক্তৃতা : ওষুধ উন্নয়নে পরিসংখ্যানবিদদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত

সম্মাননা জানানো হচ্ছে দেবশ্রী পুরকায়স্থকে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্যোগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে 'ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট এ স্ট্যাটিস্টিসিয়ান্স-এর ভূমিকা শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুরুচরণ কলেজের প্রাক্তনী তথা যুক্তরাজ্যের অ্যাস্ট্রাজেনেকার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর (স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স) দেবশ্রী পুরকায়স্থ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিআরডিও-র সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ড. দেবাশিস দেব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক নিবন্ধক ড. অভিজিৎ নাথ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সমন্বয়ক ড. সুভাষ দেবনাথ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেলের পরিচালক জয়দীপ ভট্টাচার্য, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. সুভাষ দেবনাথ।

মূল বক্তৃতায় দেবশ্রী পুরকায়স্থ ওষুধ উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিসংখ্যানবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি জানান, গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণে রূপান্তর, ওষুধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানবিদদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, নতুন ওষুধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্লিনিক্যাল গবেষণার প্রতিটি ধাপে দক্ষ পরিসংখ্যানবিদের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগও ক্রমশ বাড়ছে।

বক্তৃতা শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ওষুধ উন্নয়ন, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এবং সংশ্লিষ্ট পেশাগত সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বক্তারা। বিশেষ অতিথি ড. দেবাশিস দেব বলেন, ভারতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও দক্ষ মানবসম্পদের অভাব একটি বড় সমস্যা। তিনি শিক্ষার্থীদের নিজেদের বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন এবং পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি শুধু চাকরির প্রত্যাশায় না থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গণযোগাযোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সন্দীপা দাস শীল। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা শ্রেষ্ঠা কর। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হোজাই জেলাজুড়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অভিযান

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ১৮ জুলাই : জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হোজাই জেলা খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ জেলার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত তদারকি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক কস্তুরী চেতিয়ার নেতৃত্বে হোজাই, ডবকা, লংকা এবং লামডিংসহ বিভিন্ন শহর ও বাজারের হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খাদ্য লাইসেন্স, বিল-ভাউচার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তাও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা। পরিদর্শনের সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রে অসঙ্গতি ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সব নথিপত্র হালনাগাদ করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বলেন, জনগণের কাছে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও বিশুদ্ধ খাদ্য পৌঁছে দেওয়াই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। খাদ্য নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোনোও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

রামকৃষ্ণনগরে গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু

শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় নতুন প্রজন্মকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণনগর, ১৮ জুলাই : অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে এবং শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিজয় উড়ান ও সংস্কার ভারতী, রামকৃষ্ণনগর শাখার ব্যবস্থাপনায় ১৫ দিনব্যাপী গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এরপর সংস্কার ভারতী রামকৃষ্ণনগর শাখার শিল্পীরা সংস্কার ভারতীর গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে এক মনোজ্ঞ পরিবেশের সৃষ্টি করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারপার্সন প্রতিমা নাথ। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিমাংশু দেব, রামকৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ, রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ নাথ, ভারতীয় জনতা পার্টির রামকৃষ্ণনগর মণ্ডল সভাপতি প্রীতম পাল, নাট্যাভিনেতা রঞ্জিত নাথ, সংস্কার ভারতীর সম-জেলা সভাপতি সমীরণ নাথ, আবৃত্তিকার বিশ্বতোষ সেন, বিজয় উড়ান ও সংস্কার ভারতী রামকৃষ্ণনগর শাখার সভাপতি ধনঞ্জয় নাথ, সুরলীনা সংগীত বিদ্যালয়ের কর্ণধার কাবেরী সরকার, সুর সাধনা ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টসের কর্ণধার প্রিয়া দত্ত, নৃত্য মধুর অ্যাকাডেমির কর্ণধার মধুমিতা নাথ এবং চারুকলা সংগীত বিদ্যালয় তথা সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের

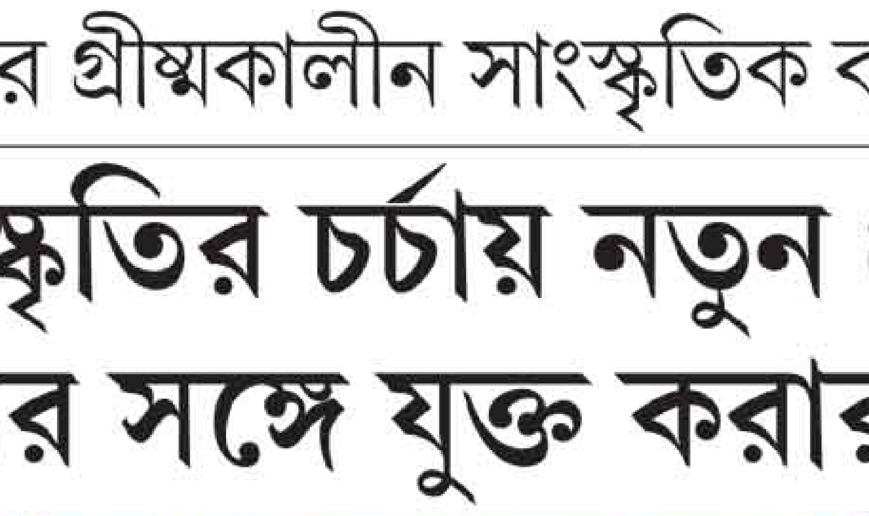

গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের একাংশ।

প্রধান আচার্য শর্মিলা ভট্টাচার্য সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সংস্কার ভারতীর সম্পাদক শর্মিলা ভট্টাচার্য।

রামকৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ বলেন, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিকড়কে জীবন্ত রাখে। সংস্কৃতিচর্চা মানুষের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ নাথ বলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতিতে পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হিমাংশু দেব, রঞ্জিত নাথ, সমীরণ নাথ, প্রীতম পাল এবং বিশ্বতোষ সেন। তাঁরা সকলেই সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রসার এবং নতুন প্রজন্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ধনঞ্জয় নাথ বলেন, একটি জাতির আত্মপরিচয় ও স্বকীয়তা তার সংস্কৃতির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। ধর্ম, বর্ণ ও ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আচার্য ভর্তৃহরির বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করেন, 'সাহিত্য, কলা ও সংগীতবিহীন মানুষ পশুর সমান, সে মানুষ ঘাস খায় না, এটাই পশুর সৌভাগ্য।'

তিনি আরও বলেন, একটি জাতিকে দুর্বল করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। অন্যের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে একটি জাতির চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করা সরাসরি আক্রমণের চেয়েও ভয়াবহ। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রভাব যুবসমাজকে আদর্শচ্যুত ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রসার অপরিহার্য। নতুন প্রজন্মকে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখতে এ ধরনের কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৫ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন (আর্ট) এবং টেরাকোটা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শর্মিলা ভট্টাচার্য, কমলিকা নাথ, রূপশ্রী দেববর্মণ, মধুমিতা নাথ, মৌটুসী দাস, সুস্মিতা চৌধুরী, সুমিত নাথ ও দেবাঞ্জলি চৌধুরী। তবলায় সহযোগিতা করবেন দেবজিত নাথ, প্রকাশ দত্ত, আশিস নাথ এবং শ্যামল ভট্টাচার্য। এছাড়াও বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট আমন্ত্রিত প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন ড. বিনয় পাল, অরিন্দম বক্সী ও সৌমেন পাল। রামকৃষ্ণনগরের বিভিন্ন সংগীত ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরাও এই কর্মশালায় সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব সন্দীপ দত্ত, রথীশ নাথ, অরুণ চৌধুরী, স্মরজিত বিশ্বাস, দীপায়ন দে, নিশীথ নাথ, বিজয়কুমার সোনার, নীলমণি নাথ, কিরীটী নাথ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত অতিথি ও সংবাদ প্রতিনিধিদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন আয়োজক সমিতির কর্মকর্তারা।

তিনের পাতার পর

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে

যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও ভূমি নথি শাখার সার্বিক কার্যক্রম, ভূমি সংক্রান্ত আবেদন ও নামজারি নিষ্পত্তির গতি বৃদ্ধি, ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ, ডিজিটাল পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। জনগণ যাতে ভূমি সংক্রান্ত পরিষেবা পেতে অযথা হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের আরও আন্তরিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা, প্রকল্পের গুণগত মান বজায় রাখা এবং মাঠপর্যায়ে নিয়মিত তদারকির ওপরও বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নয়নের প্রতিটি প্রকল্প যেন প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছায় এবং সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়, সে বিষয়েও মন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। বৈঠকে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, জনগণের স্বার্থই প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছ পরিষেবা পান। মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি বাড়াতে হবে, মানুষের সমস্যা সরাসরি শুনতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, দুর্যোগের সময় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আগাম প্রস্তুতি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্য আদান-প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির নিয়মিত পর্যালোচনা ও তদারকির মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। প্রশাসনের সকল স্তরে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রেখে পাথারকান্দি কো-ডিস্ট্রিক্টকে আরও দক্ষ, আধুনিক ও জনবান্ধব প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

তথ্য প্রদান না করায় লক্ষীপুর সমজেলা

অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে রাজ্য তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্রে উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য, লক্ষীপুর বিধানসভা এলাকার পালাপুলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাকেশ সিং নামের ব্যক্তি লক্ষীপুর মহকুমা কার্যালয়ে কয়েকটি বিষয়ের তথ্য জানতে ২০২৪ সালের ৩০ জুলাই আবেদন করেছিলেন। তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ এর অধীনে লক্ষীপুর মহকুমা কার্যালয়ের কয়েকটি তথ্য এবং মহকুমা কার্যালয়ের অধীনে থাকা খাদ্য এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কিছু তথ্য জানতে লিখিত আবেদন করেছিলেন। তৎকালীন লক্ষীপুর মহকুমা কার্যালয় থেকে তাকে কোনও তথ্য প্রদান না করায় নির্ধারিত সময়ের পর জেলা কমিশনার কার্যালয়ে আপিল করেছিলেন। জেলা কমিশনার কার্যালয় থেকেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও জবাব না পেয়ে রাকেশ সিং রাজ্য তথ্য কমিশনে বিষয়টি অবহিত করে আপিল করেন। রাকেশ সিংয়ের আপিলের ভিত্তিতে রাজ্য তথ্য কমিশন শুনানি আরম্ভ করে। গত ২৩ এপ্রিল এবং পরবর্তীতে ৮ জুন পরপর শুনানির দিন ধার্য করা হয়। রাজ্য তথ্য কমিশনে শুনানির দুটি তারিখে লক্ষীপুর সমজেলা কমিশনার অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি রাজ্য তথ্য কমিশনের নোটিশের কোনও জবাব পর্যন্ত দেননি। এমনকি রাজ্য তথ্য আয়োগে কোনও বিবৃতি পর্যন্ত প্রদান করেননি। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাকেশ সিংয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও তথ্য প্রদান না করা, তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ লঙ্ঘন করা, রাজ্য তথ্য কমিশনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার অভিযোগে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর ২০(১) ধারা আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে অসম তথ্য কমিশন। ৫৭৪৪১৯/(সিসিআর)/৪০/২০২৪/১৯ মেমো নম্বরে, ৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে এই পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রাকেশ সিং প্রদত্ত মামলাটি এখানে নিষ্পত্তি করা হলেও ত্রিশ দিনের ভিতরে জরিমানার টাকা আদায় না করলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পত্রে উল্লেখ রয়েছে। রাকেশ সিংহের চাওয়া তথ্য লক্ষীপুর সমজেলা কমিশনার কার্যালয় থেকে কেন প্রদান করা হয়নি এনিয়ে বহু প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। তথ্য গোপন করার পিছনে বহু রহস্য লুকিয়ে রয়েছে বলে সচেতন মহলের অভিমত। তথ্য জানার অধিকার আইন থাকা সত্ত্বেও সরকারি কার্যালয়ে তথ্য গোপন রাখার এক জ্বলন্ত নিদর্শন লক্ষীপুর সমজেলা কমিশনারের কার্যালয়।

বিনামূল্যে ভর্তির দাবিতে এনসি

ছাত্র সংসদের দাবি, গত বছরের মতো ব্যাক পেপার থাকা শিক্ষার্থীদেরও বিনামূল্যে ভর্তির সুযোগ পুনর্বহাল করতে হবে, যাতে কোনও শিক্ষার্থী আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না-হয়। তারা অসম সরকার ও শিক্ষা বিভাগের কাছে নতুন নীতি প্রত্যাহার করে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী বিনামূল্যে ভর্তির সুযোগ পুনরায় চালুর নতুন নির্দেশনা জারি করার জোরালো দাবি জানান। এদিন আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বদরপুর থানার ওসি ও বদরপুর সার্কল অফিসার সহ অন্যান্যরা ধরনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। এরপর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বদরপুর থানার ওসি এবং বদরপুর সার্কল অফিসারের মাধ্যমে অসমের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের উদ্দেশে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অবশেষে শিক্ষার্থীরা তাদের এদিনের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। এদিন স্মারকপত্রে তারা উল্লেখ করেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবি পূরণ না হলে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। আন্দোলনকারীদের হয়ে স্মারকপত্র প্রদান করেন মাসুম আহমদ, পাপিরা ইয়াছমিন, সাদিক আহমদ, ফুসকি দাস, তুফাইল আহমদ, আব্দুর রহমান, সুলতানা বেগম, বিপ্রজ্যোতি রায়, ইয়াহিয়া মজুমদার, মেহবুব হাসান, জাভেদ আখতার সহ ছাত্র সংসদের অন্যান্য সদস্যরা।

কাছাড় কলেজে 'মাতৃভাষা শহিদ

অথবা কোনও সংগঠন এই দুস্থ পরিবারের পাশে ছিল না বলে তিনি জানান। তাঁর এই অভিজ্ঞতা উপস্থিত সকলের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি কাছাড় কলেজ কর্তৃপক্ষের এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করে আহ্বান জানান, যেনো মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ভাষা শহিদদের অমর বলিদানের ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধ্যাপক শান্তনু ধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুপ্রভাত' কবিতা আবৃত্তি করেন। মাতৃভাষার তাৎপর্য ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করা ভাষা স্বাধীনতার গুরুত্ব আলোচনা করে তিনি আগামী দিনগুলোর কথা তুলে ধরেন। মুখ্য বক্তা ড. তপোধীর ভট্টাচার্য বাংলাভাষার চিরাচরিত সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে বলেন, 'ভাষাই আমাদের জাতিসত্তার নির্ণায়ক এবং ভাষা আমাদের আত্মপরিচায়ক।' তিনি বর্তমানে বাঙালিদের বাংলা ভাষার প্রতি বিমুখতা দেখে বাঙালিদের 'তন্দ্রাচ্ছন্ন' বলে অভিহিত করেছেন। জাতির আত্মপরিচয়কে ধরে রাখতে হলে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষা-ভাষী মানুষকে নিজের মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধ ও কৃতসংকল্প হতে হবে বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'শুধু একটি দিনের আন্দোলনের তরঙ্গ জাতির চেতনাকে সাময়িকভাবে আলোড়িত করে, কিন্তু এই প্রকৃত আদর্শকে সর্বকালীন অমরত্ব প্রদান করতে হলে সকলের অবদান থাকা প্রয়োজন।' অধ্যাপক ভট্টাচার্য ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে, ইতিহাসের একটি বিলুপ্তপ্রায় অধ্যায় আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, শুধু নিজের মাতৃভাষাই না, অন্যের ভাষাকেও শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য এবং মাতৃভাষার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদেরই। পরিশেষে কাছাড় কলেজের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, এই শহিদ স্মারক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তা সার্থকতা লাভ করেছে।

ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রমাপদ বিশ্বাস বলেন, যেদিন বরাকের সকল বাঙালিরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা ও সমুন্নতি সম্পর্কে ভাববেন, সেদিনই একাদশ শহিদের আত্মবলিদান সার্থক হবে। ড. পার্থঙ্কর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন 'মাতৃভাষার গুরুত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংঘটিত এই আন্দোলন চিরস্মরণীয়। আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মসচেতন করে তুলতে শহিদ বেদী নির্মাণের এই উদ্যোগ অতি সত্বর বাস্তবায়িত করা হবে। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. রমা পুরকায়স্থ মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুভব ব্যক্ত করে শহিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মৈত্রী মান্না। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সুচরিতা চৌধুরী, তবলায় সঙ্গত করেন রাজীব অধিকারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপিকা নবরূপা ধর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাছাড় কলেজ মাতৃভাষা শহিদ স্মারক নির্মাণ সমিতির আহ্বায়ক তথা প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক বিরূপাক্ষ পালচৌধুরী। এই ভাষাশহিদ স্মারক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা ও শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত ভাষা-স্বাধীনতার নিরন্তর চেতনার উৎস হবে বলে আশা করেন তিনি। শহিদ স্মারক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন কলেজের উপাধ্যক্ষ তথা ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শামস উদ্দিন।

জারইলতলা-দুর্গাপুর সড়ক

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের অধীনে সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি জারইলতলা বাজার এলাকার উভয় পাশে ড্রেনও নির্মাণ করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়খলা-কাটিগড়া টেরিটরিয়াল রোড ডিভিশনের এসডিও জে রহমান, সাব-ইঞ্জিনিয়ার নির্মলেন্দু বর্মণ, ঠিকাদার মুজাফফর হুসেন লস্কর, বিজেপি নেতা অমল নাথ, অমরেশ নাথ, পিকলু দাস, জারইলতলা জিপি সভাপতি দেবব্রত রায়, উপ-সভানেত্রী জুলি নাথ, অরিন্দম নাথ, পীযূষকান্তি নাথ, কল্লোলজিত চক্রবর্তী, অজিত দাস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সোনামনি সিংহ, সন্তোষ নাথ প্রমুখ।

গ্রামোন্নয়নের কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি

চক্রবর্তী জানান, দু-একজন ছাড়া বাদবাকিদের দরখাস্ত রিসিভ করেননি।

বিধায়ক ক্ষোভের সুরে জানান, নব্বই হাজার ভোটে জেতে আমি বিধায়ক হয়েছি। জনতার প্রতিনিধি হিসেবে কাজকর্মের খতিয়ান দেখাশোনা নৈতিক দায়িত্ব আমার। তারা সরকারি কর্মচারী। তাদের বিরুদ্ধে শোকজ করার নির্দেশ দেন। এও জানান, বিষয়টি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে নালিশের হুমকি দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক কড়া ভাষায় জানান, আমার সময়ে গ্রামোন্নয়নের কাজে কোনও ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হলে রেহাই মিলবে না। এও বলেন, সরকারি কর্মীদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করার জন্য ব্লককর্মীদের কাছে জোরালো আহ্বান জানিয়ে বলেন, গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করছেন। তার সঠিক বাস্তবায়ন না হলে এলাকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। পঞ্চায়েতে রাজনীতি ও নির্বাচনকেন্দ্রিক মনোভাব কোন না দিয়ে যোগ্য সুবিধাপ্রাপক বাছাই করে প্রকল্পে সুযোগ করে দিতে ব্লকের কর্মীদের আহ্বান জানান। এছাড়া পিএমএওয়াই আবাস নিয়ে অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে জিআরএস-দের কড়া সতর্ক করে দিয়েছেন। বিগত দিনে ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত কয়েকটি জিপিতে বিভিন্ন প্রকল্পে অত্যধিক কাজ হয়েছে। বা এখনও চলছে। আবার কয়েকটি জিপি হাতেগোনা দু-একটি কাজ হয়েছে। বিশেষ করে কাপ্তানপুর জিপির কথা উল্লেখ করে বিধায়ক বলেন, গ্রামোন্নয়নের নামে এত বৈষম্যমূলক আচরণের পেছনে কী রহস্য রয়েছে। ৯টি জিপির মধ্যে ৫টি জিপি এলাকাকে বঞ্চিত করা হয়েছে কেন, এনিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, কাজ না করলে এলাকাবাসী উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবেন। এজন্য ব্লক আধিকারিক সহ কর্মীদের জবাবদিহি করতে হবে। বিধায়ক জানান, কোনও কোনও জিপিতে কাজ না করে সামগ্রী সহ অর্থ রিলিজের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ডিসি বিডিও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে সরেজমিনে তদন্তে নামছেন। এছাড়া ভিভি রামজি প্রকল্পের জন্য কোনও জিপিতে এখন পর্যন্ত গ্রামসভা ডাকা হয়নি। কিন্তু গোপনে কাজের তালিকা প্রস্তুত করে অনলাইনে আপডেট করারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই তালিকাগুলো বাতিল করে গ্রামসভার মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুতের জন্য বিডিওকে পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক।

এদিকে, সোনাই আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের অধীনে ১৩ লক্ষ ২৮ হাজারের অধিক অর্থে নির্মীয়মাণ ভবনের নিয়ম বহির্ভূত কাজ নজরে আসায় বিধায়ক এদিন বিডিওকে ভবনের এস্টিমেট দেখানোর নির্দেশ দেন। বিভাগীয় জেই এস্টিমেট দেখাতে না পারায় বিডিওকে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেন, সাবেক বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভূইয়া ভবনের শিলান্যাস করে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লুণ্ঠনের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তিনি ব্লককর্মীদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সরকারি কর্মী হিসেবে নিয়মমাফিক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা কাজ করুন। সবসময় আমার সহযোগিতা পাবেন। অন্যথায় বিপদ সামনে পিছপা হবো না। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর নজরে আনবেন বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিধায়ক। উল্লেখ্য, শপথ গ্রহণের পর থেকে বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর সোনাই ও কাঁশকান্দি ব্লকের গ্রামোন্নয়নের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ব্লককর্মীদের নিয়ে বৈঠকে চেষ্টা করে আসছেন। ভোট পরবর্তী জটিলতায় তা বার বার বিঘ্নিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। একটি রাজনৈতিক চক্র তা বানচাল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাঁশকান্দি ব্লকে পর্যালোচনাসভা অনেকদিন আগে অনুষ্ঠিত হলেও সোনাই ব্লকে সভা করা যায়নি।

এনআইটির পাশের ভরাখাই চা

মধ্যে দিয়ে এই পথটি ব্যবহার করে আসছেন। গ্রামবাসীদের মতে, এই পথটি কয়েক দশক ধরে তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তাদের কর্মস্থল, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াতের সুযোগ করে দেয়।

গ্রামবাসীরা জানান যে, বহু বছর আগে এই একই পথে একটি গেট বসিয়ে যান চলাচল সীমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সে সময়, গেটটি সরানোর জন্য পুরো এলাকার মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দলে দলে জড়ো হয়েছিলেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আসার পর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দুই পক্ষের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয়দের মতে, সেই বৈঠকে এই মর্মে সমঝোতা হয়েছিল যে, ভরাখাই চা-বাগান থেকে আসা মানুষের চলাচল আগের মতোই প্রতিষ্ঠানটির চত্বরের মধ্যেই অব্যাহত থাকবে। এও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বিশেষ পরিস্থিতি বা নিরাপত্তাজনিত কারণে গেট বন্ধ করার প্রয়োজন হলে, কোনও অসুবিধা বা সংঘাত এড়াতে স্থানীয় গ্রামবাসীদের আগে থেকেই জানানো হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এবার এই চুক্তিটি মানা হয়নি। তারা বলেন, কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হঠাৎ করে ওই পথে গেটটি বসানো হয়, যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। আশপাশের লোকজন এ খবর জানতেই বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। ভরাখাইবাসীর ভিড় জমে যায় এবং প্রতিবাদী দলটি গেটটি সরিয়ে ফেলে।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা বলেছেন, এই রাস্তাটি শুধু যাতায়াতের পথই নয়, বরং ভরাখাই চা-বাগানের বাসিন্দার দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। তাঁরা বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে ব্যবহৃত এই রাস্তাটি বন্ধ করে দিলে ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক ব্যক্তি, রোগী, শ্রমিক এবং সাধারণ নাগরিকদের অহেতুক দুর্ভোগ পোহাতে হবে। গ্রামবাসীরা দাবি করেছেন যে, প্রশাসন যেন পূর্বের চুক্তিকে সম্মান করে এবং জনগণের চলাচলের ঐতিহ্যগত অধিকারকে সমুন্নত রাখে। এই ঘটনার সময় এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করে। সমবেত বিশাল জনসমাগম, যা একটি উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল, পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়। গ্রামবাসীরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁরা পারস্পরিক আলোচনা এবং প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে এই বিরোধের একটি স্থায়ী সমাধান চান, যাতে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির আর সৃষ্টি না হয়।

তবে, এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত শিলচরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ইনস্টিটিউট এবং জেলা প্রশাসন তাদের মতামত পাওয়ার পর তা সর্বাগ্রে প্রকাশ করা হবে। জানা গেছে, এনআইটি শিলচরের ডিরেক্টর দিলীপ কুমার বৈদ্য রয়েছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘুংঘুর পুলিশ ইনচার্জ ধ্রুবপ্রকাশ বৈশ্য জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, এনআইটি শিলচরের রেজিস্ট্রার ঘটনা নিয়ে একটি এফআইআর জমা দিয়েছেন।

প্রায় পাঁচ বছর পর বাংলাদেশি

সম্ভব হয়। প্রয়োজনীয় নথি আদালত ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়ার পাশাপাশি গুয়াহাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের সহকারী হাইকমিশনার জিকরুল হাসান ফাহাদের কাছেও বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়। তদন্ত শেষে তাঁর নামে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করা হয়।

প্রথম দফায় গত ২৯ মে সুতারকান্দি-শেওলা সীমান্ত দিয়ে তাঁকে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রশাসনিক কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সম্মতি পাওয়ার পর গত ১৭ জুলাই শিলচর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, কাছাড় জেলা পুলিশ এবং সীমান্ত কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সুতারকান্দি-শেওলা সীমান্ত দিয়ে জাকির হোসেনকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাঁকে তাঁর পিতা আব্দুল মান্নানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি, আসাম এই মানবিক উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় শিলচর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেল সুপার সুজিত দাস, কাছাড় জেলা পুলিশ, গুয়াহাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের সহকারী হাইকমিশনার জিকরুল হাসান ফাহাদ, ভারত ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতাকারী সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। জাকিরকে ফিরে পেয়ে স্বজনদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করছে। জাকিরের বাবা আব্দুল মান্নান বলেন, 'ছেলেকে ফিরে পেয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা তো তার ফিরে আসার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে ছেলেকে ফেরত পেয়ে খুব ভালো লাগছে।

মিশন বসুন্ধরার সুবিধা লাভ

ভবিষ্যতে তাঁরা আর রকিবুল হুসেন বা ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর মতো নেতাদের সমর্থন করবেন না। এমনকি আগামী দিনে নগাঁও লোকসভা আসনের উপ-নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে কাজ করার ইঙ্গিতও দিয়েছে এই যৌথ মঞ্চ। আজহারি দাবি করেন, 'আজ মানুষ উন্নয়ন চায়। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে জানাচ্ছি যে, নগাঁও আসনে বিজেপি যাতে প্রায় ২ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হতে পারে, তার জন্য আমরা কাজ করব।' বৈঠকে তাঁরা বিজেপি নেতা দিপ্লু রঞ্জন শইকিয়া, জিতু গোস্বামী, অরূপ কুমার দে এবং বিপিএফ নেতাদের উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ ও বিধায়ক নুরুল হুদাকে নিশানা করেন। এই যৌথ মঞ্চে শামিল হওয়া আটটি সংগঠন হলো; অল আহলে সুন্নত মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড, উলামা কাউন্সিল (বিটিসি), আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, রাষ্ট্রীয় উলামা কাউন্সিল, অসম ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, জামাত উলামা সুন্নি অসম, আনজুমানে তানজিমে মিল্লাত (অসম) এবং হেদায়াত ইসলাম (অসম)। সংগঠনগুলি পুনর্বার রাজ্যের মুসলিমদের জমির অধিকার, উন্নয়ন এবং অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছে।

নিট ২০২৬: আজমল সুপার ৪০-এর

প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে।

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য আজমল গ্রুপ অব কোম্পানিজের কর্ণধার আমির উদ্দিন আজমল, আজমল ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মওলানা বদরুদ্দিন আজমল, প্রধান ট্রাস্টি সিরাজুদ্দিন আজমল সহ আজমল পরিবার সফল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। আজমল ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. খসরুল ইসলাম এবং প্রকল্প প্রধান আব্দুল কাদির এই সাফল্যের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীদিনেও এই ধারা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

স্কুলের তরফে মন্ত্রী কৌশিক রায়কে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে। শনিবার তোলা ছবি।

মন্ত্রী কৌশিক রায়কে সংবর্ধনা ফুলেরতল পাবলিক হাইস্কুলের

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৮ জুলাই : ফুলেরতল পাবলিক হাইস্কুলের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল লক্ষীপুরের বিধায়ক তথা অসম মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয়বারের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব লাভ-সহ রাজ্যের মধ্যে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হওয়ার জন্য কৌশিক রায়কে সংবর্ধনা জানানো হলো। ফুলেরতল পাবলিক হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতির পদাধিকারীরা শনিবার সকালে মন্ত্রী কৌশিক রায়ের ফুলেরতলের বাসভবনে দেখা করে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ফুলেরতল পাবলিক হাইস্কুলকে প্রাদেশিকীকরণের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে এক ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং তাঁর ঘোষিত পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে জানান। শুরুতে ফুলেরতল পাবলিক হাইস্কুলের পক্ষে শিক্ষিকা পূর্ণিমা পাল মন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। প্রধান শিক্ষিকা রহিমা খাতুন ফুলের তোড়া মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির উপদেষ্টা শিল্পজিৎ পাল, সভাপতি অসীম পাল, প্রধান শিক্ষিকা রহিমা খাতুন, শিক্ষিকা পূর্ণিমা পাল, শিক্ষক সুধাংশু মালাকার, রাজেশ হাজাম, কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি, মিঠুন রায়, দীপঙ্কর দাস প্রমুখ।

কমার্সিয়াল ম্যানেজার মতিলাল ধরের মৃত্যুতে শোকসভা লালামুখ চা-বাগানে

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ১৮ জুলাই : লালামুখ চা-বাগানের কমার্সিয়াল ম্যানেজার মতিলাল ধরের মৃত্যুতে শনিবার বাগানে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোকসভায় সদ্যপ্রয়াত কমার্সিয়াল ম্যানেজারের মৃত্যুতে বাগান এক দক্ষ ম্যানেজারকে হারালো বলে মত ব্যক্ত করা হয়। বক্তারা বলেন, প্রয়াত মতিলাল ধর ছিলেন একজন দক্ষ কমার্সিয়াল ম্যানেজার। তাঁর নেতৃত্বে লালামুখ চা-বাগান অনেক উন্নতি করেছে। তিনি ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি। ছিলেন শ্রমিকদরদিও। চা-বাগানের উন্নতির কথা চিন্তা করে সবসময় কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে লালামুখ বাগানের জেনারেল ম্যানেজার, বিভিন্ন স্টাফ, বাগান পঞ্চায়েত-সহ শ্রমিক ও বাগানের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অত্যন্ত মর্মাহত। এককথায় বাগানজুড়ে এখন শোক বিরাজ করছে। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সবাই। উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই তিনি কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে-সহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধ।

প্রয়াত মতিলাল ধরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বাগানের কর্মী ও শ্রমিকরা।

উন্নয়ন নিয়ে অচলাবস্থা নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপিতে

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা তছরুপের অভিযোগকে ঘিরে তোলপাড়, তদন্ত দাবি

কুবাদ উদ্দিন আহমদ

নিলামবাজার, ১৮ জুলাই : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা আত্মসাতকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপিতে। জিপি অফিস পরিদর্শন ও কার্যালয়ের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে জিপি অফিসের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রানা বর্ধন ও ট্যাক্স কালেক্টর মহম্মদ ইয়াহইয়া জিপির সহ-সভানেত্রী টিঙ্কু দাস-সহ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করায় রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপিতে। ওই জিপির পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজের টাকা তছরুপ নিয়ে অভিযোগ উঠল সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে। নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপির সচিব অনুপকুমার সাহা, বাস্তুকার আরিফ মহম্মদ খানের সহযোগে জিপির সব সদস্য একযোগে সহমত পোষণ করে জিপি কার্যালয়ের উন্নয়নে অর্থ খরচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২০২৫-২৬ সালের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় সাড়ে পনেরো লক্ষ টাকার কাজের প্রথম কিস্তির টাকা তুলে আসবাবপত্র-সহ অন্যান্য সংস্কারের কাজ করলেও দ্বিতীয় কিস্তির প্রায় ৭,৭০,৪৫০ টাকা জিপির সদস্যদের না জানিয়ে কে বা কারা তুলে নিয়েছে, এ নিয়ে জিপির সহ-সভানেত্রী টিঙ্কু দাস, ওয়ার্ড সদস্য দীপঙ্কর দাস, জ্যোতিষ্ক পোদ্দার, দীপক মালাকার প্রশ্ন তুলেছেন। জিপির প্রাক্তন সভানেত্রী তথা বর্তমান সহ-সভানেত্রী টিঙ্কু দাস সাংবাদিকের সামনে অভিযোগ করে বলেছেন, বিগত পঞ্চায়েতের আমলে নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপি কার্যালয়ের নতুন গৃহের কাজ করা হয়েছিল। এবার নতুন পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার পরও জিপি কার্যালয়ের উন্নয়নে প্রায় সাড়ে পনেরো লক্ষ টাকার সঠিক কোনও কাজ হয়নি। জনগণের কাছে এজন্য জিপি সদস্যরা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। জিপি কার্যালয়ের উন্নয়নের সিদ্ধান্তের বিপরীতে সদস্যদের অন্ধকারে রেখে সচিব অনুপকুমার সাহা ও বাস্তুকার আরিফ মহম্মদ খান কীভাবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তুলে কাজ না করে আত্মসাৎ করলেন, এ নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তোলেন জিপি সদস্য দীপঙ্কর দাস। তিনি বলেন, প্রথম কিস্তির টাকায় ফার্নিচার-সহ কিছু সংস্কারের কাজ হলেও দ্বিতীয় কিস্তির পুরো টাকার কোনও কাজ না করে উধাও হয়ে যায়।

এদিকে, পঞ্চায়েত গঠনের বছর পেরিয়ে গেলেও ওয়ার্ডে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। এ নিয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে ওয়ার্ড সদস্যদের। বিডিও-র কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি জানিয়ে ওয়ার্ড সদস্য দীপঙ্কর দাস অভিযোগ করেন, সরকার জনগণের কল্যাণে গ্রাম এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। জনপ্রতিনিধিদের অন্ধকারে রেখে সরকারি আমলাদের এভাবে টাকা আত্মসাৎ কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করতে বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও বিভাগীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা। এদিকে, পঞ্চায়েত কার্যালয় বন্ধ হওয়ার পর গত মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় সহ-সভানেত্রী টিঙ্কু দাস-সহ কিছু ওয়ার্ড সদস্য অবৈধভাবে কার্যালয়ে ঢুকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রানা বর্ধন এবং ট্যাক্স কালেক্টর মহম্মদ ইয়াহইয়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এছাড়া অফিসের নথিপত্র এদিক-ওদিক করেছেন বলেও অভিযোগ করে নিলামবাজার থানায় সহ-সভানেত্রী টিঙ্কু দাস, ওয়ার্ড সদস্য দীপঙ্কর দাস-সহ আরও চারজনকে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেছেন রানা ও ইয়াহইয়া। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপিতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এতে জিপির উন্নয়ন নিয়ে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

মণ্ডপে বিপত্তারিণী পুজো করছেন পুরোহিত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। শনিবার শ্রীভূমিতে।

শ্রীভূমির বিভিন্ন প্রান্তে ঘরে ঘরে ভক্তিভরে বিপত্তারিণী আরাধনা

ফল ও ফুলের মূল্যবৃদ্ধিতে পুজোর আনন্দে ভাটা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৮ জুলাই : বাংলা ক্যালেন্ডারের তিথি অনুযায়ী চলতি বছর ১৮ এবং ২১ জুলাই বিপত্তারিণী পুজো পালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ১৮ জুলাই শ্রীভূমি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘরে ঘরে ভক্তিভরে মা বিপত্তারিণীর আরাধনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোর থেকেই পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন গৃহস্থরা। বাড়ির উঠোন, ঠাকুরঘর ও মন্দিরে আলপনা, ঘট স্থাপন, ফুল-ফল সাজানো এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে দেবীর আরাধনা সম্পন্ন হয়। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী,মা বিপত্তারিণী ভক্তদের সব বিপদ-আপদ, অশুভ শক্তি ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর আষাঢ় মাসে এই পুজো অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। বিশেষ করে বিবাহিত মহিলারা পরিবারের সুখ-শান্তি, স্বামী ও সন্তানের দীর্ঘায়ু এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় উপবাস থেকে দেবীর পুজো করেন। রীতি অনুযায়ী এই পুজোয় তেরো রকম ফল, তেরো রকম ফুল, তেরোটি পান, তেরোটি সুপারি, তেরোটি বিভিন্ন উপকরণ সহ একাধিক সামগ্রী নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি লাল সুতো, সিঁদুর, ধূপ, প্রদীপ, মিষ্টি, নৈবেদ্য, নারকেল, কলা, চিঁড়া, মুড়ি, দই সহ নানা উপাচার দিয়ে দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। তবে এবারের পুজোয় ভক্তদের আনন্দে কিছুটা ভাটা ফেলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পুজোর সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। শ্রীভূমি জেলার বিভিন্ন বাজারে ফল, ফুল, পান, সুপারি, নারকেল, কলাপাতা, ধূপ, প্রদীপ, মিষ্টি এবং অন্যান্য পুজোর উপকরণের দাম গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বিশেষ করে আপেল, আঙুর, ডালিম, নাশপাতি, বিভিন্ন মৌসুমী ফল এবং ফুলের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় অনেকেই নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী সব উপকরণ সংগ্রহ করতে হিমশিম খেয়েছেন।

বাজারে আসা ক্রেতাদের একাংশের অভিযোগ, ধর্মীয় আচার পালনের কথা মাথায় রেখেই ব্যবসায়ীদের একাংশ সুযোগ নিয়ে দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে সীমিত আয়ের পরিবারগুলোর ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে কম পরিমাণে বা বিকল্প উপকরণ দিয়ে পুজো সম্পন্ন করেছেন। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের দাবি, পাইকারি বাজার থেকেই ফল ও ফুলের দাম অনেক বেশি থাকায় খুচরো বাজারেও তার প্রভাব পড়েছে। পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরবরাহ কম থাকায় মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে তাদের বক্তব্য। সব প্রতিকূলতার মধ্যেও ভক্তদের ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনও ভাটা পড়েনি। মূল্যবৃদ্ধির চাপ সত্ত্বেও বহু পরিবার সামর্থ্য অনুযায়ী পুজোর সব আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। জেলার বিভিন্ন কালীমন্দির, শিবমন্দির ও স্থানীয় পূজামণ্ডপেও বিপত্তারিণী পুজো উপলক্ষে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। দিনভর পুজো, অঞ্জলি, ব্রতকথা পাঠ এবং প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পরিবেশে মুখর হয়ে ওঠে গোটা শ্রীভূমি জেলা।

রথযাত্রাকে ঘিরে কাটলিছড়ার বিভিন্ন এলাকায় জোর উৎসাহ

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ১৮ জুলাই : হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া এলাকায় রথযাত্রাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ-উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কাটলিছড়া ইস্‌কন ট্রাইবাল কেয়ার হাইলাকান্দি জেলায় প্রথম তিনটি রথ বের করে। এই তিনটি রথ জগন্নাথের মাসির বাড়ি হিসেবে থানা রোড শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মন্দিরে থাকবে। এক সপ্তাহ পর এখান থেকে ইস্‌কন ট্রাইবাল কেয়ার মূল মন্দিরের গন্তব্যস্থলে দড়ি টেনে নিয়ে যাবেন ভক্তরা। এদিন কাটলিছড়া হরিভজন কুটির, শীতলিবাড়ি, লালপানি সেবা সংঘ, মণিপুর বাগান, কারিছড়া, মাধবপুর, সুলতানিছড়া বাগান, জামিরা, ঘাড়মুরা, রামনাথপুর, সোনাছড়া, রূপাছড়া, ধলাই চা-বাগান, কাটলিছড়া বাগান, রংপুর, লতাকান্দি গ্রামে রথ বের হয়। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ভক্ত রথযাত্রায় সামিল হন। বহু স্থানে সড়ক বেহাল থাকলেও এই উৎসবকে ঘিরে মানুষের উৎসাহে কোনও খামতি ছিল না।

শ্রীভূমি জেলার কৃষকদের রেহাই মূল্যে ডালজাতীয় শস্য বীজ ক্রয়ের আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ১৮ জুলাই : শ্রীভূমির জেলা কৃষি আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জেলার পঞ্জীয়নকৃত কৃষকদের কেন্দ্র সরকার পরিচালিত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি মিশন বা এনএফএসএনএম যোজনার মাধ্যমে ও জেলা কৃষি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় রেহাই মূল্যে মাশকলাই ও মুগ অর্থাৎ ডালজাতীয় শস্যের বীজ জেলা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয় থেকে বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন। এতে জেলার ইচ্ছুক কৃষকরা নিজ নিজ পঞ্জীয়ন নম্বর ও আধার কার্ডের মাধ্যমে রেহাই মূল্যের ওই বীজ ক্রয় করতে পারবেন। তাই জেলার কৃষকদের জেলা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয়, রামকৃষ্ণনগর মহকুমা কৃষি আধিকারিকের কার্যালয়, কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উন্নত গ্রাম গড়ার রূপরেখা নির্ধারণে লাতু-সজপুরে গ্রামসভা

আগামী অর্থবছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনমতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৮ জুলাই : গ্রামের উন্নয়নকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তুলতে এবং বিকশিত ভারত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন (ভিবি-জি রাম-জি)-র অধীনে আগামী অর্থবছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শনিবার লাতু-সজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক তাৎপর্যপূর্ণ গ্রামসভা। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই সভায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী, জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কর্মীরা অংশ নিয়ে এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণে সক্রিয় মতামত ও পরামর্শ দেন। সভায় স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, উন্নয়নের প্রতিটি পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। সভায় আগামী অর্থবছরের জন্য গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সরকারি পরিষেবাকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, গ্রামবাসীর বাস্তব চাহিদাকে সামনে রেখেই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, যাতে সরকারি প্রকল্পের সুফল প্রকৃত সুবিধাপ্রাপকদের কাছে পৌঁছে। গ্রামসভায় জবকার্ডধারীদের ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জিআরএস মহন্ত চক্রবর্তী জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন না করলে ভবিষ্যতে ভিবি-জি রাম-জি'সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণে জটিলতা দেখা দিতে পারে। একইসঙ্গে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের গ্রাহকদের দ্রুত ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সময়মতো লাইফ সার্টিফিকেট জমা না দিলে ভাতা প্রাপ্তি ব্যাহত হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়। বিকশিত ভারত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন (ভিবি-জি রাম-জি) কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই সভা কার্যত পরিণত হয় উন্নয়ন, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিয়ে এক বিস্তৃত গণআলোচনার মঞ্চে। সভায় জানানো হয়, উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি গড়ে ওঠে মানুষের মতামত, অংশগ্রহণ এবং সচেতনতার ওপর। সেই লক্ষ্যেই প্রতিটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় জনগণের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সভায় আগামী অর্থবছরের জন্য ভিবি-জি রাম-জি কর্মসূচির আওতায় গ্রহণযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প নির্বাচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জনস্বার্থমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সরকারি অর্থের স্বচ্ছ ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত করার ওপর-ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় বিশেষভাবে জবকার্ডধারীদের ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করার বিষয়ে সচেতন করা হয়। প্রত্যেক জবকার্ডধারীকে দ্রুত ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হয়। একইসঙ্গে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী স্নিগ্ধা দাস ভাষণে বলেন, সরকারের প্রতিটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত সুবিধাপ্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই পঞ্চায়েতের প্রধান দায়িত্ব। তিনি বলেন, গ্রামসভা শুধু একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক নয়, এটি গ্রামবাসীর সমস্যা, চাহিদা, পরামর্শ এবং উন্নয়নের ভাবনা প্রকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক মঞ্চ। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেই লাতু-সজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটি আদর্শ ও উন্নয়নমুখী পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের সহযোগিতা ও সচেতনতাই উন্নয়নের সবচেয়ে বড় শক্তি। বিকশিত ভারত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন প্রসঙ্গে সভানেত্রী বলেন, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য একটি আত্মনির্ভর, সমৃদ্ধ ও উন্নত গ্রাম গড়ে তোলা। উন্নয়নের দায়িত্ব শুধু জনপ্রতিনিধি বা সরকারি কর্মচারীদের নয়, প্রতিটি নাগরিকই এই যাত্রার সমান অংশীদার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে উন্নত ভারতের যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ চলছে তার অন্যতম ভিত্তি হলো উন্নত ও আত্মনির্ভর গ্রাম। তাই ভবিষ্যতেও জনগণের মতামত, বাস্তব চাহিদা এবং অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সহ-সভানেত্রী রুকসানা বেগম, ওয়ার্ড সদস্য মলয় দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস ও জামাল আহমদ, ওয়ার্ড সদস্যা রুনু বেগম ও রুকসানা বেগম, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যার প্রতিনিধি তাজুল ইসলাম চৌধুরী, জিআরএস মহন্ত চক্রবর্তী, জিপিসি শ্যামকুমার সিং, ট্যাক্স কালেক্টর মিতালি কর, সইনুল হক, বিশ্বজিৎ রায় অষ্টপতি, সামসুল ইসলাম, মাহবুব চৌধুরী-সহ পঞ্চায়েত এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গ্রামবাসী। সভা শেষে উপস্থিত গ্রামবাসী আশাপ্রকাশ করেন, গ্রামসভায় গৃহীত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হলে লাতু-সজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং সরকারি প্রকল্পের সুফল সুবিধাপ্রাপকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

গ্রামসভায় বক্তব্য রাখছেন জিপি সভানেত্রী স্নিগ্ধা দাস। পাশে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

মওলানা জমির উদ্দিনের ইছালে সওয়াব উপলক্ষে বড়খলা মসজিদে দোয়া মহফিল

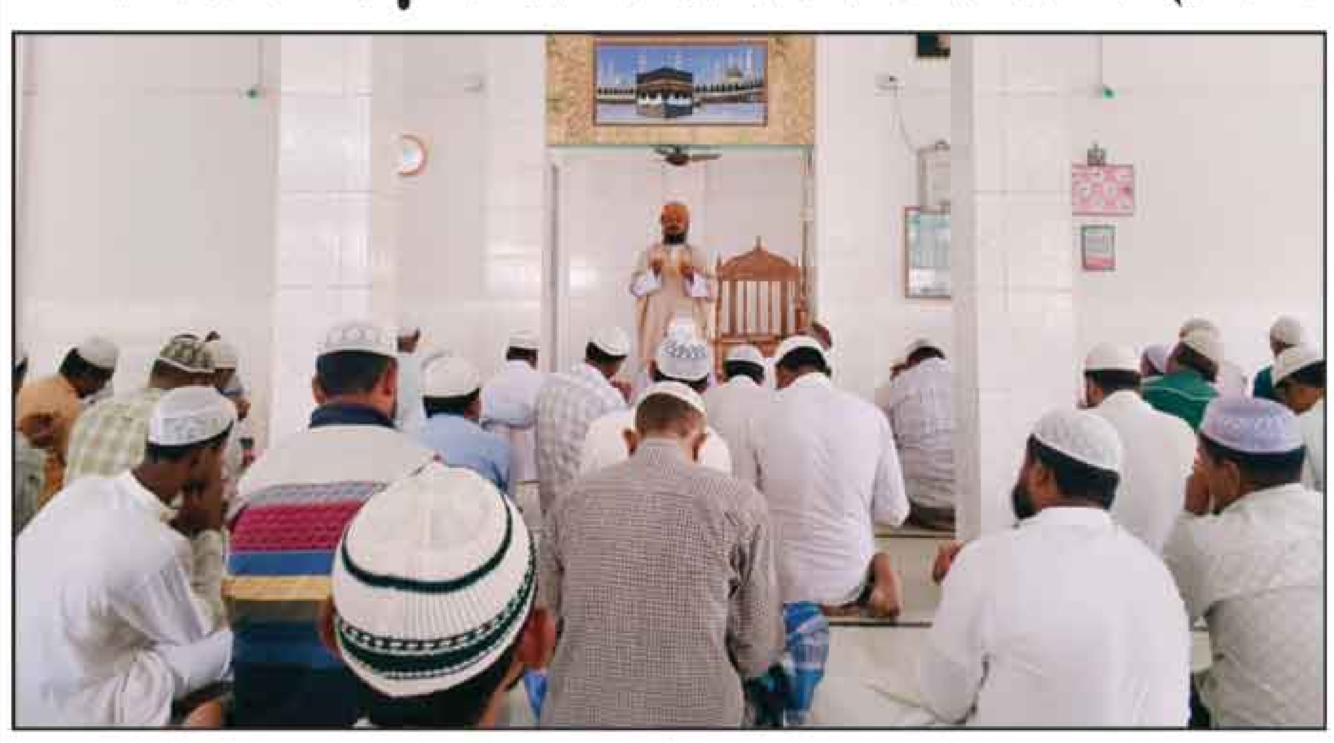

মহফিলে বক্তব্য রাখছেন বড়খলা বড় মসজিদের ইমাম মওলানা আহমদুল হক লস্কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ১৮ জুলাই : উত্তর-পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত মওলানা জমির উদ্দিন লস্করের ইছালে সওয়াব উপলক্ষে শুক্রবার বড়খলা বড় মসজিদে এক দোয়া মহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বড়খলা বড় মসজিদ কমিটি ও বড়খলা আঞ্চলিক তফসির কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দোয়া মহফিলে প্রয়াত মওলানা জমির উদ্দিনের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বড়খলা বড় মসজিদের ইমাম মওলানা আহমদুল হক লস্কর। তিনি বলেন, প্রয়াত মওলানা জমির উদ্দিন লস্কর একজন সত্যিকারের আলেম ছিলেন। সারাটা জীবন ইসলামের খেদমত করে গেছেন। সবসময় ভাল কাজের পরামর্শ দিতেন। তিনি তাঁর জীবনে অনেক ইসলামি পুস্তক লিখে গেছেন। যার বদৌলতে তিনি পরকালের জীবনে সফলকাম বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। বক্তব্য রাখেন সোনাপুর আল-হিলাল ইসলামিক অ্যাকাডেমির শিক্ষক মওলানা মুফতি ফয়জুর রহমান লস্কর। পরে প্রয়াত মওলানা জমির উদ্দিন লস্করের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা করেন মওলানা আহমদুল হক লস্কর। এতে উপস্থিত ছিলেন বড়খলা বড় মসজিদ কমিটির সভাপতি নুর আবদিন মাঝারভূইয়া, মওলানা রবিজুল আলি মাঝারভূইয়া, সম্পাদক নেহার উদ্দিন মাঝারভূইয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেলিম উদ্দিন বড়ভূইয়া, মাশুক আহমদ লস্কর-সহ শতাধিক মানুষ।

নাগাল্যান্ডে আইইডি বিস্ফোরণকাণ্ডে তথ্যদাতাকে নগদ অর্থ পুরস্কার ঘোষণা পুলিশের

কোহিমা, ১৮ জুলাই : চুমৌকেদিমা জেলায় সংঘটিত প্রাণঘাতী আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণকাণ্ডের মূল অভিযুক্তদের খুঁজে বের করতে তথ্যদাতাদের জন্য ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে নাগাল্যান্ড পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ১৩ জুলাই এই বিস্ফোরণে আসাম রাইফেলসের এক হাবিলদার নিহত হন এবং আরও কয়েকজন জওয়ান আহত হন। শুক্রবার প্রকাশিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বা তাদের সহযোগীদের শনাক্তকরণ কিংবা গ্রেফতারে সহায়ক নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানকারীদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া হামলার পরিকল্পনা, অর্থায়ন, আশ্রয়দান, পরিবহন বা অন্য যেকোনোভাবে অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারীদের সম্পর্কেও তথ্য দিলে পুরস্কারের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, বিস্ফোরক, বিস্ফোরকের উপাদান, অস্ত্র, যোগাযোগের সরঞ্জাম, ব্যবহৃত যানবাহন বা মামলার সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উদ্ধার করতে সহায়ক তথ্য প্রদানকারীরাও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবেন। অভিযুক্তদের লুকিয়ে থাকার আস্তানা, নিরাপদ ঘাঁটি বা তাদের সহায়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য দিলেও একই সুবিধা মিলবে। ডিমাপুরের পুলিশ কমিশনার আওতুলা টি ইমচেন জানান, ডিমাপুর পুলিশ কমিশনারেট এই নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে নিবিড় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটি সম্পর্কে যে কোনও তথ্য, তা যতই সামান্য মনে হোক না কেন, সাধারণ

বিস্ফোরণে আহত এক জওয়ানকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। ফাইল ছবি।

মানুষকে ৭০৮৫০৫৫০০৩ অথবা ৭০৮৫০৫৫০১১ নম্বরে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানানোর আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ। তথ্যদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং আইন অনুযায়ী তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এমনকি নাম-পরিচয় গোপন রেখেও তথ্য দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, তথ্য যাচাইয়ের পর যদি তা মামলার তদন্ত, গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উদ্ধার বা অভিযুক্তদের গ্রেফতারে কার্যকর ভূমিকা রাখে, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পুরস্কারের অর্থ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই চুমৌকেদিমা জেলার শোখুভি সড়কে অভিযান চলাকালীন আসাম রাইফেলসের একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে সন্দেহভাজন আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে এক হাবিলদার নিহত এবং কয়েকজন জওয়ান আহত হন। ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি ও চিরুনি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

সেবা সেতু পোর্টাল ও এআরটিপিএস আইন নিয়ে কর্মশালা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক অশোক কুমার সেন সহ অন্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) সেলের উদ্যোগে শুক্রবার প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী সম্মেলন কক্ষে 'সেবা সেতু পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকমুখী পরিষেবা' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসাররা অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক অশোক কুমার সেন। তিনি আসাম রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস (সংশোধনী) আইন, ২০২৪ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা ও ডিজিটাল সুরক্ষার গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন। স্বাগত ভাষণে এনএসএস সেলের সমন্বয়কারী অধ্যাপক এম গঙ্গাভূষণ উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসাররা নিজ নিজ এলাকায় সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে এআরটিপিএস (সংশোধনী) আইন, ২০২৪-এর সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। নিবন্ধক ড. প্রদোষ কিরণ নাথ এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য অসম সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন এআইটিইসি এবং সিএসডি সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই যৌথ উদ্যোগ বরাক উপত্যকায় নাগরিক পরিষেবা আরও কার্যকর ও সহজলভ্য করতে সহায়ক হবে। প্রধান রিসোর্স পার্সন এআইটিইসি-র ড. হেমন্ত রাভা এআরটিপিএস (সংশোধনী) আইন, ২০২৪-এর গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে এআইটিইসি ও সিএসডি সোসাইটির লক্ষীনন্দন গোস্বামী ধন্যবাদজ্ঞাপন করে কর্মশালায় অর্জিত জ্ঞান নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিন এমবিএ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবে সেবা সেতু পোর্টালের ব্যবহার নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নাগরিক পরিচয়পত্র তৈরি, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার জন্য অনলাইন আবেদন, আপিল ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এবং সেবা সেতু পোর্টালের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এনটিএ বিলুপ্তি ও ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এআইডিএসও-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ধারাবাহিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দেশজুড়ে চলমান ছাত্র আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও)। শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ বলেন, গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দেশের রাজধানী দিল্লির জন্তর মন্তর সহ বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষ এনটিএ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং এনটিএ-র অবিলম্বে বিলুপ্তি। তিনি জানান, এই দাবিগুলোকে সামনে রেখে সোনম ওয়াংচুক সহ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। এআইডিএসও-র মতে, এই অনশন দেশের ছাত্রসমাজ, অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগী মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভেরই প্রতিফলন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, টানা প্রায় ২০ দিন ধরে অনশনরত সোনম ওয়াংচুক ও অন্যান্য আন্দোলনকারীদের শারীরিক অবস্থার অবনতি গভীর উদ্বেগের বিষয়। অথচ আন্দোলনকারীদের ন্যায্য দাবির বিষয়ে আলোচনায় বসার পরিবর্তে সরকার বিক্ষোভস্থল থেকে সোনম ওয়াংচুককে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছে। এআইডিএসও-র অভিযোগ, এই পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার পাশাপাশি সরকারের স্বৈরাচারী ও অমানবিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

সংগঠনটি কেন্দ্র সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেশের নাগরিক, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের প্রতি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে এআইডিএসও দাবি করেছে, ভিন্নমত দমনের পরিবর্তে সরকার যেন অবিলম্বে সোনম ওয়াংচুক ও অন্যান্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং তাদের ন্যায্য দাবির সমাধানে উদ্যোগী হয়। সংগঠনের মতে, ছাত্রসমাজের ক্ষোভের গণতান্ত্রিক সমাধানের এটিই একমাত্র পথ।

নিটে সফল ই-রিকশা চালকের ছেলে আরিফুল ইসলাম, সংবর্ধিত নগাঁওয়ে

সুনীল রায়

নগাঁও, ১৮ জুলাই : দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেই স্বপ্নপূরণের লড়াই চালিয়ে গেছেন নগাঁও জেলার কাতিমারী গ্রান্ট এলাকার ই-রিকশাচালক আবু হানিফা। সংসার চালানোর একমাত্র অবলম্বন একটি ই-রিকশা হলেও ছেলেকে চিকিৎসক বানানোর স্বপ্ন কখনও ছাড়েননি তিনি। সেই স্বপ্নপূরণের প্রথম বড় ধাপ পেরিয়ে নিট পরীক্ষায় ৫৫৭ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর ছেলে আরিফুল ইসলাম। এই সাফল্যের খবরে শনিবার সকাল থেকেই আবু হানিফার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে মানুষের ঢল নামে। ফুল, গামোছা, শরাই, জাপি ও মিষ্টি নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে আরিফুলকে অভিনন্দন জানান। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ছেলের এই সাফল্যে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আবু হানিফা ও তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। জানা গেছে, ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী আরিফুল ইসলাম আজমল সুপার ফোরটি-তে নিটের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এ বছরের নীট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। গ্রামের বাসিন্দা এবং হয়বরগাঁও প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মোস্তাফা কামালের উদ্যোগে একটি সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চামড়ি মণ্ডল বিজেপির সহ-সভাপতি আহমদ আলি, বরভেটি পঞ্চায়েতের উপ-সভাপতি জালাল উদ্দিন আহমেদ, রঙাগড়া হজ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভানেত্রী ফাতেমা খাতুন, প্রবীণ সমাজসেবী মতিন চৌধুরী, গ্রামরক্ষী বাহিনীর সভাপতি হোসেন আলি, বাস্তুকার রাইহান উদ্দিন, জিয়াউর হজরত আলি, গড়াজান মণ্ডল বিজেপির কোষাধ্যক্ষ নাসরিন সুলতানা, যুব সমাজসেবী আবু শরিফ সহ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে বক্তারা আরিফুলের এই সাফল্যকে গোটা এলাকার গর্ব বলে উল্লেখ করেন। সমাজসেবী আহমদ আলি পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আরিফুলের বাড়ির রাস্তাটি দ্রুত পাকা করার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আরিফুল ইসলাম নবপ্রজন্মের উদ্দেশে বলেন, 'অযথা মোবাইল ফোনে সময় নষ্ট না করে প্রতিদিন অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করলে সাফল্য অর্জন সম্ভব। তাঁর এই বার্তা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শিলচরে ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই খোঁজ-র, প্রতি শুক্রবার সম্প্রীতির ভোজ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৮ জুলাই : ধর্ম, পরিচয় কিংবা সামাজিক অবস্থান নয়, এক প্লেট খাবারের সামনে সবার পরিচয় একটাই, মানুষ। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই টানা তিন সপ্তাহ ধরে প্রতি শুক্রবার সম্প্রীতি ভোজের আয়োজন করে চলেছে শিলচরের অগ্রণী ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা খোঁজ। প্রতি বছরের মতো এ বছরও জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই উদ্যোগ। যেখানে শুধু ভিক্ষাজীবী মহিলারাই নন, আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অভাবী যে কোনও মানুষ বিনা সংকোচে অংশ নিতে পারবেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন জিসি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. তুষার কান্তি কানুনগো, খোঁজের সভাপতি ডা. এম মাসুম, সমাজকর্মী কল্যাণ চক্রবর্তী, রাজু লস্কর, বক্তারজ্জামান লস্কর এবং সমাজকর্মী রামকৃষ্ণ দেব। এ বছর এই মানবিক উদ্যোগে নতুন করে সামিল হয়েছেন হাইলাকান্দির শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবুল হোসেন বড়ভুইয়া এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার কল্যাণ ধর। প্রতি শুক্রবার অন্তত পঞ্চাশেরও বেশি ভিক্ষাজীবী

সম্প্রীতির ভোজে অন্যান্যদের সঙ্গে খোঁজ কর্মকর্তা সজল লস্কর।

মহিলার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি যাঁরা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, তাঁদেরও নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আয়োজকদের বক্তব্য, এই সম্প্রীতি ভোজ কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নয়। প্রয়োজন থাকলে যে কোনও মানুষ এখানে এসে সম্মানের সঙ্গে আহার করতে পারবেন। সংস্থার সভাপতি ডাঃ এম মাসুম ও সম্পাদক সজল লস্কর বলেন, ক্ষুধার কোনও ধর্ম নেই। তাই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও আমরা কোনও বিভাজন মানি না। সম্প্রীতির এই ভোজ কেবল খাবার পরিবেশন নয়, এটি মানুষে মানুষে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলারও একটি প্রয়াস। খোঁজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজের বিত্তবান ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি এই উদ্যোগে অংশ নেন, তবে আরও বেশি সংখ্যক অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে একবেলার আহার, আর তার সঙ্গে একটু আন্তরিকতা, একটু সম্মান। এমন ছোট ছোট উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত একটি শহরের মানবিক মুখকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

নিট উত্তীর্ণ কৃতী হবিবা নাসরিনকে সংবর্ধনা লংকায়

কৃতী হবিবা নাসরিনের সঙ্গে পড়ুয়া সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ১৮ জুলাই : চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-২০২৬-এ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে লংকার ফরমারপাড় অঞ্চলসহ সমগ্র হোজাই জেলাকে গর্বিত করা কৃতী শিক্ষার্থী হবিবা নাসরিন-কে বেগ এডুকেশনাল ইন্সটিট্যুটের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হয়। ফরমারপাড়, আমতলা বাজারে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত শিক্ষার্থীকে ফুলাম গামোছা, সংবর্ধনা স্মারকপত্র এবং একটি প্রেরণাদায়ক গ্রন্থ প্রদান করে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতী শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আবু সুফিয়ান বেগ বলেন, নিট ভারতের অন্যতম কঠিন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষা। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, হবিবা নাসরিনের এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং সমগ্র অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার উৎস। সংবর্ধিত শিক্ষার্থী হবিবা নাসরিন নিজের সাফল্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, পরিবারের সহযোগিতা, শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা এবং নিয়মিত অধ্যয়নই তাঁকে এই সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছে। তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য স্থির রেখে অধ্যবসায়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

আশাকর্মী ও কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ আলিপুর হাসপাতালে

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৮ জুলাই : আশা কর্মী ও কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে শনিবার আলিপুর ব্যুরোজ মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হাসপাতালে একদিনের প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পাশাপাশি একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা অধিবেশন আয়োজিত হয়। আলিপুর ব্যুরোজ মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হাসপাতালের উদ্যোগে। লক্ষীপুর মহকুমার অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৯ জন আশাকর্মী এবং ৯ জন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক সহ মোট ১৮ জন এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের গুরুতর অসুস্থ রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতায় সজ্জিত করা এবং একই সাথে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা অনুশীলনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলো আলিপুর হাসপাতালের প্যালিয়েটিভ কেয়ার টিম দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করার জন্য হাসপাতালের চলমান প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, অংশগ্রহণকারীদের এই একই দলটি আগামী মাসগুলোতে আলিপুরের বিএমসিএইচ-এ একটি দুই দিনের উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দুল্লভছড়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালার সূচনা, প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে উদ্যোগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, দুল্লভছড়া, ১৮ জুলাই : প্রত্যন্ত এলাকার শিশু-কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দুল্লভছড়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। শুক্রবার দুল্লভছড়ার সিভিপিএইচএস স্কুলে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায়, রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের সহযোগিতায় এবং বিজয় উড়ান সংস্থার পরিচালনায় এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়, চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সংস্কৃতিপ্রেমীদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দেবাশিস সিনহা। উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ব্রজগোপাল সিনহা, দুল্লভছড়া সমবায় সমিতির সচিব দীপন সিনহা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মৃণাল সিনহা, বিজয় উড়ান সংস্থার সম্পাদক মনোজ নাথ, শিক্ষক প্রদীপ দাসসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের সংবর্ধনাও জানানো হয়। কর্মশালায় সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আশুতোষ সিনহা, নৃত্য প্রশিক্ষক ছিলেন বিরেশ্বর সিনহা এবং অঙ্কন প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন রুহিত দত্ত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দেবাশিস সিনহা বলেন, ২০২৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার স্কুলের ছুটির দিনগুলোকে সৃজনশীল কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এই ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মশালার সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে এবং শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এদিন সভা থেকে রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশংসা করা হয়। পাশাপাশি বিজেপি কর্মী মনোরঞ্জন সিনহা (রানু) বিজয় উড়ান সংস্থার সম্পাদক মনোজ নাথের কাছে দুল্লভছড়ার জনবহুল এলাকাগুলিতে ডাস্টবিন স্থাপনের আবেদন জানান। প্রস্তাবে সম্মতি জানানো হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

গুয়াহাটি-কানপুর সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৮ জুলাই : বর্তমান ভ্রমণ মরসুমে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা প্রদান এবং অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য ট্রেন নং ০৪১২৭/০৪১২৮ (কানপুর সেন্ট্রাল-গুয়াহাটি-কানপুর সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা আরও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পরিষেবাগুলো বিদ্যমান সময়সূচি, রুট ও স্টপেজের নিয়ম অনুযায়ী চলবে, যার ফলে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের এবং মধ্যবর্তী অন্যান্য স্টেশনের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই অনুযায়ী, স্পেশাল ট্রেন নং ০৪১২৭ (কানপুর সেন্ট্রাল-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক ট্রেনটি ১৬ জুলাই থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ০৮:০০ টায় কানপুর সেন্ট্রাল থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং স্পেশাল ট্রেন নং ০৪১২৮ (গুয়াহাটি-কানপুর সেন্ট্রাল) ১৭ জুলাই থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাত ২২:০০ টায় গুয়াহাটি থেকে যাত্রা শুরু করবে।

উভয় ট্রেন পরিষেবার ক্ষেত্রেই তাদের নিজ নিজ গন্তব্য স্থান থেকে অতিরিক্ত ৮টি করে ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ট্রিপগুলো চালু হওয়ার পর যাত্রীরা, বিশেষ করে অত্যধিক চাহিদার সময়ে গুয়াহাটিগামী ও গুয়াহাটি থেকে যাত্রা করা যাত্রীরা, উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যাত্রীদের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যাত্রা শুরুর পূর্বে তাঁরা এনটিইএস বা রেলওয়ের অন্যান্য অফিসিয়াল অনুসন্ধান মাধ্যমে বিস্তারিত সময়সূচি, যাত্রার সময় এবং স্টপেজের স্থানগুলো দেখে নেন। যাত্রার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা চালুর মাধ্যমে যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাঁধাকপির ব্যাপক দরপতনে ক্ষুব্ধ কৃষকরা ২৪ জুলাই বৈঠক ডেকেছে মেঘালয় প্রশাসন

শিলং, ১৮ জুলাই : কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজারে দামের অস্বাভাবিক পতনের জেরে ক্ষুব্ধ কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আগামী ২৪ জুলাই কৃষক প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে পূর্ব খাসি হিলস জেলার জেলা প্রশাসন। কৃষকদের বারবার লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হবে। হিল ফার্মার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলফনবার্থ খারসিনতিউ জানান, গত বৃহস্পতিবার শিলংয়ে কৃষকদের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের পরই জেলা প্রশাসন এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওইদিন পূর্ব খাসি হিলস জেলার মাওকিনরিউ ব্লকের চারটি গ্রাম থেকে আনা প্রায় ছয় টন বাঁধাকপি সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, এটি ছিল বাঁধাকপির দামের ব্যাপক পতনের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। কৃষকদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা প্রতি কেজি মাত্র ২ টাকা দরে বাঁধাকপি কিনতে চাইছিলেন, অথচ একই বাঁধাকপি শিলংয়ের

শিলং শহরে বিনামূল্যে বাঁধাকপি বিতরণের দৃশ্য।

ইয়েউদুহ (বড়বাজার)-এ খুচরা বাজারে ১৫ থেকে ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল। খারসিনতিউ জানান, বিনামূল্যে বাঁধাকপি বিতরণের আগে জেলা প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, রাস্তার পাশে সব্জি ফেলে নষ্ট করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে একদিকে প্রতিবাদ জানানো যায়, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও এড়ানো সম্ভব হয় এবং মানুষেরও উপকার হয়। কৃষকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সরাসরি বাজারে পণ্য বিক্রি করতে গেলে পরিবহন ব্যয়, গাড়ি থেকে বাজার পর্যন্ত মাল বহনের খরচ এবং প্রতি বস্তার জন্য বাজার কর্তৃপক্ষের নেওয়া ৪০ টাকার ফি, সব মিলিয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা বহন করতে হয়। অনেক কৃষক মৌসুমি ঋণ শোধ করছেন, ফলে এই অতিরিক্ত খরচ তাদের আয় আরও কমিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে লোকসান কমাতে হিল ফার্মার্স ইউনিয়ন ভবিষ্যতে জোয়াই, রি-ভই জেলা এবং রাজ্যের অন্যান্য বাজারে সরাসরি কৃষিপণ্য নিয়ে গিয়ে বিক্রির পরিকল্পনা করছে, যাতে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন। তিনি আরও জানান, গ্রীষ্মকালে খাসি পাহাড়ের উৎপাদিত সবজি নিয়মিতভাবে অসমের শিলচর ও বরপেটা-সহ বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। শিলচর থেকে সেই সব্জি মণিপুর ও মিজোরামে সরবরাহ করা হয়, আর বরপেটা থেকে অসমের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। খারসিনতিউর দাবি, কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বাজার তদারকির সঙ্গে যুক্ত মধ্যস্বত্বভোগী এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে কৃষকদের বাস্তব সমস্যার প্রতি আরও সংবেদনশীল হতে হবে। তাঁদের মতে, কৃষক ও তাঁদের পরিবারের স্বার্থ রক্ষায় উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

‘মেরি মাটি মেরা দেশ’ ধারণার এক ঐতিহাসিক রূপরেখা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

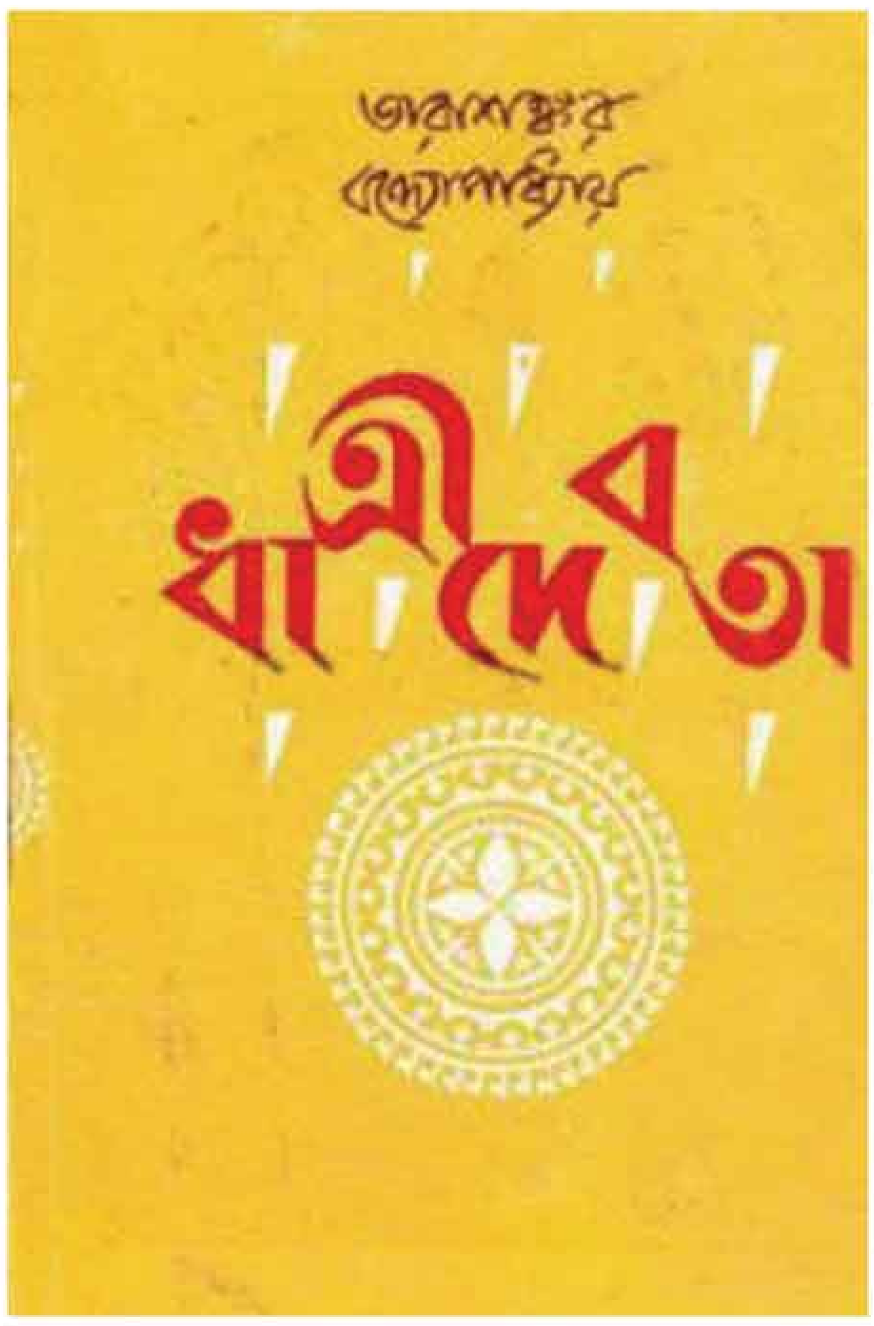

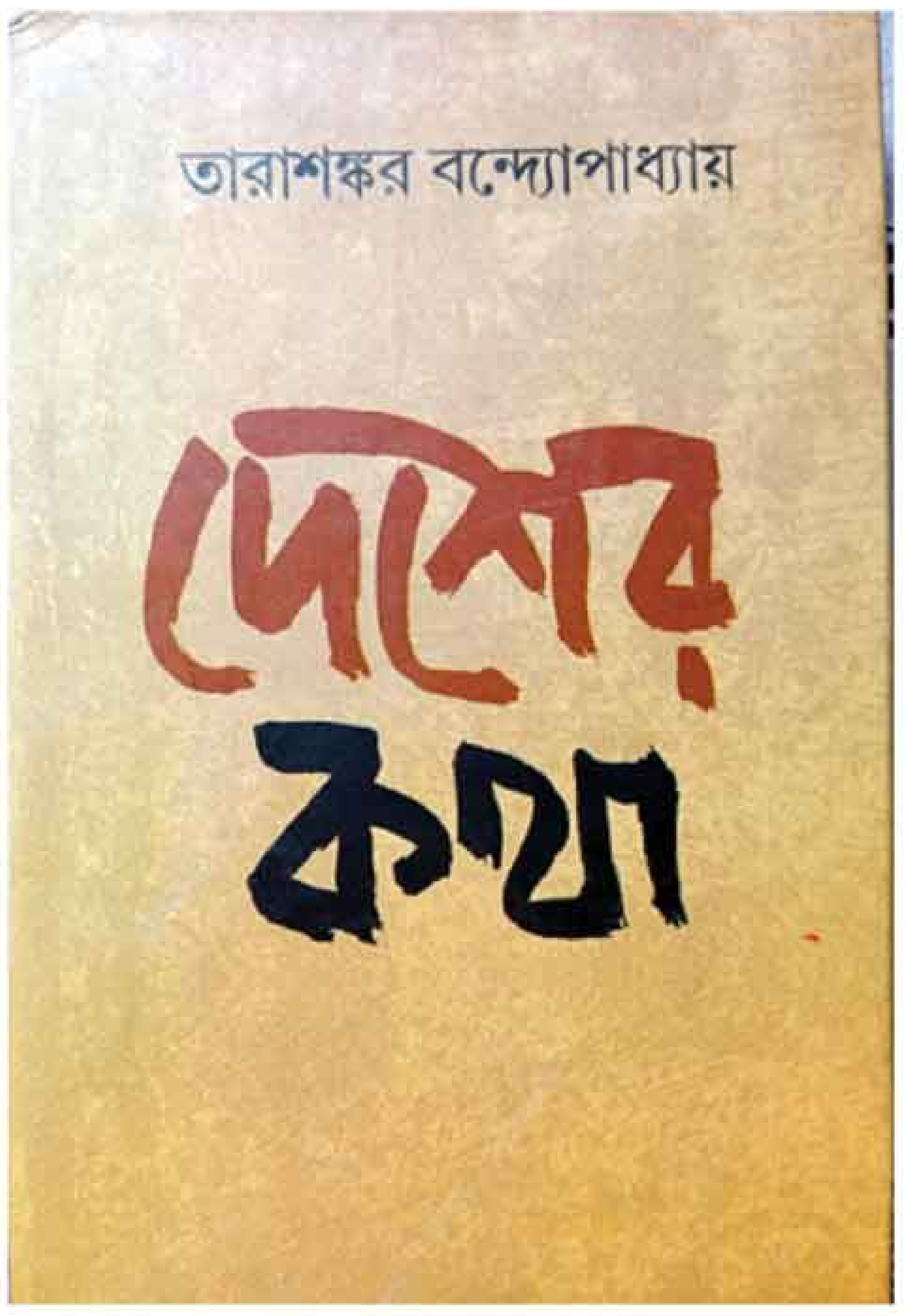

২৩ জুলাই
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন

জ্ঞানপীঠজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কথায়—সাহিত্য-রচনা তাঁর কাছে নিছক কোনও শিল্পচর্চা ছিল না, বরং তাঁর আসল সাধনা ছিল জীবনসাধনা— সাহিত্যের পথটি ছিল সেই জীবনসাধনারই এক পরম যোগসূত্র। তাঁর এই জীবনসাধনা মূলত জাতি ও জাতীয়তার আরাধনা— একটি গ্রামীণ জীবনকে নৈতিক আধারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘ভারতাত্মা’য় উন্নীত করার এক ঐতিহাসিক প্রয়াস। জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে উপন্যাসের চরিত্রের জবানিতে তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে বলেছিলেন : ‘ন্যাশানালিটিতে আমি ইন্ডিয়ান, জাতিতে আমি ভারতীয়, হিন্দু-মুসলমান-কৃশ্চান—এ জাত আমিও ঠিক মানি না, এ জাতের থাক উঠিয়ে দেবার আন্দোলন করলে আমাকে ভলান্টিয়ার পাবেন— কিন্তু ভারতীয় জাতিত্বকে ওঠাতে গেলে স্বাধীনতাকে আবারও জলে ডোবাতে হয়।’ তারাশঙ্করের এই ভারতীয়তাবোধের ভারতবর্ষ কেবল কোনও ভৌগোলিক ভূখণ্ডমাত্র ছিল না— জন্মভূমির, বিশেষত নিজের জন্মগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে মানব-অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমগ্র ভারতবাসীর চিন্তায় তিনি ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতবর্ষের আলোকিত এবং অনালোকিত— সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের পথে, কাল থেকে কালান্তরে অভিসারের জয়যাত্রায় এক অমোঘ আশান্বিত প্রদীপের আলোয় তারাশঙ্করের এই জীবনসাধনার প্রকৃত স্বরূপ নিহিত।

১

একজন মানুষের কাছে তার জন্মস্থান হল সেই ক্ষুদ্র প্রদীপ, যার আলোয় সে প্রথম তার দেশকে চিনতে শেখে। শৈশবে যে মাটির ধূলিকণা, যে চেনা নদীর বাঁক কিংবা চেনা মানুষের মুখের ভাষা আমাদের জড়িয়ে রাখে, তা যেমন নিজের গ্রামের, তেমনি সমগ্র দেশেরই কোনও না কোনও গ্রামীণ জনপদের এক একটি চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। নিজের জন্মগ্রামের প্রতি এই গভীর মমত্ববোধই ক্রমে প্রসারিত হয়ে রূপ নেয় সমগ্র দেশের প্রতি ভালোবাসায়। জন্মগ্রাম হল সেই প্রবেশদ্বার, যার মধ্য দিয়ে আমরা দেশের কোটি কোটি মানুষ ও তার বিচিত্র সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারি— তাই জন্মভূমিকে ভালোবাসার অর্থই হল স্বদেশের মর্মমূলকে ভালোবাসা। তারাশঙ্করের সুবিশাল সাহিত্যসম্ভারে যে ভৌগোলিক মানচিত্র রয়েছে, সেখানে সমগ্র ভারতবর্ষের বহুস্তরীয় সমাজ ও বৈচিত্র্যময় জীবনচর্যা নিখুঁত নিপুণতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে— যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তবে দেশ দেখার সেই দৃষ্টির মর্মমূলে নিহিত ছিল লাভপুর এবং রাঢ়বঙ্গের অভিজ্ঞতা। তাঁর সেই বিশ্বজনীন ও শাশ্বত ভারত-চেতনা মূলত আঞ্চলিকতার শিকড় থেকেই পল্লবিত হয়েছিল।

বঙ্গভূমির গ্রামীণ সন্তান তারাশঙ্কর লাভপুরের অন্ন-জল, আলো-বাতাস এবং শিক্ষা-সংস্কারে বড় হয়ে ওঠেন। তবে প্রকৃতার্থে তাঁর গ্রাম দেখা— তথা গ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ দেখার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ১৯১৬-১৭ সালে, তাঁর আঠারো-উনিশ বছর বয়স থেকে। এই দেখার অর্থ একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে সিন্ধুর বিশালতাকে উপলব্ধি করার মতো এক পরম সত্য। তখন থেকেই তারাশঙ্কর নিজের জন্মগ্রাম ও জন্মভূমি তথা লাভপুর ও লাভপুর-বিধৌত অঞ্চলকে জানার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষকে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন— ‘সকল জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির কাছে তিনিই দেশ, আর ব্যক্তির কাছে তিনি ‘বাস্তু’।’ এই বাস্তুরূপী লাভপুরকে চিনেই তারাশঙ্কর সমকালীন ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং সমগ্র জীবন ধরে সাহিত্যের আখরে সেই সত্যকেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। জীবনের পরিণত বয়সে তিনি নিজেই বলে গেছেন : ‘আমার সাহিত্যের যদি কোনও মূল্য বাংলাদেশ বা বাইরে সমাদৃত হয়ে থাকে এবং যেটুকু শ্রদ্ধাই সে অর্জন করে থাক, তার সবটুকুই আমার মাতৃভূমি লাভপুরের দান। এই লাভপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই আমি বিশ্বমানবকে দর্শন করেছি, এখানকার সামাজিক সমস্যা থেকে বিশ্বের সামাজিক সমস্যাকে চিনতে শিখেছি, এখানকার অভিজ্ঞতাই আমার কাছে পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছে। এই ভৌগোলিক বিন্দুটি আমাকে সিন্ধুদর্শন করিয়েছে।’ জন্মগ্রাম ও গ্রাম-বিধৌত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশকে দেখার এই যে জীবনদর্শন— বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় তাকেই আমরা ‘মেরি মাটি মেরা দেশ’ ধারণার এক দূরদর্শী ও ঐতিহাসিক পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

তাঁর গ্রাম দেখার এই বিশেষ দৃষ্টি এসেছিল এক রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ রাজত্বের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি তখন ‘স্বদেশী’ করার অপরাধে নিজ গৃহেই অন্তরীণ বা গৃহবন্দি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগে তারাশঙ্কর ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের গোপন বিপ্লবী— ‘অনুশীলন সমিতি’র একনিষ্ঠ সৈনিক। ইতিহাস সাক্ষী, সেদিন তিনি বন্দি না হলে হয়তো বাংলার সংগ্রামী শহিদের তালিকায় তাঁর নাম রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা থাকত, অথবা বিপ্লবী নেতা হিসেবেই দেশ তাঁকে মনে রাখত। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ব্রিটিশবিরোধী জেহাদি মানসিকতা এবং বিপ্লবী সংস্পর্শের যোগসূত্রের কথা তারাশঙ্করের জীবনানুসন্ধানে বিশদভাবে জানা যায়। কৈশোরের জীবনভাবনায়— ভারতের নবজাতি গঠনের মন্ত্রদাতা ঋষি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যুবসমাজের জাগ্রত জীবনের যাজ্ঞিক পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ এবং দেশের সেবায় প্রাণ বিসর্জনের চিরন্তন নিদর্শন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আদর্শ গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল তাঁর মনে। বালক বয়স থেকে প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর মননে লালিত ব্রিটিশ বিরোধিতার সেই অগ্নিশিখা— কৈশোরে অগ্নিযুগের এক মহান বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সংস্পর্শে এসে ‘অনুশীলন সমিতি’ নামক বিপ্লবসাধনার সাধনবেদীতে যুক্ত হয় ১৯১৪ সালে, মাত্র ষোলো বছর বয়সে। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে তখন তাঁর মনে হত— ‘অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়ি— দেশের শত্রু নিপাত করে ফাঁসিকাঠে ঝুলে জন্ম সার্থক করি।’ সেদিন অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার মধ্যে অন্য কারও প্রাণ নেওয়ার বাসনা বড় ছিল না, নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার আকুতিটাই ছিল প্রবল। একটি প্রাণ বলিদানে সহস্র প্রাণ জেগে উঠবে— এই ছিল তাঁর পরম কামনা। সেই মানসিকতা থেকেই তারাশঙ্করের মনে হয়েছিল : ‘নিজের মৃত্যুতে আসুক দেশমাতৃকার মুক্তি।’ সেদিন যেন তারই মধ্যে অমৃত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। হিংসা বা নরহত্যার পাপ তাঁদের স্পর্শ করত না— ফাঁসির আসামির ওজন বাড়ত— মুখশ্রীতে ফুটে উঠত মুক্ত প্রাণের আনন্দদ্যুতি। সে ছিল এক দিব্য ভাবপ্রেরণা। তবে তাঁর এই অগ্নিপথের যাত্রায় হঠাৎই ছেদ পড়ল ১৯১৬ সালে, কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই। একটি বছর ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারিতে তিনি নিজের বাড়িতেই নজরবন্দি বা গৃহবন্দি থাকতে বাধ্য হন।

২

গৃহবন্দি সময়ে তারাশঙ্কর প্রায় নিয়মিতই গ্রামের প্রান্তে নির্জন মাঠে গিয়ে একা বসে থাকতেন। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর নতুন চোখে ‘গ্রাম দেখা’। বাড়িতে তাঁর মা এবং পিসিমা সন্তানের সেই উদাসীনতা ও মৌনতা দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। মাঠে নিঃসঙ্গ বসে আসলে কী ভাবতেন, কী দেখতেন তিনি? তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় গৌরব, জন্মভূমি আর স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁর মনজুড়ে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে একই সঙ্গে সমকালীন ‘অনুশীলন সমিতি’র অভ্যন্তরীণ আত্মঘাতী সংঘাত এবং হিংসাত্মক হানাহানিতে একের পর এক সহযোদ্ধার অকালমৃত্যু তাঁর সংবেদনশীল মনকে এক গভীর দ্বন্দ্বে ফেলেছিল। তিনি ভাবতেন— যে জীবনের পূর্ণতার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন, সেই জীবনই যদি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় শেষ হয়ে যায়, তবে সেই স্বাধীনতার মূল্য কোথায়? দেশভাবনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের এই দর্শনে যেন মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেই মর্মান্তিক ও শূন্য পরিণতির চিত্রই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সহিংস পথের ভয়ঙ্কর বাস্তবতায় আতঙ্কিত তারাশঙ্কর তখন অনুশীলন সমিতির মূলীভূত আদর্শ— ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’-র প্রকৃত সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করতে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ‘বীরবাণী’ বইদু’টিকে প্রধান অবলম্বন করেছিলেন।

ভাবনার জগতে যখন সহিংস বিপ্লববাদের এই রিক্ততা ও রক্তক্ষয়ে আতঙ্কিত তারাশঙ্কর জন্মভূমি দেশমাতার ভাবনায় বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে অবলম্বন করছেন— ঠিক তখন থেকেই তাঁর কাছে গ্রাম দেখার এক নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। মাঠে গিয়ে তিনি দেখতেন, অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে বন্ধ্যাভূমির রুক্ষ মাঠ তৃষ্ণায় হাহাকার করছে— আবার ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মহামারির প্রকোপে গ্রামে গ্রামে নেমে আসছে মৃত্যুর ঢল। তারাশঙ্কর মাঠে বসে সেই রুক্ষ মাটির তৃষ্ণা এবং মানুষের মড়কের কথাই ভাবতেন এবং সেই উদাসীনতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। পরবর্তীকালে সেই কালখণ্ডের প্রেক্ষাপটেই রচিত তাঁর ‘ধাত্রীদেবতা’ এবং ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ উপন্যাস দু’টিতে সেসব কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসে তিনি লিখেছেন : ‘গত বর্ষায় অনাবৃষ্টির জন্য দেশে ফসল হয় নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই, বৈশাখের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মের নিদারুণ প্রখরতায় দেশটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে’। এখানে দেশ যেন এক শ্মশানের পথযাত্রী। গ্রামীণ কৃষক থেকে জমিদার— সবার জীবন-জীবিকার মূল উৎস যেখানে কৃষি, সেখানে এই খরা ছিল এক অমোঘ অভিশাপ। আবার ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ উপন্যাসের শুরুতেই মরণের ছায়ায় শ্মশানসম গ্রামীণ চিত্রটি ধরা পড়ে : ‘গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান; পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া মরণের কটক থানা বসাইয়াছে।’

বাস্তব জীবনে তারাশঙ্করের মতোই ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসের শিবনাথও একা একা মাঠে গিয়ে নীরবে ভূমি-প্রকৃতির সেই রিক্ততা দেখত। তারাশঙ্করের মা তাঁর সন্তানের মাঠে গিয়ে বসে থাকা এবং এই উদাসীনতা বিষয়ে কখনো প্রশ্ন করেছিলেন কিনা, কিংবা করলে তারাশঙ্কর কী উত্তর দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে— কিন্তু উপন্যাসে শিবনাথের মা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— ‘মাঠে একা কি ভাবিস শিবু?’ শিবনাথ উত্তর দেয়— ‘আনন্দমঠ’-এর সেইখানটা— মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন; আমি তাই দেখতে চেষ্টা করি মা।’ উত্তরে মা তাকে দেশাত্মবোধের এক নতুন পাঠ দিয়ে বলেন : ‘দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে। আমাদের পটো পাড়াটা দেখেছিস শিবু? আর তো পটোরা নেই; সব মরে গেছে, কজন ছিল পালিয়ে গেছে। এক সময় বড়ো বড়ো জোয়ান পট দেখিয়ে গান করত, মাটির পুতুল বেচত মেয়েরা। যে জায়গা দিনরাত হাসি গান আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, লক্ষ্মীর কৃপায় সুন্দর হয়ে থাকত, সেই জায়গা আজ কি হয়েছে! ওইখানে ভেবে দেখ— মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন।’ ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসে শিবনাথের এই গ্রাম দেখার মধ্য দিয়ে বাস্তবিক তারাশঙ্করের ‘গ্রাম দেখা’র বিষয়টিই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। শিবনাথ যেখানে অজন্মা মাঠের রুক্ষতার মধ্যে দেশের বাহ্যিক শ্মশানরূপ দেখছিল, তার মা কিন্তু দেশের সেই রিক্ততার আসল স্বরূপটি দেখালেন গ্রামের জনবসতি ও সাধারণ মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কুটিরশিল্পের কঙ্কালের মধ্যে। তারাশঙ্কর তখন বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের সাহিত্য ও দর্শন গভীরভাবে আত্মস্থ করছিলেন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সেই সমন্বয়ী পথেই তাঁর এই নতুন চোখে ‘গ্রাম দেখা’ এবং সেই আঞ্চলিক বিন্দুর মধ্য দিয়ে অখণ্ড ‘দেশ আবিষ্কারে’র এক মহিমান্বিত যাত্রা শুরু হয়েছিল।

৩

গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তারাশঙ্কর ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত— দীর্ঘ বারো বছর বিচিত্র পথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বাংলার গ্রামজীবনকে প্রত্যক্ষ করেন। এই সময়কালের অভিজ্ঞতা ছিল যেমন বহুমুখী, তেমনই কঠোরভাবে বাস্তবমুখী। কোলিয়ারিতে চাকরি এবং ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার আদিম ও রূঢ় সংগ্রাম। কয়লার কালিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা সেই কালো মূর্তিগুলোকে জ্বলন্ত কয়লার আলোয় মনে হতো যেন এক একটি জীবন্ত প্রেত! কয়লাখাদই ছিল তাদের জীবনের সবকিছু— জীবন-জীবিকা, আনন্দ-বিলাস, এমনকি মৃত্যুও। সেই মৃত্যু যে কতখানি ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক, আগুনের আগ্রাসন থেকে কয়লাখনিকে রক্ষা করতে কীভাবে পুঁজিপতিদের নির্দেশে শত শত কুলি-কামিনের জীবন জ্বলন্ত অগ্নিগর্ভে জ্যান্ত সমাধিস্থ হত— খনি অঞ্চলের পুঁজিপতিদের ইতিহাসে তার কোনও রেখাপাত হত না— বরং ক্ষমতার জোরে চেপে রাখা ইতিহাসের অন্তরালে মুহূর্তেই তা বিলীন হয়ে যেত।

জমিদারি সূত্রে মহলে মহলে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন— জমিদার, মহাজন ও গোমস্তাদের অমানবিক শোষণ এবং ভয়ঙ্কর অত্যাচারে নিপীড়িত কৃষকের অসহায় জীবনচিত্র— জীবন ও জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে বাধ্য হওয়ার রূঢ় বাস্তবতা। কলমালিক এবং পুঁজিপতিদের আগ্রাসনে গ্রামীণ জীবনকাঠামো ভেঙে যাওয়ার নগ্ন রূপটিও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্যদিকে, অন্ত্যজ-পল্লিতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন বর্ণহীন, অচ্ছুত মানুষের আর এক মর্মান্তিক

অসহায়তা। গভীর বেদনায় তিনি লিখেছিলেন : ‘ভারতবর্ষের আদিম জাতি সাঁওতাল এ অঞ্চলের চারিদিকে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আমি ঘুরে এসেছি। দেখলাম, ব্রহ্মণ্যধর্মের জন্মভূমি আর্যসভ্যতার গৌরবময়ী ভারতের বুকে শুধু শূদ্র আর শূদ্র, অনার্য আর অনার্য। হাজার হাজার বছরের পরও এই অবস্থা। এরই জন্য বার বার— বার বার ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে বিদেশীর হাতে। এই অবস্থা নিয়ে স্বাধীনতার অভিযানে অগ্রসর হওয়ার নাম উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।’ বর্ণাশ্রমের নিচুস্তরের মানুষদের অধিকার হরণ এবং সামাজিক পৈশাচিকতার নগ্ন অত্যাচার ছিল স্বাধীনতাকামী দেশের আর এক কলঙ্কিত রূপ। কেবলমাত্র কোনওমতে টিকে থাকা ছাড়া ভূমিতে এই অস্পৃশ্যদের কোনও আইনি অধিকার ছিল না। সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় ছিল— জমিদারি আমলের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতার চরম খেসারত দিতে হত ওই অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষদের। ক্ষমতার দম্ভে কিংবা যৎসামান্য অর্থের প্রলোভনে উচ্চবর্ণের এক শ্রেণির মানুষ এই অন্ত্যজ পরিবারের কন্যা ও বধূদের উপর চরম সামাজিক ও মানসিক নিপীড়ন চালাত। গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় তাদের পল্লিতে অতর্কিত হানা দেওয়া, ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করা এবং সর্বপ্রকার মানবিক মর্যাদাকে লুণ্ঠন করা ছিল তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের এক নিত্যনৈমিত্তিক অন্ধকার অধ্যায়। চরম ক্ষমতার দাপটের সামনে নিরুপায় ও নিঃসহায় পরিবারের পুরুষেরা যখন নিজেদের সম্ভ্রম ও প্রাণ বাঁচাতে আত্মগোপন করতে বাধ্য হত, তখন পরিবারের নারীরা এক চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ঘরের পুরুষদের পৌরুষের লজ্জাকে আড়াল করার চেষ্টা করত। গ্রামীণ মাতব্বর বা তথাকথিত ‘ভদ্রজন’-দের লালসা ও পাশবিকতার শিকার হয়েও কোনও প্রতিকার মিলত না— উল্টে এর বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ বা অভিযোগ জানালে জুটত তীব্র অপমান এবং কঠিন শাস্তি। তারাশঙ্কর তাঁর নিজের গ্রামে এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ঘুরে ঘুরে পল্লিজীবনের এই চরম অবমাননা ও প্রান্তিক মানুষের সামাজিক বিপন্নতাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন— এই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের কাছে কেবল ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, যদি না সেখানে শোষণমুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ এক টুকরো জীবন নিশ্চিত করা যায়। তারাশঙ্কর তাঁর এই প্রত্যক্ষ সমাজ-বীক্ষণের আলোকেই সমকালীন ভারতবর্ষের আসল অন্তরাত্মাকে চিনতে চেয়েছিলেন।

৪

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তিই যথেষ্ট নয়— যতক্ষণ না সমাজ থেকে অর্থবৈষম্য ও বর্ণভেদের অবসান ঘটিয়ে নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে এক সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা যাচ্ছে, ততক্ষণ দেশের প্রকৃত উত্তরণ অসম্ভব। তিনি মনে করতেন, কৃষি ও শিল্পের হাত ধরে বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি মানুষের ‘পরম উন্নতি’ তথা মানসিক ও নৈতিক বিকাশও সমান জরুরি— তবেই বৈষম্যহীন সমাজে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং আত্মনির্ভরশীল প্রতিটি নাগরিক পরম আত্মমর্যাদার সঙ্গে বলতে পারবে— ‘আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমার’।

তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেশভাবনার এই মূল দিকগুলিই তুলে ধরেছেন। সাম্যসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারাশঙ্কর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যজীবনে জমিদারি সভ্যতাকে অতিক্রম করে কৃষিসভ্যতার শরিক হয়ে ওঠেন এবং বৈষম্যহীন সমাজে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। গণবিপ্লব ও গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। তারাশঙ্করের এমন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে আত্মনির্ভরশীল সমাজগঠনের ভাবনাকে যেমন বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন তেমনি সমাজোন্নয়নের পথটিকে সমকালের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতেও চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে অন্ত্যজ জনজীবনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে এবং অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে তাদের সমাজের মূলস্রোতে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তার মূল উৎস যে জাতির ঐক্য গড়ে তোলা এবং তার জন্য ধনবৈষম্যের সঙ্গে বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটানো দরকার— সেটা তারাশঙ্কর তাঁর জন্মগ্রামের মাটিতে বসেই বুঝেছিলেন এবং সারাজীবনই তার বিহিত ব্যবস্থায় উদ্যোগী ও সচেষ্ট ছিলেন।

তারাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন যে— শোষণ, বৈষম্য ও অত্যাচারের মতো দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ব্যাধির উৎসমূলে রয়েছে সমাজে একশ্রেণির মানুষের অনিয়ন্ত্রিত, ভোগ- লালসাময় ক্ষুধা। সমাজসমীক্ষার পথে ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি জেনেছিলেন : ‘মানুষ জন্মগ্রহণ করে ক্ষুধা নিয়ে, সে ক্ষুধা তার মরণ অবধি মেটে না— এমনকি মরণেও তার লয় হয় না। মানুষ মরে, কিন্তু তার অতৃপ্ত ক্ষুধা এই ধরণীর বুকে হাহাকার করে বেড়ায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের বুকে আশ্রয় নেয়। মানুষের ক্ষুধার যেন কোনও অন্ত নেই— দিনে দিনে তা আরও অসহনীয়, লোলুপ ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। আদি যুগে কেবল উদরের ক্ষুধায় মানুষ মানুষের মাংস খেয়েছে— আর আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটি শক্তিশালী জাতি অপর দুর্বল জাতির বুকের রক্ত অদৃশ্য শোষণে হরণ করে। একটা মানুষের লোভের ক্ষুধা বোধকরি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করেও মেটে না। এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের আজ অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির কাছে যিশুর প্রেম বা বুদ্ধের মৈত্রীর বাণী আজ পাষাণের গায়ে খোদাই করা আখরের রেখায় মূক ও নিথর।’ কতখানি নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক হলে সমাজ সম্পর্কে এমন বিজ্ঞানসম্মত ও কালজয়ী সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব, তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। সমাজসমীক্ষায় তারাশঙ্করের এই অনুসন্ধানী অভিমত যেন সর্বকালের মানবসভ্যতার জন্য এক অমোঘ ঐতিহাসিক দলিল। একশো বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ তাঁর এই সমাজদর্শন— মানব-মনের জটিল রহস্যের রূপ ও রং বদলালেও— স্বরূপে সর্বকালের ও সর্বদেশের এক চিরন্তন সত্য।

তারাশঙ্কর মনে করতেন, মানুষের মন থেকে সেই লালসার ধাতুপ্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ বা সংহারের মাধ্যমে চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব নয়। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ তার প্রকৃতিতে প্রচণ্ডতম শক্তিশালী— ‘অ্যাটম বোমা’র আঘাতে তাকে মেরে ফেলা যায়, ভীত করে সাময়িকভাবে হার মানানো যায়, কিন্তু তার ভিতরের আত্মিক সত্তাকে জয় করা যায় না। এই দর্শনের আলোকেই তিনি দেখিয়েছেন— সমাজে যেমন জমিদার ও মহাজনদের ভোগের ক্ষুধা অমানবিক, তাই তাদের আত্মসচেতনতা ও নৈতিক জাগরণ দরকার— তেমনই বিড়ম্বিত ও শোষিত সাধারণ মানুষ যখন চরম দুর্ভোগ ও পীড়ন থেকে একদিন মুক্তি পাবে, তখন তাদের মনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে জন্মান্তরের এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম হতে পারে— সুতরাং, তাদের সেই ক্ষুব্ধ প্রকৃতিকেও অন্তরের আলোয় প্রসন্ন করা জরুরি। তিনি মনে করতেন, সেই মানসিক প্রসন্নতা ও সামাজিক সাম্যের একমাত্র পথ হল প্রকৃত অহিংসার সাধনা— যাকে সহজ কথায় বলা যেতে পারে ‘মনুষ্যধর্মের অনুশীলন’। এই ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘অনুশীলনতত্ত্ব’কেই সাহিত্যিক আধারে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, যার মূল কথা ছিল মানুষের বৃত্তিসমূহের সম্যক বিকাশ ও সর্বাঙ্গীণ চিত্তশুদ্ধি।

মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতেই নয়, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগেও সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্করের এই শতাব্দীপ্রাচীন ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গভীরভাবে অনুসরণীয়। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাবনায় নিজের মাটিকে চেনা এবং স্বদেশের মাটির প্রতি দায়বদ্ধতার যে ডাক দেওয়া হচ্ছে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে ছিলেন তার এক সার্থক ও দূরদর্শী ঐতিহাসিক পূর্বসূরি। আজ যখন বিশ্বায়নের তীব্র হাওয়ায় মানুষ ক্রমশ শিকড়হীন হয়ে পড়ছে, তখন নিজের গ্রাম বা জন্মভূমিকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসে বিশ্বমানবতায় পৌঁছানোর এই তারাশঙ্করীয় জীবন-মডেলটি আজকের প্রজন্মের জন্য এক অনন্য দিশা। আজকের দিনে রাজনীতি যখন অত্যন্ত সংকীর্ণ, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং চরম দলকেন্দ্রিক— তখন একশো বছর আগের তারাশঙ্করের সেই অমোঘ সিদ্ধান্ত : ‘দলীয় রাজনীতি নয়, সমাজসেবার মাধ্যমে দেশসেবা’— আজকের সমাজ ও রাজনীতিকদের জন্য এক পরম শিক্ষা। তাঁর দর্শনে দেশভক্তি কোনও সংকীর্ণ দলীয় স্লোগান বা ভোটব্যাঙ্কের ক্ষমতার খেলা নয়— তা হল নিঃস্বার্থ মানুষের সেবায় আত্মত্যাগ। আজ যখন অতিলোভের আগ্রাসী নীতিতে সমাজ নানা কলুষতায় আচ্ছন্ন, তখন তারাশঙ্কর কথিত নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ও সমাজ গড়ার কথা এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলননীতিকে গ্রহণ করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তারাশঙ্কর স্পষ্ট বলেছিলেন— মানুষ এবং সমাজের চিত্ত সংশোধিত না হলে রাষ্ট্র দেশের যান্ত্রিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হলেও, কখনো তার আত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে না।

ত্রিপুরায় অন্য রবীন্দ্রনাথ

পান্নালাল রায়

(গত সংখ্যার পর)

৬

সুদীর্ঘকাল আগে লেখা 'রাজর্ষি'র বক্তব্য যেন আজ আরও প্রাসঙ্গিক। 'রাজর্ষি'র জন্য রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজার কাছে ঐতিহাসিক উপাদান চেয়েছিলেন। রাজা তা পাঠিয়েওছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পর্যালোচনা করে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন রাজার সঙ্গে পত্র যোগাযোগের আগেই। রবীন্দ্রনাথ বীরচন্দ্রকে চিঠি দেওয়ার আগেই ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'বালক'-এ 'রাজর্ষি'র ২৬টি অধ্যায় প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। এই অধ্যায়গুলোর মধ্যেই রয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে পুরোহিতের চক্রান্ত, চন্তাই, ভুবনেশ্বরী মন্দির, ভুবনেশ্বরী পূজার চৌদ্দদিন পর গভীর রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার সময় একদিন দুই রাত্রি কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারে না— এই সব। কিছু কিছু বিচ্যুতি থাকলেও মোটামুটি ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছু না জানলে এ সব লেখা সম্ভব ছিল কি? আসলে ভুবনেশ্বরী নয়, চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা অর্থাৎ খার্চির চোদ্দ দিন পর হয় কের। কের পূজার চৌহদ্দির মধ্যে থাকে নিষেধাজ্ঞা। আজও, সীমিত পরিসরে হলেও, এই নিয়ম চলে আসছে। 'রাজর্ষি'-তে বর্ণিত ভুবনেশ্বরী মন্দিরই কি চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির? না কি ত্রিপুরেশ্বরী? গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির উদয়পুরেই ছিল। উদয়পুরের প্রাচীন মন্দির সমূহের শিলালিপি বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ কোনও মন্দিরকেই ভুবনেশ্বরী মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেননি। উদয়পুরে গোমতীর তীরে ভগ্ন রাজপ্রাসাদের পাশে যে মন্দিরটি ভুবনেশ্বরী মন্দির হিসেবে বর্তমানে পরিচিত এবং প্রচারিত— তা তো নয়ই! এই মন্দিরটির শিলালিপি সূত্রে জানা গেছে, পিতৃদেবের স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামদেব এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তা হলে কি ভুবনেশ্বরী মন্দির আদৌ ছিল না? হয়তো ছিল কোনও কালে, হয়তো বা ছিল না। অবশ্য 'রাজমালা'-তে রয়েছে যে, ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১০ খ্রি.) এক মণ স্বর্ণ দ্বারা ভুবনেশ্বরী মূর্তি নির্মাণ করে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ধন্যমাণিক্য রাজত্ব করেছিলেন গোবিন্দমাণিক্যের প্রায় দেড়শো বছর আগে। যাই হোক, আজ আর ইতিহাসের ভুবনেশ্বরীর সন্ধান বড় কথা নয়। 'রাজর্ষি'-র আলোকেই আজ আমরা দেখছি ভুবনেশ্বরী মন্দিরকে।

ত্রিপুরার ভুবনেশ্বরী মন্দির ও চৌদ্দদেবতার ছবি।

'বালক'-এ প্রকাশিত ২৬টি অধ্যায়ে আমরা যেন সেদিনকার ত্রিপুরার একটা ছবি পেয়ে যাই। আজকের ত্রিপুরার ছবি আঁকতে গেলেও সে সব প্রায় অপরিহার্য। যেমন 'রাজর্ষি'-র ৩য় পরিচ্ছেদে রয়েছে— '...পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এ দেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী পূজার চৌদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় একদিন দুই রাত্রি কেউ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন, তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা-উপলক্ষে সর্ব প্রথম যে সকল পশু বলি হয় তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়।...'

সংশ্লিষ্ট পুরোহিতকে এখনও চন্তাই বলা হয়। মহা সমারোহে আজও পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দ দেবতার পূজা হয়। হয় পশুবলিও। খার্চির চৌদ্দ দিন পর হয় কের। কের পূজার সময় একটি নির্দিষ্ট সীমায় প্রবেশ ও চলাচলে আজও বিধিনিষেধ জারি হয়। 'রাজর্ষি'র ৮ম পরিচ্ছেদে রয়েছে— গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোট ছোট স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহাগহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা কিছু দুরে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বড় বড় শাল ও গাম্ভারী গাছে এই শতধাবিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝখানের এই জমিটুকুর মধ্যে বড়ো গাছ একটিও নাই।...' — এই বর্ণনায় যেন ত্রিপুরার এক নিটোল ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোমতী নদী দেখেননি। 'বালক'-এ এই লেখা বের হবার সময় ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগই হয়নি। তবু নদী, নদীর পার, গাছ-গাছালি ভূমির রূপ-এ সব কীভাবে এল বর্ণনায়? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন এটি তাঁর স্বপ্নলব্ধ গল্প। এই স্বপ্নের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশিয়ে 'রাজর্ষি' লিখতে শুরু করলেন 'বালক'-এ। 'বালক'-এ প্রকাশিত 'রাজর্ষি'-র প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম লাইনেই আছে ভুবনেশ্বরী মন্দির আর নদী গোমতীর নাম। দ্বিতীয় লাইনে ত্রিপুরার মহারাজা আর তৃতীয় লাইনে রাজার ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের নাম। বস্তুত স্বপ্নলব্ধ গল্প হলেও শুরু থেকেই যেন ইতিহাসের জানালাটা খুলে রাখা হয়েছিল এতে।

কিন্তু ইতিহাসের জন্য ত্রিপুরা কেন? সুদূর অতীত থেকেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাসে ভ্রাতৃবিরোধ, ষড়যন্ত্র, দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুরোহিত কিংবা সেনাপতিদের চক্রান্ত এ সব চলে আসছে। আবহমানকাল যাবৎ ত্রিপুরায় ছিল সহস্র নরবলির প্রথা। ধন্যমাণিক্য সেটা হ্রাস করেছিলেন, আর গোবিন্দমাণিক্য নরবলির প্রথা রদ করে দিয়েছিলেন। 'রাজর্ষি' লেখার আগেই রবীন্দ্রনাথের সে সব জানা হয়ে গিয়েছিল। গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসন লাভে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্ররায় যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এটা ইতিহাস। নক্ষত্ররায়ের এই দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়েই 'রাজর্ষি'-র রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রয়েছে—

'...রঘুপতি কহিলেন, 'সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কী করিতে হইবে সেটা শোনো আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।'

নক্ষত্র রায় কহিলেন, 'মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে! এ তো বেশ কথা।'

রঘুপতি কহিলেন, 'তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।'...'

যদিও স্বপ্নলব্ধ গল্প, তবু শুরু থেকেই যেন তাতে মিশে যায় ত্রিপুরার পুরাবৃত্ত। ত্রিপুরার ইতিহাসে নানা রাজার রাজত্বকালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কথা রয়েছে। 'রাজর্ষি'-তেও অনুসৃত হয়েছে সেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব আর চক্রান্তের কথা। বলি বন্ধের ঘটনায় পুরোহিত তো রুষ্ট হবেনই! সে ক্ষেত্রে চক্রান্তের জন্য নিশ্চিত ভাবেই রাজার ভ্রাতাকেই তার দোসর করতে হবে! বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে মহারাজা বীরচন্দ্র প্রেরিত গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালীন ঐতিহাসিক উপাদানের চেয়ে আরও বেশি কিছু, তৎকালীন ত্রিপুরার এক নিবিড় ছবি যেন আমরা 'রাজর্ষি'-তে পাই। তাতে ছিল ত্রিপুরার জুম চাষ (শিফটিং কালটিভেশন) এবং সহজ সরল জুমিয়ার কথা, ছিল ইঁদুরের উপদ্রবে শস্য বিনষ্টের কথা ইত্যাদি। গোবিন্দমাণিক্য যখন রাজধানী ত্যাগ করে চলে যান তখন তাঁর উদ্দেশ্যে নগরবাসীদের গালিগালাজের মধ্যেও জুম খেত থেকে আসা এক জুমিয়াই তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। উপন্যাসের ৩৭ পরিচ্ছেদে রয়েছে—'... গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটীরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল... একজন জুমিয়া ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল, সে রাজাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল।...' আশ্চর্য, আজকের দিনে ত্রিপুরার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সরল জুমিয়ার সঙ্গে যেন হুবহু মিলে যায় 'রাজর্ষি'-র জুমিয়া! ৩০ পরিচ্ছেদে রয়েছে— 'এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশই খাইয়া ফেলিল— রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।...'

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শুধু ত্রিপুরা নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি রাজ্যসমূহে জুম খেতে কয়েক বছর পর পর ইঁদুরের উপদ্রব হয়, ঘটে শস্যহানি। ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে ইঁদুরের উপদ্রবে শস্য বিনষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক দশক আগে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। 'রাজর্ষি'-র ৩০ পরিচ্ছেদে আরও রয়েছে— 'স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদকলতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে— সেই সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল।' —ত্রিপুরার জঙ্গলে এক রকম বিষলতা রয়েছে— যা জলে দিলে মাছ মরে ভেসে ওঠে। একসময় এ ভাবে নদীতে মাছ ধরা হত। ৩৩ পরিচ্ছেদে যুদ্ধ প্রস্তুতির বর্ণনায় রয়েছে— 'বড়ো বড়ো শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতী নদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন— নিতান্ত পরাভবের আশঙ্কা দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগল-সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।'

গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালের অনেক অনেক কাল আগে ধন্যমাণিক্য এই পদ্ধতিতে জব্দ করেছিলেন বাংলার নবাব হুসেন শাহের সৈন্যদের। নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে আবার সেই বাঁধ ভেঙে দিয়ে জলস্রোতে শত্রু সৈন্যদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার ইতিহাসে যুদ্ধ বিজয়ের নানা ঘটনাও রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন। ঐতিহাসিক উপাদানের পাশাপাশি ত্রিপুরার সেদিনকার জনজীবনের চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে 'রাজর্ষি'-তে।

ইতিহাসের গোবিন্দমাণিক্য আক্ষরিক অর্থেই ঋষিতুল্য ছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু 'রাজর্ষি'-র গোবিন্দমাণিক্য ধর্মে ও কর্মে ঋষিতুল্য ছিলেন। তিনি সহজেই ত্যাগ করতে পারেন সিংহাসন। নির্বাসনে গিয়েও তিনি শিক্ষার জন্য স্কুল খোলেন। আবার তিনিই বলেন— 'রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।' (ক্রমশ)

অপরজন্ম

(কলকাতা পর্ব)

সমরজিৎ সিংহ

(৭৯)

সকালে, ঘুম থেকে উঠে, দেখি, বাসন্তীদি এসেছে তার ননদ সহ। ঘুম ভাঙাল সেই ননদ-ই, মানে, বর্ণালী। দরজায় ছিটকিনি দিই না, অভ্যাস নেই। ফলে, সরাসরি ঘরে ঢুকে, বিছানায় বসে, আমাকে টেনে তুলল। 'বাহ্ বাহ্! এত ঘুমাতে পার? দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে চলে এসেছি। এখন সাড়ে ন'টা বাজে, এসে দেখছি, বাবুর ঘুম ভাঙেনি। ওঠ, ওঠ। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

জীবনানন্দের সেই পঙক্তি মনে পড়ে গেল। সামান্য পালটে দিয়ে, মনে মনে বলে উঠলাম, কী কথা তোমার সঙ্গে? কথা বলব না কো তোমার সঙ্গে! হ্যাঁ, কী কথা আর হবে! সে তার প্রস্তাবের সদুত্তর শুনতে চাইবে। এর বেশি তো নয়। কিন্তু ভেবে দেখল না, এই প্রস্তাব তাকে ঘোরতর বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে। কিছুই করতে পারিনি কলকাতায় এসে। হয়তো পারতাম। কৃত্তিবাস না ছাড়লে, সুনীলদার অনুগামী হয়ে থাকতে পারলে, একটা কিছু হয়ে যেত! চোখের সামনে দেখলাম, দেবাশিস বসুর হিল্লে হয়ে গেল আনন্দবাজার পত্রিকায়। কত অনায়াসে! সুনীলদা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দেবাশিস প্রতি রবিবার, ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে, সুনীলদার ভাড়াবাড়িতে, সকালে হানা দিত। অনেক তরুণ কবি-ই হানা দিত সেখানে। প্রশ্রয় দিতেন সুনীলদা। তরুণ কবিদের প্রতি এক গোপন দুর্বলতা রয়েছে তাঁর। এটা সকলের থাকে না। শঙ্খ ঘোষেরও আছে এই দুর্বলতা। আরও অনেকের আছে

ধারাবাহিক আত্মজীবনী—৭৭

ছুটির দুপুরে প্রকাশিত অপরজন্মের শিলচর পর্ব ইতোমধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

হয়তো। আমি জানি না।

এই হানা দেওয়ার ব্যাপারটা বড্ড অশোভন মনে হয়েছিল আমার। সুনীলদার বাড়িতে কখনও হানা দিইনি। একমাত্র ঘঞ্চু সহ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের বাড়ি থেকে শূন্য হাতে ফেরার পথে, যেতে হয়েছিল একবার। তাও বিপদে পড়ে। স্বাতী বউদির কাছে থেকে টাকা নিয়ে ফিরে এসেছি। ঘরের ভিতরেও ঢুকিনি।

শ্যামবাজারের কাছে, শঙ্খ ঘোষের ভাড়া বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছি, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের সঙ্গে। পরে তাও বন্ধ করে দিয়েছি। মণীন্দ্র গুপ্তের বাড়িতেও যাইনি। তরুণ কবিদের সিঁড়ি বলে চিহ্নিত সব জায়গা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি এতদিন। মনে হত, নিজের লেখার দম যদি না থাকে, সিঁড়ি ব্যবহার করে নিজেকে ছোট করব কেন?

শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে পার্থপ্রতিম যেত। এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলামও তাকে। হো হো করে হেসে উঠেছিল সে, পার্থপ্রতিমীয় কায়দায়। বলেছিল, 'সমরজিৎ, আর যাই হোক, তেল মেরে কবি হওয়া যায় না। কবি হওয়া সম্পূর্ণ আধিদৈবিক বিষয়। আধিভৌতিকও বলতে পার। শঙ্খবাবুর বাড়িতে যাই, লোকটাকে ভালো লাগে বলে। তেল মারতে নয়। শঙ্খবাবুর সঙ্গে কীভাবে কথা বলি, তুমি দেখেছ সামনে থেকে। যেদিন মনে হবে, ছোট হয়ে যাচ্ছি নিজের কাছে, সেদিন-ই বন্ধ করে দেব যাওয়া। দেখে নিও।'

সবাই পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল হতে পারে না। সেই দৃঢ়তা নেই অনেকেরই। আমার মধ্যে কি আছে? মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলতে গিয়ে, বারবার, হেরে যাচ্ছি। পায়ের নীচে মাটি পাচ্ছি না। কোথাও পারছি না থিতু হতে। না কি থিতু হওয়ার কপাল নেই আমার? সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি একই দৃশ্য।

বর্ণালী এসব জানে না। আবেগে ভাসছে সে। এই আবেগ থেকে ছুটে এসেছে সে। আমার সম্মতি আদায় করতে। 'অনেক কথা আছে' মানে আর কী হতে পারে?

সকালের খাবার রেডি করে রেখেছে বউদি। আমরা গিয়ে বসলাম তাদের লম্বা বারান্দার ফ্লোরে। সেখানেই খাবার এবং চা দিল বউদি। বাসন্তীদি তার দাদার সঙ্গে কথা বলছিল। সেও এসে বসল আমাদের সঙ্গে।

বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এই চিত্র অমলিন। ভালো লাগে। মণিপুরিদের ঠিক তা নয়। মহিলারা খুব সকালে ঘরের কাজ শেষ করে, স্নান করে নেবে। শুদ্ধতা তাদের কাছে বড় বিষয়। চা আর জলখাবার নয়, ততক্ষণে গরম ভাত নেমে যাবে। গরম ভাত, সঙ্গে পালটই আর কিছু একটা ভাজা জাতীয় থাকবে পাতে। অনেকে পান্তা ভাত খায়। সামর্থ্য অনুযায়ী। তারপর দুপুরের রান্না। কেউ কেউ পরিধেয় কাপড়, বিছানার চাদর, গামছা বুনতে লেগে যায়। অবশ্য ঘরে মহিলা সংখ্যা বেশি থাকলে। না হলে রুটিন আলাদা।

সন্ধ্যের দিকে চলে গেল বাসন্তীদি ও তার ননদ। 'অনেক কথা আছে' বললেও, একটি কথাও বলেনি বর্ণালী। সুযোগ পায়নি সে। বাসন্তীদি, মাঝখানে, একবার, হাসতে হাসতে, বলে গেল, 'আমার ননদকে খুব নাচাচ্ছ, না? ভালো হবে না, বলে দিচ্ছি!'

নাচাচ্ছি? না কি আমিই নাচছি? দৈব মানি না, তারপরও বলতে ইচ্ছে হয়, এই দৈব-ই কি নাচাচ্ছে আমাকে? সমগ্র জীবন ধরে? প্রেম আমার জন্য নয়। এই প্রেমের পরিণাম যে ভয়াবহ, এটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি এই কয়েক মাস ধরে। এই যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। তার আগে আর একবার হাতছানি! বর্ণালী জানে না, জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছি আমি। এই শূন্য মরুভূমিতে প্রাণের স্পন্দন পাবে না যে বর্ণালী, তা কীভাবে তাকে বলি!

দুর্গানগর স্টেশনে পৌঁছে দিতে যাবার সময়, এক ফাঁকে, বর্ণালী, ফিসফিস করে বলল, 'আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে আছি।'

রাতে, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, বউদিকে ডেকে বললাম, 'বউদি, কাল চলে যাচ্ছি ত্রিপুরা। আমি চলে যাওয়ার পর দাদাকে বল, এর আগে একদম নয়। বাসন্তীদিকেও বুঝিয়ে বল, আমার অপারগতার কথা।'

'চলে যাবে? আমাদের ছেড়ে? আর ওই মেয়েটা, বর্ণালী, তাকে কি বলব?' বউদির চোখে জল নেমে এল বারিধারা হয়ে।

'বল। ভুলে যেতে। এক ভিখিরির কথা মনে রাখতে নেই। তোমাদের কথা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মনে থাকবে আমার। আর, তুমি? কোনও এক জন্মে আমার পরম আত্মীয় ছিলে। তোমাকে ভুলি কী করে!'

'আর কী ফিরে আসবে না কোনও দিন? দেখা হবে না আর?'

'জানি না, বউদি। সব অনিশ্চিত। আমাদের এই জীবন অনিশ্চয়তা দিয়ে ঘেরা। তুমি, আমি, লোকনাথদা, বাসন্তীদি, বর্ণালী, সবাই অনিশ্চয়তার সন্তান। কাল কী হবে, কেউ জানি না আমরা!'

(কলকাতা পর্ব সমাপ্ত)

অপরজন্ম কলকাতা পর্ব শেষ হল। লেখক একটি উপন্যাস লেখার কাজে ব্যস্ত থাকায় সাময়িক বিরতি নিয়েছেন। কিছুদিন পর লিখতে শুরু করবেন পরবর্তী ত্রিপুরা পর্ব। অপরজন্ম ত্রিপুরা পর্ব যথাসময়ে ধারাবাহিকভাবে ছুটির দুপুরে প্রকাশিত হবে।
—বিভাগীয় সম্পাদক

ঐতিহ্যের উৎস সন্ধানে : নূহ-মনু ও আব্রাহাম-ব্রহ্মা

হিলাল উদ্দিন লস্কর

পূর্ব প্রকাশিতের পর

প্রাচীন ভারত, পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে যে নিবিড় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছিল, তা বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর The Discovery of India গ্রন্থে এই অঞ্চলগুলোর মধ্যকার সেতুবন্ধন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া, রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভোলগা থেকে গঙ্গা গ্রন্থে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও আর্যদের সুদীর্ঘ পরিভ্রমণের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা থেকে এটি স্পষ্ট যে— প্রাচীন পারস্য ও মেসোপটেমিয়া ছিল আর্য ও সেমেটিক সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনভূমি। পরিশেষে, সারাহ ও সরস্বতীর এই নামতাত্ত্বিক ও পৌরাণিক সমান্তরাল অবস্থান মানব সভ্যতার সেই আদিযুগের ইঙ্গিত দেয়, যখন বিভিন্ন জনপদ ও সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের এক নিরন্তর প্রবাহ বিদ্যমান ছিল।

পারস্যের ঐতিহ্যে আব্রাহামকে অনেক সময় 'জরথুস্ত্র' বা এক ঈশ্বরবাদের প্রবক্তা হিসেবে দেখা হয়। ব্রহ্মা যেমন বৈদিক ঐতিহ্যের বহু ঈশ্বরবাদের উর্ধ্বে উঠে 'ব্রহ্ম' বা পরম সত্তার সাকার রূপ, আব্রাহামও তেমনি বহু ঈশ্বরবাদী সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে একনিষ্ঠ এক ঈশ্বরবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। উভয় চরিত্রই নিজ নিজ সংস্কৃতিতে এক নতুন ধর্মীয় ও সামাজিক যুগের সূচনা করেন। পুরো আলোচনাকে মূলত তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড় করানো যেতে পারে— ১. ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যতা : ডেভিড রাই এবং টনি জোসেফের জিনতাত্ত্বিক সূত্র ধরে বলা যায়, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন মানুষেরা বিচ্ছিন্ন ছিল না। গ্রেগরি পোসেলের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী সিন্ধু-সুমেরীয় বাণিজ্য (মেলুহা) এই মেলবন্ধনের এক অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। ২. ভাষাতাত্ত্বিক রূপান্তর : সুকুমার সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্ব অনুযায়ী, 'ব্রহ্মা' এবং 'আব্রাহাম' শব্দদ্বয় প্রাচীন আর্য ও সেমেটিক ভাষার সংযোগস্থলে একে অপরকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে, যা পারস্য বা মধ্য এশিয়ার প্রাচীন মিলনমেলায় ঘটা অসম্ভব নয়। ৩. দার্শনিক একাত্মতা : 'বেদান্ত ও সেমেটিক ধর্ম' ভাবধারার আলোকে দেখানো যায় যে, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য থাকলেও মানব সভ্যতার মৌলিক সত্য— যেমন সৃষ্টি (ব্রহ্মা/আব্রাহাম) এবং প্রলয় ও সংরক্ষণ (মনু/নূহ)— সব সংস্কৃতির মানুষের কাছে একই অন্তর্লীন দর্শনে ধরা দিয়েছিল।

আব্রাহাম-ব্রহ্মা কিংবা নূহ-মনু কেবল ধর্মীয় চরিত্র নন— তাঁরা প্রাচীন বিশ্ব সংস্কৃতির অভিন্নতার প্রতীক। আধুনিক বিজ্ঞান (জেনেটিক্স) এবং প্রাচীন পুরাণ আজ একই বিন্দুতে এসে মিলছে। এই সংশ্লেষ প্রমাণ করে যে— ভৌগোলিক দূরত্ব, রাজনৈতিক সীমানা বা ধর্মের বাহ্যিক ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আদিম মানবজাতি রক্তের ও চেতনার এক অবিভাজ্য সূত্রে গাঁথা ছিল। আব্রাহাম-ব্রহ্মা এবং নূহ-মনুর ধারণাগত সাদৃশ্য ও এদের 'এক আদি উৎস' নিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং প্রাচ্যবিদ্যায় শতাব্দীকাল ধরে গভীর, রোমাঞ্চকর এবং বিতর্কিত আলোচনা চলছে। এই গভীর অনুসন্ধানটিকে তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের আলোকে অনুধাবন করা সম্ভব। আঠারো ও উনিশ শতকের প্রাচ্যবিদ ও গবেষকরা আব্রাহাম এবং ব্রহ্মার মধ্যকার সাদৃশ্য নিয়ে ব্যাপক ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। বিভিন্ন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংযোগের রূপরেখা নীচে তুলে ধরা হল—

গডফ্রে হিগিন্স তাঁর বিখ্যাত আকর গ্রন্থ Anacalypsis-এ জোরালোভাবে দাবি করেন যে, সনাতন ও সেমেটিক ধর্মের মূল উৎস অভিন্ন। তিনি মনে করতেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি অতি প্রাচীন ও উচ্চতর আধ্যাত্মিক ধারা (যাকে তিনি 'আদি জ্ঞানপন্থী' ধারা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) থেকেই এই দুই সংস্কৃতির উৎপত্তি ঘটেছে। তাঁর মতে, পারস্য বা মধ্য এশিয়ার কোনও এক আদি কেন্দ্র থেকে একদল মানুষ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে 'আব্রাহামিক' ধারার জন্ম দেয়— অন্যদিকে অপর দলটি পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে 'বেদান্ত' ও ব্রহ্মার ধারণার বিস্তার ঘটায়। হিগিন্স আরও দেখান যে, আব্রাহাম ক্যালডিয়ানদের যে 'উর' (Ur) শহর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, প্রাচীন পারস্য ও ভারতের সীমান্ত-সংলগ্ন একটি অঞ্চলের নামও ঠিক অনুরূপ ছিল। মেসোপটেমিয়ার এই 'উর' শহর থেকেই তিনি কানান (বর্তমান ফিলিস্তিন/ইসরায়েল) অঞ্চলে অভিবাসন করেছিলেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স যখন প্রাচীন সংস্কৃত এবং ল্যাটিন ভাষার মধ্যে অভিন্ন উৎসের সন্ধান পান, তখন হিগিন্সের এই তত্ত্ব আরও জোরালোভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। ভাষাতাত্ত্বিক এই আবিষ্কার দুই ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারণাকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে।

ফরাসি গবেষক লুই জ্যাকোলিওট তাঁর গ্রন্থ The Bible in India : Hindoo Origin of Hebrew and Christian Revelation অনুসারে হিব্রু বাইবেলের বহু আখ্যানের আদি উৎস নিহিত রয়েছে ভারতের প্রাচীন বৈদিক চিন্তাধারায়। তিনি দেখান, প্রাচীন পারস্যের ধর্মগ্রন্থ 'জেঁদ আবেস্তা' (Zend-Avesta) হল এই দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধনের একটি ঐতিহাসিক সেতু। তাঁর মতে, আর্যরা যখন পারস্যের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করছিল, মূলত তখনই ব্রহ্মার ধারণা সেমেটিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে 'আ-ব্রাহাম' বা 'আব্রাম' (Abram) রূপ ধারণ করে।

বিখ্যাত মিথোলজিস্ট জোসেফ ক্যাম্পবেল বিষয়টিকে ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক উৎসের পরিবর্তে 'মনস্তাত্ত্বিক আদি উৎস'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং সামষ্টিক অবচেতন মন সব সংস্কৃতিতেই অভিন্ন। ব্রহ্মা বা আব্রাহাম হলেন মানব মনের সেই আদি আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যা মহাবিশ্বের বিশৃঙ্খলা (Chaos) থেকে এক সুশৃঙ্খল বিন্যাস (Order) তৈরি করতে চায় এবং সৃষ্টির আদি পিতাকে অন্বেষণ করে।

প্লাবন ও পুনর্জন্মের রূপক অনুসারে নূহ বা মনু হলেন মানবজাতির চিরন্তন ভয়ের প্রতীক। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত যে, তাদের নৈতিক স্খলনের কারণে প্রকৃতি তাকে মহাপ্রলয় বা প্লাবনের মাধ্যমে শাস্তি দেবে। কিন্তু ধ্বংসের সেই ক্রান্তিলগ্নে কোনও দেবদূত বা অবতার এসে সৎ ও পুণ্যবান মানুষকে আগামী পৃথিবীর 'বীজ' হিসেবে রক্ষা করবেন। এটি মূলত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মেরই এক বিশ্বজনীন রূপক। মানবসভ্যতার আদি উৎস এবং বিভিন্ন জনপদ ও সংস্কৃতির মধ্যকার সংযোগ নিয়ে যে প্রাগৈতিহাসিক অন্বেষণ, তাকে তিনটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক মডেলে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

১. ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক মডেলটি রাহুল সাংকৃত্যায়ন, জওহরলাল নেহরু এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার আলোকে নির্মিত। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মধ্য এশিয়া ও পারস্য ছিল প্রাচীন বিশ্বের সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। ইন্দো-ইউরোপীয় এবং আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষার শব্দার্থের বিবর্তন, রূপান্তর এবং আর্য-সেমেটিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানই 'ব্রহ্মা' ও 'আব্রাহাম'-এর মতো ধারণাগত কাঠামোকে পরস্পর কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ভাষাগত এই যোগসূত্রই প্রমাণ করে যে, এই দুই সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন কোনও দ্বীপ নয়, বরং একই মূলধারার শাখা-প্রশাখা।

২. নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মডেলের নির্মাতা গ্রেগরি পোসেল এবং অ্যালান ডান্ডেস, এই দুই নৃতাত্ত্বিকদের মতে, সিন্ধু সভ্যতা ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যকার সুপ্রাচীন বাণিজ্যিক পথগুলো কেবল পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম ছিল না, বরং তা ছিল আখ্যান ও বিশ্বাসের বাহক। ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে আদি উপাখ্যানগুলো এই বাণিজ্যিক রুটের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন ভূখণ্ডে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে যে, ভৌগোলিক ব্যবধান থাকলেও চিন্তার আদান-প্রদান ছিল নিরবচ্ছিন্ন।

৩. আধুনিক জিনতাত্ত্বিক ও সমন্বিত মডেল হিসেবে ডেভিড রাইখের মতো গবেষকদের আধুনিক জিনতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সমসাময়িক তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব আজ একই পরম সত্যকে উন্মোচিত করছে। এই মডেল অনুযায়ী— ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান কিংবা ভূগোলের দেয়ালগুলো মূলত মানুষের তৈরি বিভাজন। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে এটি স্পষ্ট যে, প্রাগৈতিহাসিক প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সমগ্র মানবজাতি আসলে একই নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার এবং একই অভিন্ন চেতনার সূত্রে গাঁথা। এই তিনটি মডেলের সমন্বিত পাঠ আমাদের শেখায় যে, সভ্যতার ইতিহাস কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাহার নয়, বরং এক সুবিশাল ও আন্তঃসংযুক্ত আখ্যান। 'ব্রহ্মা' ও 'আব্রাহাম'— যিনিই হোন, তাঁদের মধ্যকার এই সাযুজ্য মূলত মানবজাতির সেই আদি ঐক্যকেই নির্দেশ করে, যা আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় নতুন করে দৃশ্যমান হচ্ছে। এই গভীর অনুসন্ধানগুলো প্রমাণ করে যে, উপর্যুপরি ধর্ম বা সংস্কৃতিগুলোকে আলাদা মনে হলেও, একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় মানুষের আদিম চিন্তা, ভয় এবং দর্শন একই উৎস থেকে পুষ্টি লাভ করেছিল। ডি. ডি. কোসাম্বীর মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, কীভাবে ভারতের লোকায়ত সংস্কৃতির লৌকিকবীর, সমাজসংস্কারক বা গোষ্ঠীপতিরা কালক্রমে বৈদিক ও পৌরাণিক ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। পাশ্চাত্যের সেমেটিক সংস্কৃতিতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব বা 'ট্রান্সেন্ডেন্স' বজায় রাখা হয়। সেখানে মানুষ ঈশ্বরের দাস, প্রতিনিধি বা পয়গম্বর— কিন্তু মানুষ কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। অন্যদিকে, ভারতীয় দর্শনে— বিশেষ করে বেদান্ত ও ভক্তি আন্দোলনে— মানুষের ভিতরেই পরমেশ্বরের অবস্থান বা 'ইমানেন্স' কল্পনা করা হয়েছে।

উপনিষদের অন্তর্লীন দর্শন হচ্ছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম) কিংবা 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই)— এই অদ্বৈত চেতনার কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে কোনও মানুষের মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক গুণ, প্রজ্ঞা বা অসামান্য নেতৃত্ব দেখলেই সাধারণ মানুষ তাঁকে ঈশ্বরের 'অবতার' বা স্বয়ং ঈশ্বর বলে মনে করেছে। জোসেফ ক্যাম্পবেলের ভাষায়, এটিই হল বীর বা মহামানবের রূপকধর্মী রূপান্তর বা ইতিহাসের পুরাণে রূপান্তর। ঐতিহাসিক কোনও সত্য যখন কালক্রমে মানুষের যৌথ স্মৃতিতে কিংবদন্তি হয়ে ওঠে, তখন তার মানবিক ত্রুটিগুলো মুছে গিয়ে কেবল তার অলৌকিক ও কল্যাণকর রূপটিই টিকে থাকে। যদি 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মা' কোনও এক আদি সমাজ-নিয়ন্তা বা মেধার প্রতীক মহামানব হয়ে থাকেন, তবে তাঁর দেবত্বে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি সমাজবিবর্তনের চমৎকার উদাহরণ। প্রাচীন সমাজগুলোতে যিনি বা যাঁরা প্রথম মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞান (বেদ) এবং সমাজ পরিচালনার নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি হয়তো ছিলেন একজন রক্তমাংসের পরম জ্ঞানী মানুষ— একজন আদি ঋষি বা সমাজপতি। ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনে 'ব্রহ্ম' (পরমাত্মা) শব্দ থেকে 'ব্রাহ্মণ' (জ্ঞানী সমাজ) এবং 'ব্রহ্মা' (ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বর) ধারণার সৃষ্টি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, যিনি আদি সমাজে প্রথম যজ্ঞ বা আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রবর্তন করেছিলেন (যাঁকে আদি পুরোহিত বা 'ব্রহ্মা' বলা হত), কালক্রমে পৌরাণিক রূপকের মাধ্যমে তিনি সমগ্র সৃষ্টিরই 'আদিস্রষ্টা' বা প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হন। সেমেটিক তথ্যের সূত্র ধরে যদি আব্রাহাম ও ব্রহ্মাকে এক ধরা হয়, তবে আব্রাহাম যেমন হিব্রু জাতির একজন ঐতিহাসিক আদি পিতা, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঠিক তেমনি সংস্কৃতির আদি পিতাকে পৌরাণিক রূপ দিয়ে ত্রিদেবের অন্যতম 'ব্রহ্মা' বা সৃষ্টির দেবতায় উন্নীত করা হয়েছে।

(ক্রমশ)

বিশ্বসেরার মুকুটের লড়াই, তারুণ্যের স্পেন বনাম অভিজ্ঞতার আর্জেন্টিনা

নিউজার্সি, ১৮ জুলাই : রবিবার রাত সাড়ে বারোটায় মেটলাইফ স্টেডিয়ামে স্পেন-আর্জেন্টিনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল। ২০২৪ সালের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পাশাপাশি তাদের দ্বিতীয় পুরুষ বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে রয়েছে। একই বছর লা আলবিসেলেস্তে। যারা ১৯৬২ সালের ব্রাজিলের পর প্রথম দল হিসেবে টানা দু'টি বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্যে রয়েছে। তাদের কোপা আমেরিকা শিরোপাও সফলভাবে রক্ষা করেছিল।

২০২৬ বিশ্বকাপের বেটিং গাইড অনুযায়ী খেলা শুরুর আগে স্পেনের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু নকআউট পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা দেখিয়ে দিয়েছে কেন তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। লামিন ইয়ামাল— যদিও স্পেনের কিশোর বিস্ময় তাঁর গতিশীল ড্রিবলিং দক্ষতা দিয়ে মুগ্ধ ও আনন্দিত করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি কেবল একটি গোল এবং একটি পেনাল্টি আদায়ের জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক অ্যাসিস্ট পেয়েছেন।

লুইস দে লা ফুয়েন্তের দৃঢ় রক্ষণভাগই ২০২৬ বিশ্বকাপের আলো কেড়ে নিয়েছে।

বেলজিয়ামের হয়ে শার্ল দ্যু কেতেলেরের সমতাসূচক গোলের আগে পর্যন্ত বিশ্বকাপে ৬৪৯ মিনিট গোল না খাওয়ার রেকর্ড থাকা স্পেন, শেষ মুহূর্তের বিশেষজ্ঞ মিকেল মেরিনোর সৌজন্যে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। এরপর তারা একটি ভয়ঙ্কর ফরাসি আক্রমণভাগকে দমন করার কৌশল খুঁজে পায় এবং সেমিফাইনালে ২-০ গোলের এক যোগ্য জয় লাভ করে।

খেলোয়াড়দের ছন্দপতনকে উপেক্ষা করে মিকেল ওয়ায়ারজাবালের করা দর্শকপ্রিয় পেনাল্টি গোলের পর টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়ের অন্যতম দাবিদার পেদ্রো পোরোর চমৎকার দ্বিতীয় গোলটি আসে। এর মাধ্যমে দে লা ফুয়েন্তের দল ম্যাচের আগে দিদিয়ের দেশমের দেওয়া ফেভারিট তকমাটির মর্যাদা রক্ষা করে।

মাইকেল ওলিসেকে আটকে রাখা এবং কিলিয়ান এমবাপের ছন্দপতনের কারণে, স্পেন সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে মাত্র ০.৩১ এক্সপেক্টেড গোল-এ সীমাবদ্ধ রাখে, যা উত্তর আমেরিকায় এখন পর্যন্ত লা রোজা-র বিশ্বকাপ প্রতিপক্ষদের গড় গোলের সমান।

কেপ ভার্দের বিপক্ষে সেই অবিশ্বাস্য ব্যর্থতার ধাক্কা সামলে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা টানা ছয় ম্যাচ জয়ের ধারা নিয়ে ইস্ট রাদারফোর্ডে যাচ্ছে এবং কাকতালীয়ভাবে বিশ্বকাপে আগে কখনও না দেখা ছয়টি ক্লিন শিটও রেখেছে, যা পুরুষদের একক আসরের ইতিহাসে একটি নতুন সর্বকালের সেরা রেকর্ড।

তবে, ওপরের পরিসংখ্যানগুলো স্পেনের এই দর্শনীয় জয়ের ধারার তুলনায় ম্লান। ২০২৪ সালের মার্চে কলম্বিয়ার কাছে হারের পর থেকে লা রোজা এখন টানা ৩৭টি ম্যাচে অপরাজিত এবং যদি দে লা ফুয়েন্তের দল রবিবার জয়ী হয়, তবে তারা ইতালির ইউরো ২০২০ বিজয়ীদের ছাড়িয়ে যাবে এবং সিনিয়র পুরুষ ফুটবলে দীর্ঘতম অপরাজিত থাকার নতুন রেকর্ড গড়বে।

পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ পরাজয়ের জন্য তাদের কেবল ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ফিরে যেতে হবে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইকুয়েডরের কাছে ০-১ গোলের একটি গুরুত্বহীন হার কিন্তু লা আলবিসেলেস্তে এখন নিজেদের অমরত্ব খুঁজছে।

কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের আগে ও পরে, ২০২১ এবং ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন হিসেবে লিওনেল স্কালোনির দল ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসেবে টানা চারটি বড় টুর্নামেন্ট জিততে পারে, যা তাদের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবল দল হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার দাবিকে আরও জোরালো করবে।

বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এখন পর্যন্ত স্পেনের সেই অনবদ্য রক্ষণাত্মক কৌশলের পুনরাবৃত্তি করতে পারেনি। বুধবারের সেমিফাইনালে তারা ইংল্যান্ডের হয়ে অ্যান্থনি গর্ডনের করা এক বিধ্বংসী গোলের সুবাদে গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। এরপর টমাস টুখেলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের দলের বিপর্যয়ের সুযোগ কাজে লাগায় লিওনেল মেসির অনুপ্রেরণায় আলবিসেলেস্তে। ইংল্যান্ড যখন দক্ষিণ আমেরিকার একের পর এক চাপের মুখে পড়ে, তখন আর্জেন্টিনার ঘুরে দাঁড়ানোটা অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল। আর সেটাই সত্যি প্রমাণিত হয়, যখন মেসির গোলে এনজো ফার্নান্দেজ এবং বদলি খেলোয়াড় লাউতারো মার্তিনেজ গোল করে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের সপ্তমবারের মতো পুরুষদের বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে দেন।

বিশ্বকাপজুড়ে আর্জেন্টাইনরা 'তোমাদের চেয়ে বেশি গোল করব'; এই কৌশলই গ্রহণ করেছে। এই টুর্নামেন্টে স্কালোনির দল টানা পাঁচটি ম্যাচে কোনও গোল হজম না করলেও প্রতিটি ম্যাচেই অন্তত দু'টি করে গোল করেছে এবং টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১৯টি গোল করেছে।

এর আগে আর্জেন্টিনা কোনও একক বিশ্বকাপে এতবার গোল করতে পারেনি, ১৯৩০ সালের দলটি রানার্স-আপ হওয়ার পথে ১৮টি গোল করেছিল এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা এখন পুরুষদের বিশ্বকাপ শিরোপা রক্ষাকারী তৃতীয় দেশ হিসেবে ১৯৩৮ সালের ইতালি এবং ১৯৬২ সালের ব্রাজিল দলের কীর্তি গড়তে পারে। তবে, একবিংশ শতাব্দীতে স্পেনের সঙ্গে তাদের চারটি লড়াইর মধ্যে তিনটিতেই হেরেছে লা আলবিসেলেস্তে, যার মধ্যে সর্বশেষটি ছিল ২০১৮ সালে একটি প্রীতি ম্যাচে ৬-১ গোলের লজ্জাজনক হার। কিন্তু রবিবারের এই জমকালো ম্যাচটি যদি আরও একটি সাত গোলের দর্শনীয় লড়াই হতে হয়, তবে মনে হচ্ছে এবার খেলার শেষ মুহূর্তের স্কোরলাইন আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে।

স্যার গারফিল্ড সোবার্সের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিরাট-শচীন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই : স্যার গ্যারি সোবার্সের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বিশ্বজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন শচীন টেন্ডুলকর থেকে শুরু করে বিরাট কোহলি।

সোবার্সের সাথে বিরাটের সম্পর্কের গভীরতা ছিল সর্বজনবিদিত। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বিরাটের সাথে কিংবদন্তির সাক্ষাতের সেই মুহূর্ত আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে গেঁথে আছে। এদিন নিজের পোস্টে বিরাট লেখেন, 'ক্রিকেট তার অন্যতম সেরা একজন খেলোয়াড়কে হারাল। স্যার গ্যারি সোবার্স, আপনার আত্মা শান্তিতে থাকুক। আপনার কীর্তি আগামী প্রজন্মকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করে যাবে।'

কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকর তাঁর ও সোবার্সের কাটানো মুহূর্তগুলি স্মরণ করে বলেন, '২০০৩ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফিটা তাঁর হাত থেকে নেওয়ার স্মৃতি আজও স্পষ্ট। সোবার্স ছিলেন অদ্বিতীয়।' অন্যদিকে, সুনীল গাভাস্কর এই দিনটিকে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম 'সবচেয়ে দুঃখের দিন' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

বীরেন্দ্র সেওয়াগ ও আজহারউদ্দিনের প্রতিক্রিয়া :

সোবার্সের বহুমুখী প্রতিভার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বীরেন্দ্র সেওয়াগ লেখেন, 'অলরাউন্ডার শব্দটি যেন গ্যারি সোবার্সের জন্যই তৈরি হয়েছিল। ফাস্ট বোলিং, স্পিন, কাব্যিক ব্যাটিং, তিনি তাঁর সময়ের থেকে বহু যোজন এগিয়ে ছিলেন।' মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনও তাঁর অতুলনীয় ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের প্রশংসা করে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অনুশীলনে নেই ইয়ামাল, চিন্তা স্প্যানিশ শিবিরে

নিউজার্সি, ১৮ জুলাই : চারিদিক থেকে যা তথ্য আসছে, তাতে রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-স্পেনের মধ্যে যে বিশ্বকাপ ফাইনাল হতে চলেছে, সেটা যে শুধুই বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের দেশের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা, এরকমটা নয়। বরং রবিবারের ফাইনালটা হবে আজ পর্যন্ত ক্রীড়া ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ইভেন্ট। কারণ, ফাইনালের টিকিট ঘিরে যে পরিমাণ দাম ঘোরাফেরা করছে, তাতে স্টেডিয়ামে বসে ফুটবল দেখা, সাধারণের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। সেমিফাইনাল পর্যন্ত তাও মেরে কেটে একটা টিকিট ৩ লাখ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ফাইনালে সবচেয়ে কম দামের টিকিটটাই রিসেলে হাঁকছে ১০ লক্ষ টাকা।

ফিফা একদিকে বলছে, টিকিট ঘিরে কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। আরেকদিকে নিজেরাই রিসেলের ব্যবস্থা করে একটা টিকিট থেকে তিনবার কমিশন ঘরে তুলছে। প্রথমে একবার সাধারণ বুকিং থেকে কমিশন নিচ্ছে। তারপর একবার রিসেল থেকে ১৫ শতাংশ কমিশন কাটছে। আবার সেই টিকিটটা যে কাটছে, তার থেকেও ১৫ শতাংশ কমিশন নিয়ে আমেরিকা বিশ্বকাপে আর্থিক ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে ফিফা। আর তাতেই সাধারণ মানুষের চাপে ফাইনালের আগে নড়ে চড়ে বসেছে মার্কিনি প্রশাসন। নিউইয়র্ক আর নিউজার্সির অ্যাটর্নি জেনারেলরা যৌথভাবে ফাইনাল ম্যাচের টিকিট বুকিং প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার মেটলাইফের ভিতর আর্জেন্টিনা-স্পেনের ফুটবল যুদ্ধ শুরুর আগেই মেটলাইফের বাইরে শুরু হয়েছে বিশাল এক অর্থনৈতিক যুদ্ধ। ফুটবল এখন আর শুধুই ফুটবল নয়। পুঁজিবাদের বিশাল এক বিজ্ঞাপন। ফাইনালের টিকিট নিয়ে সরকারি স্তরে নড়াচড়া আরও শুরু হয়েছে কারণ স্প্যানিশ সমর্থকরা বারবার করে তাদের ফেডারেশনের কাছে আবেদন করছে ফাইনালের টিকিট নিয়ে। কিন্তু তারা অপারগ। এর মধ্যে আবার ফাইনালের আগে থাই মাসলের চোটের জন্য অনুশীলন না করে লামিনে ইয়ামল বাইরে বসে থাকায় টেনশনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে স্পেন শিবিরে।

দু'বছর আগে জুলাই মাসে ইউরো সেরা হয়েছিল স্পেন। দু'বছর পর ফের আর এক জুলাই। এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি। ফাইনালে ওঠার জন্য ১৬ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষা। ইনিয়েস্তার সেই ঐতিহাসিক গোলে বিশ্বকাপ জেতার পর স্পেন আর একবারের জন্যও বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে পারেনি। ১৬ বছর পরেও ফাইনালে উঠে এরকম সমস্যায় পড়তে হবে, কে আর আগে ভেবেছিলেন? প্র্যাকটিসে দেখা গিয়েছে, বাঁ পায়ের থাই মাসলে ব্যান্ডেজ বেঁধে মাঠের পাশে বেঞ্চে বসে আছেন স্প্যানিশ তারকা ইয়ামাল। দলের অন্য ফুটবলাররা যখন ফুয়েন্তের কোচিংয়ে টানা প্র্যাকটিস করছেন, ইয়ামাল তখন থাই মাসলে ব্যান্ডেজ বেঁধে বসে।

ইয়ামাল যাতে ফাইনালে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারেন, তার জন্য দিন-রাত এক করে ফেলছেন দলের সঙ্গে থাকা ডাক্তাররা। দলের মেডিক্যাল বার্তায় অবশ্য বলা হয়েছে, বড় কোনও চোট নেই ইয়ামালের। ফাইনালের আগে স্প্যানিশ তারকা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই যতটা সম্ভব বিশ্রাম দিয়ে চোটের জায়গায় রিকভারি করা হচ্ছে। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই মাঠে নামবেন তিনি। তবে শুধু ইয়ামাল নন। এদিন স্পেনের প্র্যাকটিসে বল নিয়ে অন্যদের সঙ্গে দেখা যায়নি পেড্রো পোরোকেও। তিনিও আলাদা ট্রেনিং করেন।

রবিবার লর্ডসে নির্ণায়ক তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে-তে ভারত ও ইংল্যান্ড

লর্ডস, ১৮ জুলাই : তিন ম্যাচের সিরিজটি এখন ১-১ সমতায় রয়েছে। ক্রিকেটের তীর্থক্ষেত্র লর্ডস যখন নির্ণায়ক সমাপ্তি ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন এর চেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চ আর হতে পারত না। এজবাস্টনে ভারত প্রথমে আঘাত হানার পর কার্ডিফে জো রুটের অসাধারণ নৈপুণ্যে ইংল্যান্ড জবাব দিলেও লড়াইটি এখন খেলাটির অন্যতম প্রতীকী একটি ভেন্যুতে স্থানান্তরিত হয়েছে, যেখানে ভবিষ্যতের দায়িত্বের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আগে সিরিজ জয়ের জন্য উভয় দলের কাছেই এটিই শেষ সুযোগ।

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে রুটের অপরাজিত ৯৯ রানের সুবাদে চার উইকেটের জয় নিশ্চিত করে সিরিজের প্রথম ম্যাচের হতাশা মুছে দেওয়ায় ইংল্যান্ড নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামছে। এই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আবারও ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড হিসেবে নিজের অবস্থান প্রমাণ করেছেন এবং টানা পাঁচটি ওয়ানডে অর্ধশতক করে দুর্দান্ত ফর্মে থেকে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে খেলতে নামছেন। কার্ডিফে যশপ্রীত বুমরাকে কার্যকরভাবে সামলানোর পর ঘরের মাঠে সিরিজ জয়ের আশায় রুট আবারও ইংল্যান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন।

তবে, বিরাট কোহলির ফর্মে ফেরাটা ভারতকে উৎসাহিত করবে। কার্ডিফে ৬৫ রানের ইনিংস খেলার সময় সাবেক এই অধিনায়ককে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দেখা গেছে, যা এই সফরের শুরুতে অনুপস্থিত ছিল। লর্ডসে আরও একটি পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোর করতে পারলে কোহলি ওয়ানডে ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বাধিক পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোরের রেকর্ডে কুমার সাঙ্গাকারার সমকক্ষ হবেন। তিনি আগের ম্যাচেই ইংল্যান্ডে খেলা ওয়ানডেতে ১,৪০০ রানের গণ্ডি পার করেছেন এবং এখন এই দেশে সফরকারী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বাধিক ওয়ানডে রানের তালিকায় রোহিত শর্মার (১,৪৬৫) পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। যদি এই দুই সিনিয়র ব্যাটসম্যানই ভালো খেলেন, তবে তারা একই সাথে ইংল্যান্ডে ১,৫০০ রানের মাইলফলক অতিক্রম করতে পারেন।

তবে, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রোহিত শর্মা। ভারতের এই প্রাক্তন অধিনায়ক অপ্রত্যাশিতভাবে ফর্মহীনতায় ভুগছেন, এই বছর আটটি ওডিআই ইনিংসে মাত্র একটি অর্ধশতক করতে পেরেছেন। লর্ডস প্রায়শই এমন একটি মঞ্চ যেখানে খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারত আশা করবে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের অধিনায়ক নিজের ছন্দ ফিরে পাবেন। রোহিত ও কোহলির একটি শক্তিশালী উদ্বোধনী জুটি মিডল অর্ডারের ওপর থেকে চাপ কমাতে অনেকটাই সাহায্য করবে।

অন্যদিকে, ভারতের ব্যাটিং লাইনআপকে বিপর্যস্ত করতে ইংল্যান্ড আবারও আদিল রশিদের ওপর ভরসা করবে। এই লেগ-স্পিনার ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রায়শই কোহলিকে সমস্যায় ফেলেছেন, যার ফলে সেই দ্বৈরথটি এই ম্যাচের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। একইভাবে আকর্ষণীয় হবে রুটের বিপক্ষে বুমরার লড়াই, কারণ তাদের আগের সাক্ষাতে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যানই জয়ী হয়েছিলেন।

কার্ডিফের ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়া অসুস্থতা থেকে কেএল রাহুল সেরে উঠলে ভারতও সময়োপযোগী শক্তি পাবে। ২০২৫ সালের শুরু থেকে রাহুল ভারতের অন্যতম ধারাবাহিক ওডিআই ব্যাটসম্যানদের একজন, যার গড় ৫০-র বেশ উপরে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে থাকা ব্যাটিং ইউনিট তাঁর প্রত্যাবর্তনে আরও শক্তিশালী হবে।

সফরকারীদের জন্য অন্য জায়গায় খেলোয়াড় বাছাই নিয়ে মাথাব্যথা রয়েছে। ওয়াশিংটন সুন্দরের অনুপস্থিতিতে ভারতের কাছে তার সমকক্ষ কোনও অলরাউন্ডারের অভাব দেখা দিয়েছে, যা টিম ম্যানেজমেন্টকে একাদশের ভারসাম্য পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে। লর্ডসের পিচে, যা শুরুতেই পেসারদের সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে, ভারত একজন অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান নেবে নাকি বোলিং আক্রমণকে শক্তিশালী করবে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে।

রবিবারের এই ম্যাচে ইতিহাসও একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও লর্ডস ভারতের বেশ কয়েকটি স্মরণীয় আন্তর্জাতিক জয়ের সাক্ষী, দলটি এই কিংবদন্তিতুল্য মাঠে ২২ বছর ধরে কোনও ওডিআই জেতেনি। এই অপেক্ষার অবসান ঘটালে তা শুধু সিরিজ জয়ই নিশ্চিত করবে না, বরং ২০১০ সাল থেকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের অষ্টম ওডিআই সিরিজ জয়ও এনে দেবে।

আজ এপিএল-র ক্রিকেটার নিলাম

গুয়াহাটি, ১৮ জুলাই : অসমের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা অসম প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল)-র ক্রিকেটার নিলাম রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। এসিএ স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের ৯১ ইয়ার্ডস ক্লাবে সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে নিলাম। রাজ্যের ২৭৫ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে বসবে এই নিলামের আসর। প্রথম সংস্করণে অংশ নিচ্ছে আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রত্যেক দল সর্বাধিক ২০ জন ক্রিকেটার দলে নেওয়ার সুযোগ পাবে। নিলামে উপস্থিত থাকবেন সব ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তারা এবং প্রধান কোচেরা। নিলাম পরিচালনা করবেন চারু শর্মা।

ক্রিকেটারদের চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে— মারকি, গ্রুপ 'এ', গ্রুপ 'বি' এবং গ্রুপ 'সি'। মারকি বিভাগে রয়েছেন ২০ জন ক্রিকেটার। এদের প্রত্যেকেই বিসিসিআই-র বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অসমের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ফলে এই বিভাগেই সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা। অসম ক্রিকেট সংস্থার (এসিএ) সভাপতি তরঙ্গ গগৈ মনে করছেন, এই নিলামের মাধ্যমেই রাজ্যের ক্রিকেটে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। তাঁর কথায়, রবিবার ২৭৫ জন ক্রিকেটার জানতে পারবেন, অসম প্রিমিয়ার লিগে তাঁদের যাত্রা কোন্ দলের সঙ্গে শুরু হচ্ছে। আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতোমধ্যেই নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে। মারকি ক্রিকেটারদের নিয়ে শুরু থেকেই জমজমাট লড়াই হবে বলেই আশা করছি। গোটা নিলামেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ থাকবে।

গগৈ আরও বলেন, এই নিলাম শুধু দল গঠনের প্রক্রিয়া নয়। অসম প্রিমিয়ার লিগকে আমরা এমন একটি মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যেখানে রাজ্যের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স যথাযথ স্বীকৃতি পাবে, মূল্যায়িত হবে এবং প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সামনে নতুন সুযোগের দরজা খুলে যাবে।

জাপান ওপেন ২০২৬-র ফাইনালে পিভি সিন্ধু

টোকিও, ১৮ জুলাই : শনিবার সেমিফাইনাল ম্যাচে চিনের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ৪ নম্বর খেলোয়াড় চেন ইউফেই চোটের কারণে খেলা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হওয়ায় ভারতের পিভি সিন্ধু জাপান ওপেন ২০২৬-র ফাইনালে প্রবেশ করেছেন। ভারতীয় শাটলার ২১-১৯, ১৫-১০ পয়েন্টে এগিয়েছিলেন, এমন সময় হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যার কারণে চেন ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম গেমের মাঝামাঝি সময়ে সিন্ধু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চার পয়েন্টের লিড নেন। কিন্তু প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চেন লড়াইয়ে ফিরে এসে ১৯-১৯-এ সমতা ফেরান। তবে সিন্ধু সব বাধা পেরিয়ে প্রথম গেম পয়েন্টটিই কাজে লাগান। দ্বিতীয় গেমটিও একই ধারায় এগিয়েছিল, যেখানে সিন্ধু খেলার শুরুতে আধিপত্য বিস্তার করে সহজেই ১৫-১০ ব্যবধানে এগিয়ে যান, এরপর চেন অবসর নেন। শনিবারের এই জয়ের মাধ্যমে সিন্ধু তাঁর পুনরুত্থান অব্যাহত রেখেছেন। বছরের শুরুতে তিনি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮ নম্বরে ছিলেন। এরপর থেকে তিনি শীর্ষ দশে ফিরে এসেছেন এবং বর্তমানে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে রয়েছেন। ফাইনালে সিন্ধু জাপানের আকানে ইয়ামাগুচি এবং ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন।

বিশ্বকাপে একবারই মাত্র মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা-স্পেন

মায়ামি, ১৮ জুলাই : ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-র ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। শিরোপার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম দুই শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও অবাক করার মতো বিষয় হল, বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের শেষ মুখোমুখি লড়াই হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ভিলা পার্কে আর্জেন্টিনা ২-১ ব্যবধানে স্পেনকে হারিয়েছিল।

সেদিন আর্জেন্টিনার নায়ক ছিলেন স্ট্রাইকার লুইস আরতিমে। দ্য গার্ডিয়ান-র সাংবাদিক সিরিল চ্যাপম্যান তাঁর ম্যাচ প্রতিবেদনে আরতিমেকে 'অদম্য সেন্টার-ফরোয়ার্ড' বলে উল্লেখ করেছিলেন। ম্যাচে প্রথম গোলটি করেছিলেন আরতিমে। এর পর স্পেন সমতা ফেরালেও তিনিই জয়সূচক গোল করে আর্জেন্টিনাকে জয় এনে দেন। প্রথাগত রক্ষণাত্মক কৌশল ছেড়ে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিল নতুন চেহারার আর্জেন্টিনা। ভিলা পার্কে তাদের সেই দারুণ পারফরম্যান্স শুধু স্পেনকে হারায়নি, একই মাঠে পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে সম্ভাব্য লড়াই নিয়েও আগ্রহ তৈরি করেছিল। ম্যাচের দুই গোলই করেছিলেন দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সেন্টার-ফরোয়ার্ড লুইস আরতিমে। ম্যাচে লুইস আরতিমে অন্তত ছ'টি ভাল গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর করা দু'টি গোলই স্পেনের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। স্পেন কখনওই নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি, কারণ পুরো ম্যাচজুড়েই আর্জেন্টিনার আক্রমণের চাপ ছিল অব্যাহত।

প্রথমার্ধে কয়েকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্যাকল ম্যাচের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছিল। তবে বুলগেরিয়ান রেফারি এম রুমেন্তেচেভ কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং সম্ভাব্য বড় সংঘর্ষ এড়িয়ে যান।

ম্যাচের শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক ফুটবলের বদলে আক্রমণাত্মক কৌশল নিয়ে নেমে স্পেনকে চমকে দেয় আর্জেন্টিনা। প্রথম ১০ মিনিটেই তারা দু'টি বড় সুযোগ তৈরি করে। দ্বিতীয় সুযোগটি নষ্ট করেন আরতিমে। মাস গোললাইনের সামনে থেকে বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আরতিমের দিকে, কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় স্পেনের ডিফেন্ডাররা তাঁকে গোল করার সুযোগই দেয়নি। দেল সল ও জেন্তোর নেতৃত্বে স্পেন ধীরে ধীরে খেলায় ফেরার চেষ্টা করলেও আর্জেন্টিনা রক্ষণে চিড় যায়নি। আর্জেন্টিনার আক্রমণ থামাতে স্পেনের ডিফেন্ডাররা কঠোর ট্যাকলের আশ্রয় নেয়। সেই ট্যাকলের শিকার হয়ে মাঠে পড়ে যান আরতিমে এবং সোলার্ত। দু'জনকেই মাঠে চিকিৎসা নিতে হয়।

যে মাঠে হেরে অবসর, সেখানেই দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ী হতে মেসির প্রত্যাবর্তন

নিউজার্সি, ১৮ জুলাই : দুনিয়াটা কত ছোট! লিওনেল মেসির মনে হতেই পারে। এই তো বছর দশেক আগের কথা। কোপা আমেরিকা ফাইনালে টাইব্রেকারে চিলির কাছে হারে আর্জেন্টিনা। পেনাল্টি মিস করেন স্বয়ং লিওনেল মেসি। চলে আসা যাক বছর দশেক পরে। টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে নামবেন মেসি। ২০১৬ ও ২০২৬- হৃদয়ভঙ্গের যন্ত্রণা থেকে ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন।

দুটো ঘটনার মধ্যে মিল কোথায় জানেন? দু'টো ম্যাচের ভেন্যুই এক নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম। সত্যি, দুনিয়াটা কত ছোট!

বার্সেলোনার হয়ে সফল। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ব্যর্থ। এই গঞ্জনা দীর্ঘদিন শুনতে হয়েছে মেসিকে। ২০১৪ বিশ্বকাপে রানার্স, ২০১৫, ২০১৬-র কোপা আমেরিকার ফাইনালে গিয়ে হার। মারাদোনার সঙ্গে বারবার তুলনা। এদিকে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ২০১৬-তেই ইউরো জিতেছেন। ওই বছরই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে কোপা ফাইনালে মেসির পেনাল্টি মিস ও হার। 'আমি সব দিয়েছি, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন না হতে পারাটা বুকে বিঁধছে।' এই বলে অবসর নিয়েছিলেন মেসি।

মেসি সরে যাওয়ার পর অবশ্য আর্জেন্টিনার লাভ হয়নি। কিছুদিন পরই জাতীয় দলে ফিরে আসেন। তারপরও সফরটা খুব সহজ ছিল না। ২০১৯-এও ব্যর্থতা। এরপর ২০২১ কোপা চ্যাম্পিয়ন, ২০২২-র বিশ্বকাপ ও ফিনালিসিমা জয়ী, ২০২৪-এ ফের কোপাজয়। এবার সেই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ের সুযোগ। যে মাঠ একদিন মেসিকে কাঁদতে দেখেছিল, সেই মাঠই কি আবার মেসির মুখে সোনালি হাসি এনে দেবে?

মেসি যখন অবসর নিয়েছিলেন, তখন অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন, এ রকম সিদ্ধান্ত না নেওয়ার। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এনজো ফার্নান্দেজ। এখন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার। ২০১৬ সালে তাঁকে কেউ চিনতেন না। তখন এনজোর বয়স ১৫। এনজো লিখেছিলেন, 'প্লিজ লিও যেও না। তোমাকে আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সিতে দেখা আমাদের কাছে গর্বের। আমাদের ক্ষমা করো।' আকর্ষণীয় বিষয়, সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফিরিয়ে ছিলেন সেই এনজোর। এবার মেসির কাছে সুযোগ 'স্কোর টু সেটল'।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80